ধর্ম্ম-গীতা।

রচয়িত্রী——

শ্রীমতী প্রমীলা সুন্দরী মিত্র

প্রকাশক—

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিক

১ম হইতে ২২শ ফর্ম্মা প্যারি প্রেসে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার দ্বারা ৩২।৭ বিডন ষ্ট্রীট
ও
অবশিষ্ট ফর্ম্মা সুদর্শন যন্ত্রালয় ৮৪ বেচুচ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
হইতে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দে দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন।

অকালে দুইটি জামাতা রত্ন হারাইয়া আমার পরমারাধ্যা জননী স্বর্গগতা প্রমীলা সুন্দরী মিত্র অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়েন এবং পরমার্থ লাভের আশায় ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ৺জাহ্নবীতটে—প্রথমে কামারহাটীতে ও তৎপরে যতদিন জীবিত ছিলেন বরাহনগরে—যাইয়া বাস করেন। ১৩৩৬ সালে ৫ই শ্রাবণ তিনি পরলোক গমন করেন।

সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি তিনি পূজাদি লইয়াই সময় অতিবাহিত করিতেন। অবসর পাইলেই মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত তাহা তখনই কবিতার আকারে লিখিয়া যাইতেন। এরূপ অনেক লিখিয়াছিলেন, সেই সকল কবিতা যতদূর পাওয়া গিয়াছে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে এবং আত্মীয় স্বজন গণের পাঠার্থে কয়েকটী মাত্র প্রকাশ করা হইল।

মূলে মুদ্রাঙ্কনের অভিপ্রায়ে কবিতাগুলি লেখা হয় নাই এবং শুদ্ধাশুদ্ধির লক্ষ্য রাখিতে লেখিকার চিন্তার সময় ছিল না। সুতরাং কোন কোন স্থানে রচনার বৈগুণ্য দেখা যাইতে পারে। তাহা উপেক্ষা করিয়া পাঠক এই কবিতাসমূহ সাদরে গ্রহণ করিলে আমার চেষ্টা সার্থক মনে করিব।

এই স্থানে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র বিহারী দত্ত বি, এল্‌ ও শ্রীমান্ গোপিকা রঞ্জন মিত্র এম্, বি, বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, উঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম বিনা আমার পক্ষে এ কার্য্য সম্পন্ন করা দুরূহ হইত।

ভবানীপুর
৫ই সেপ্টেম্বর
১৯৩২। } শ্রীস্বর্ণপ্রভা মল্লিক।

সূচিপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
স্তব ও বন্দনা	...	১—৩৭
প্রার্থনা	...	৩৮—৪৮
কীর্ত্তন	...	৪৯—৫৪
স্তোত্র	...	৫৫—৫৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি	...	৫৭—৬৫
আনন্দোচ্ছ্বাস	...	৬৬
গুণকীর্ত্তন	...	৬৭
শোকোচ্ছ্বাস	...	৬৮—১৩৬
শুভবিবাহোৎসব	...	১৩৭—১৭৬
শুভকামনা	...	১৭৭—৪৩৬

স্তব ও বন্দনা।

বিষয়			পৃষ্ঠা
অন্নপূর্ণা পূজা	...	...	৩৫
কার্ত্তিক পূজা	...	...	১৭
কালী পূজা	...	...	১৫
গুরুপ্রণাম	...	...	১
গোষ্ঠবিহার	...	...	১৮
জগদ্ধাত্রী পূজা	...	...	১৯
জন্মাষ্টমী	...	...	৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
দশহরা	...	...	৬
দুর্গাপূজা	...	...	১১
দোলযাত্রা	...	...	৩১
ফুলদোল	...	...	৩
বাসন্তী পূজা	...	...	৩৪
বিজয়া দশমী	...	...	১২, ১৪
বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী	...	...	২১
মনসা পূজা	...	...	১০
রাধাষ্টমী	...	...	৯
রাসলীলা	...	...	২২
লক্ষ্মীপূজা	...	...	২৫, ৩৬
লীলাবতী পূজা	...	...	৩৭
শিবরাত্রি	...	...	৩০
শ্যামাপূজা	...	...	১৫
ষষ্ঠীপূজা	...	...	৩৩
সাবিত্রীব্রত	...	...	৪
সরস্বতীপূজা	...	...	২৭, ২৮

প্রার্থনা।

গঙ্গাবন্দনা	...	...	৪১
গীতি	...	...	৩৮, ৩৯
নূতনদিনের প্রার্থনা	...	...	৪৫
পরমহংসদেবের জন্মোৎসব		...	৪০
প্রভাত বর্ণনা	...	...	৪২
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য	...	...	৪৫

কীর্ত্তন।

বিষয়			পৃষ্ঠা
নববর্ষের আবাহন	...	...	৪৯
প্রাতঃ প্রণাম	...	...	৫২
বসন্ত উপহার	...	...	৫৪
বিশ্বেশ্বরায় নমঃ	...	...	৫১

স্তোত্র।

স্তোত্র	...	...	৫৫, ৫৬

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কামারহাটি	...	...	৫৮
চরণ বন্দনা (স্বর্গীয় পিতা ও মাতার)			৬৪
ভক্তি-উপহার			
স্বর্গীয় দাদামহাশয় ও ঠাকুরমার উদ্দেশে			৬২
নকাকা মহাশয়ের প্রতি			৬২
সন্ধি স্থাপন দিনে কার্য্যে অবসর			৫৭

আনন্দোচ্ছ্বাস।

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাঁচি হইতে সপরিবারে সুস্থ শরীরে নকাকাবাবুর প্রত্যাগমনে আনন্দ	৬৬

গুণকীর্ত্তন।

গুণকীর্ত্তন (স্বর্গীয়া নকাকিমার) ...	৬৭

শোকোচ্ছ্বাস।

ব্যক্তি	পৃষ্ঠা
চারুচন্দ্র দে	৬৮
জয় দুর্গা (বৌমা)	১০৪
দেবেন্দ্রনাথ (মল্লিক)	১১০
নলিনী বালা	৯৬
ভূপেন্দ্র নাথ	১২৯, ১৩২
রবি চাঁদ	৭২—৯০
শরৎকুমারী	১১৪, ১১৬
শরৎচন্দ্র (বসু)	১০১
সতীশ নন্দিনী	৯৩
সরলাবালা	৯১
সুনীলচন্দ্র (বুড়ো)	১০৭
সেজকাকিমা	১২৬
সৌরেন্দ্র নাথ (খোকা) ...	১১৯, ১২২

শুভবিবাহোৎসব

ব্যক্তি			পৃষ্ঠা
অনাথ	...	...	১৫৭
অমিয় বালা (খুকু)		...	১৬৭—১৭৬
প্রেমলতা (বীণা)	...	...	১৬৫
বিপেন্দ্র নাথ (শুকুর)		...	১৫৪, ১৫৬
লক্ষ্মীমণি (শান্তি)		...	১৬৩
শচীন্দ্রনাথ	...	...	১৩৭
শোভারাণী		...	১৬১
সুধারাণী	...	...	১৪১—১৫৩
স্নেহলতা (রাণু)		...	১৫৯

শুভকামনা

অজিতকুমার (প্রকাশমণি)			
শেঠের৷ পূজা	...	...	২৭৭
ষষ্ঠী পূজা	...	..	২৮০
মাতার কোলে নিজ গৃহে গমন	...		২৮২
নববর্ষের আশীর্ব্বাদ		...	২৮৪
অন্নপ্রাশন	...	...	২৮৬
বিজয়ায় আশীর্ব্বাদ	...	...	২৮৭
অমিয়বালা (খুকু)	...	...	২৯৩, ২৯৫
ইন্দুপ্রভা (রাণী)	...	...	৩০১
উর্ম্মিলা	...	...	১৯৯

ব্যক্তি			পৃষ্ঠা
কিরণ শশী (ছোট বৌমা)		...	১৮০
কুসুম কুমারী	...	...	২০৩
কৃষ্ণগোপাল	...	...	১৯৯
গিরীন্দ্র ~~নাথ~~ বিহারী	...	...	১৮২
গোপিকা রঞ্জন			
সস্ত্রীক প্রথম দর্শনে		...	৩০৩—৩০৯
ঐ বিজয়ায় দর্শনে		...	৩০৭
সুধারাণীর জন্মদিনে আশীর্ব্বাদ		...	৩১১
বীণাপাণির পত্রে উল্লেখ		...	৩৯৯
গোপেন্দ্র নাথ			
বিলাত যাত্রা		...	১৮৪
—— হইতে প্রত্যাগমন		...	১৮৯
—— পুনর্যাত্রা		...	১৯২
ডলি	...	...	২০৩
নলিন চন্দ্র	...	...	১৭৭
নীরদ কুমারী	...	...	১৯৭
নীহার বালা	...	...	২৭৭—২৮৮
নৃপেন্দ্র নাথ	...	...	১৮০
পান্নালাল	...	...	২০৩
প্রফুল্লকুমারী (পিরু)	...	...	২০৩, ২০৫
প্রভাত কুমার (ছবিচাঁদ)			
আনন্দ			
জন্ম গ্রহণে		...	৩২৯
প্রথম দর্শনে		...	৩৩৪
প্রার্থনা			
অন্নপ্রাশনে		...	৩৩৯

ব্যক্তি পৃষ্ঠা

প্রভাতকুমার (ছবিচাঁদ)

প্রার্থনা

কৈলোয়ার গমনে ... ৩৪৬

জন্মদিনে ... ৪০৩, ৪২১, ৪২৩

ধুতুরা বীজ ভক্ষণে ... ৩৮৭

রোগে ৩৬৯, ৩৭১, ৪১৭

হাতে খড়িতে ... ৪০০

প্রভাসকুমার (রচিচাঁদ)

জন্ম ... ৩১৭

অসুখে

কৈলোয়ার গমন ... ৩৪৬

পরে ঝামাপুকুরে পীড়িত অবস্থায় ৩৫৬—৩৬২

প্রভাস চন্দ্র (চারুচন্দ্র মিত্র)

(শৈলবালা দেখ)

বি এল পরীক্ষা ... ২৮৯, ২৯১

ফণীন্দ্র নাথ ও বীণাপাণি

আনন্দ

নব খোকা (ছবি) কোলে সাক্ষাতে ৩৩৪

বাঁকীপুর হইতে আগমনে

১৩২৫ ... ৩১৩

১৩২৬ ... ৩২৬

১৩২৮ ... ৩৫৩

আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা

অসুখে

পুত্রদ্বয়ের কারণ কৈলোয়ারে গমন ৩৪৬

ব্যক্তি — পৃষ্ঠা

ফণীন্দ্রনাথ ও বীণাপাণি

আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা

অসুখে

বীণাপাণির ফোড়া বাঁকীপুরে ৩৮৩—৩৮৭

— — ঝামাপুকুরে ৩৯৩—৪০০

জন্মদিনে (বীণাপাণির) ... ৩৩১, ৪২৪

জামাইষষ্ঠী দিনে ... ৪১৫

নূতনদিনে ... ৩৯১

বাঁকীপুর গমনে

১৩২৬ ... ৩১৯

১৩২৭ ... ৩৩৭

১৩২৯ ... ৩৮০

১৩৩৩ ... ৪১১

১৩৩৫ ... ৪২৬

বিজয়ায় ... ৪১৯

সন্তানপ্রসবে

প্রভাসকুমার ... ৩১৭

প্রভাতকুমার ... ৩২৯

হররাণী ... ৩৬৩

মায়ারাণী ... ৪০৯

পত্র——

১৩২৬ ... ৩২২

১৩২৭ ... ৩৪৮

১৩২৮ (হররাণীর পাঁচুটের দিন) ৩৬৫

১৩২৯ ... ৩৮৯

১৩৩১ ... ৩৯৭

স্বপ্নদর্শন ... ৩৪৪

বিজয়েন্দ্র (সোণা) ... ১৯৫

ব্যক্তি		পৃষ্ঠা
বীণাপাণি (ফণীন্দ্রনাথ ও বীণাপাণি দেখ)		
বেলারাণী	...	২০৩
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	১৯৯
মাধবীলতা (হররাণী)		
জন্ম	...	৩৬৩
পাঁচুটে	...	৩৬৫
আটকৌড়ে	...	৩৬৭
প্রথম দর্শন	...	৩৭৩
৺কালীমাতার বালা ধারণ	...	৩৭৫
মাধুরী লতা (বেবীরাণী)		
আশীর্ব্বাদ		
বাঁকীপুর গমন কালে	...	৩৭৭
পত্র——		
১৩২৮	...	৩৫০
১৩৩২ ইংরাজি সালের নূতন দিনে		৪০৫
১৩৩৩ মায়ারাণীর জন্ম সংবাদ প্রাপ্তে		৪০৮
মায়ারাণী		
জন্ম	...	৪০৯
মীরা (রাঙ্গাবৌমা)	...	২০৩
মৃণালিনী (মিনুরাণী) ...	...	১৮২
যতীন্দ্র নাথ (কান্তি) ...	...	২৭৫
রত্নপ্রভা ...		২৬২, ২৬৪, ২৬৫
রবীন্দ্র নাথ (শান্তি) ...	...	২৭১, ২৭৩
রাধারাণী ...	...	১৯৯, ২০১
শৈলবালা		
পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণ	...	২৭৭
————সখী পত্র		১৮০

ব্যক্তি পৃষ্ঠা

শৈলবালা

নিজাগারে নব পুত্র ও কন্যা লইয়া গমন ২৮২
নববর্ষের আশীর্ব্বাদ পত্র ... ২৮৪
পুত্রের অন্নপ্রাশন ... ২৮৬
বিজয়ার আশীর্ব্বাদ পত্র ... ২৮৭

শ্যামাচরণ ১৯৯, ২০১
সমরেন্দ্র নাথ ২৬৯
সীতাংশু বালা (মেজবৌমা) ... ২০৩
সুধাময়ী (সুধারাণী)

অসুখে (নিউমোনিয়া) প্রার্থনা ... ২৯৭
আশীর্ব্বাদ পত্র——
জন্মদিনে ... ২৯৯, ৩১১
নববর্ষের ... ২৯৮
বিজয়ায় ... ৩০১, ৩০৯
ষষ্ঠীবাঁটা দিনে পতি সহ আগমনে ৩০৩—৩০৯
বীণাপাণির পত্রে উল্লেখ ... ৩৯৯

সুরেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণপ্রভা————

অসুখে (প্লুরিসী) প্রার্থনা ... ২০৮
আশীর্ব্বাদ পত্র
জন্মদিন উপলক্ষে
সুরেন্দ্রনাথের ... ২৪৩
স্বর্ণপ্রভার ... ২১০, ২৪৬
জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে ... ২৩৮
বিজয়ায় ... ২১৮, ২৩৫
শুভবিবাহ তারিখ উপলক্ষে ... ২৪০

ব্যক্তি		পৃষ্ঠা
সুরেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণপ্রভা		
উচ্চাসন প্রাপ্তি (সুরেন্দ্রনাথের)		
ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল মেম্বর	...	২২৮
করপোরেসন চেয়ারম্যান	...	২২৩
ঐ উপলক্ষে সহরবাসী কর্ত্তৃক অভিনন্দন-পত্র প্রদানোৎসব	...	২২১
বেঙ্গল কাউন্সিল মেম্বর	...	২১৫
মিনিষ্টার	...	২২৫
বিলাত		
——যাত্রা	...	২২৮
——হইতে প্রত্যাগমনের স্বপ্নদর্শন		২৩৩
——হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কারণ যাত্রা		২৪৮
——হইতে স্বদেশে আগমনে আনন্দ		২৫০
সাক্ষাতে আনন্দ	...	২৫২
——পুনর্যাত্রা	...	২৫৬
বায়ু পরিবর্ত্তন কারণ গমন		
কারশিয়ং	...	২১৩
ড্যালটন গঞ্জ	...	২১৮
সুহাসিনী (খুকী) ...	...	১৯৯
স্বর্ণপ্রভা (সুরেন্দ্র ও স্বর্ণপ্রভা দেখ)		
স্বামী ...	...	৪২৯—৪৩৬
হেমপ্রভা (বীণাপাণি দেখ)		

স্তব ও বন্দনা

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

কৃপায় কর হে প্রভু গ্রহণ

অমূল্য রতন মোরে দিয়াছ করুণা করে

এখন সেই নাম জোরে ধরি এ জীবন

করিয়া স্নেহ আমারে এই মা জাহ্নবী তীরে

আসিয়াছ দয়াময় করিতে পাপ মোচন

কেমনে করিব স্তুতি হই হীন নারী জাতি

ঐ পাদ পদ্মে থাকে মতি আশীর্ব্বাদ কর দান

আজি এ বন কুটীরে শ্রীপদ কমল হেরে

জুড়াইল প্রভু মোর আঁখি ও পরাণ

ছয় বর্ষ নাহি হেরি তোমার চরণ তরী

অকূল চিন্তায় হয়ে ছিলাম মগন

কেমনে হইব পার আমি এ ভব দুস্তর

কৃপাময় দিলে তাই তুমি দরশন

করিতে পাপীর ত্রাণ ভবে তব আগমন
গুরুরূপে ভগবান এসেছ সংসারে
চরণে করি কি দান কিছু পুণ্য নাহি ধন
তাহাতে ব্যাকুল বড় হয়েছি অন্তরে
হে দেব কর প্রসাদ পূর্ণ হয় মনোসাধ
যেন লাল সাজে ধরা ত্যজে যাই গেয়ে জয় নাম
সেই দিন দয়াকরে এ অধম তনয়ারে
দেখাইও প্রভু তব ও পুণ্য চরণ
লইওনা অপরাধ পাই যেন আশীর্ব্বাদ
ভব কারাবাস দেব করিও খণ্ডন
চরণ সরোজে এই প্রাণ ভরে নিবেদন।

১৩২৯ সাল বরাহ নগর ১১ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার

শ্রীশ্রীহরি লীলা

বৈশাখী পূর্ণিমা আজি রাধা কৃষ্ণের ফুল দোল।
ভক্তগণ প্রেমানন্দে বলিতেছে হরিবোল হরিবোল।
যাইতেছে প্রীত মনে, শ্রীরাধা কৃষ্ণ দরশনে,
যতনে লয়েছে কত নানাবিধ উপহার।
পূজিবে শ্রীকৃষ্ণ রাধা চরণ দোঁহার।
যুগলে তুলিছেন পরিয়া ফুল, হেরিবে ভকত কুল,
প্রফুল্ল করিতে দান তাহাদের মনে।
তাই ফুলে সেজেছেন কৃষ্ণ আজি শ্রীমতী রাধিকা সনে।
আমি আর কোথা যাব, কেমনে দর্শন পাব,
হই তব অধম সন্তান।
প্রেম ভক্তি কর দান, দয়াকরে রাধা শ্যাম,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর আসি মোর এই বন।
যতনে রেখেছি ফুল সাজাব রাঙ্গা চরণ।
প্রণিপাত করিতেছি করহ গ্রহণ।

সাবিত্রী ব্রত

প্রার্থনা

ভকতি প্রণতি বিভূ কৃপায় কর গ্রহণ
ধর্ম্মরাজ রূপে ভক্তি পূজা আজি লও হে ভগবান্
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুভকৃষ্ণচতুর্দ্দশী   উপবাসে অভয় পদ পূজি দিবানিশি
সাধ্বী নৃপবালা মা সাবিত্রী পাইয়ে তব বর
প্রাণপতি সত্যবানে করিলেন অজয় অমর।
তিনকুল এ ভুবনে   উদ্ধারিলেন নিজগুণে
ইহাতে সাবিত্রী নাম সকলেরি স্মরণে
রহিয়াছে চিরদিন এই মর্ত্তভূমে।
এ অতি কঠিন ব্রত   নিয়ম ইহার কত
দুখী সবার ভাগ্যে ইহা হয় কি ঘটন?
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে হইবে উদযাপন।
আমি তটাশ্রমবাসী   কি জানাব হে কালশশী
নাহি ধনপুণ্যরাশি হই অধম বৃদ্ধা অক্ষম

গেয়ে যেন নাম জয় যেতে পারি দয়াময়
ছেড়ে এই ভব ধাম।
তুমি দেব নিজগুণে লাল সাজে ও চরণে
দিও স্থান দীন হীনে এই নিবেদন।
লও দেবী সাধ্বী সতী মা সাবিত্রী ভগবতী
পরাই মা সিন্দুর ভূষণ।
পতি সত্যবান সনে লও অর্ঘ শ্রীচরণে
ভকতি প্রণাম আজি করহ দোঁহে গ্রহণ।
বসে আছি মা গঙ্গাতীরে ঐ পদরেণু দিয়া শিরে
আশীর্ব্বাদ কর দেবী দান।
তোমার সিন্দুর প'রে যাই ভব নদী পারে
প্রেমানন্দে গান করে হরির জয় নাম।
আজিকার শুভদিনে বিশ্বনাথ কৃপাগুণে
সাজাতেছি ফুল্লমনে পা দুখানি বনফুলে
লও নাথ তাহা তুমি ভটাশ্রমে কুতূহলে।

শ্রীশ্রীদেবী গঙ্গা মায়ের চরণ পূজা

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল দশমীতে দশহরা পূজা
আজি মকর বাহিনী হয়ে এসেছেন গঙ্গা মাতা।
জগতের যতজনে সবে আনন্দিত মনে
দিয়ে নানা উপহার করিছে পূজা তোমার
কি দিয়ে শ্রীপদ মাগো করিব পূজন?
ভক্তি শ্রদ্ধাফুলে আঁখি প্রেমজলে
ঐ রাঙ্গা পা তোমার করি গো অর্চ্চন।
হয়ে ফুল্লমতি দেবী ভাগীরথী
পরাই মা তোমারে সিন্দুরাভরণ
পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী জননী
কৃপা করে তুমি করহ গ্রহণ।
অতি দীন হীন হই অকিঞ্চন পাপী তাপী তব তোমার সন্তান
পড়ে আছি দুই বৎসর মা তব পদ কমলে
দয়াময়ী দয়া করে লাল সাজে এইবার লও গো কোলে।
যুড়ি দুটি হাত করি প্রণিপাত
তব অভয় চরণে শৈল সুতা
অধম তনয়া জানিয়া আমারে অকৃপা করোনা মাতা।

শ্রীশ্রীহরি সহায়

ভাদ্র মাসে ১লা আজি শ্রীজন্মাষ্টমী
দৈবকী দেবী হইলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জননী।
গোলক বিহারী দয়াময় হরি
করিতে তাঁহার কারা মোচন
আসি ধরা'পরে সুমধুর স্বরে
করিলেন তাঁরে আশ্বাস দান
"হইবে জননী তব এইবার দুঃখ অবসান"
দ্বিপ্রহর রাতে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতে
ঘুমাইছে সুখে প্রহরীগণ।
হেরি পুত্রধন সুনীল বরণ
কোলে লয়ে দেবী করিছেন রোদন
"আটটি সন্তান করেছে নিধন
টের পেলে কংস বধিবে এখন।
চুম্বি পুত্র মুখ জীবনে পাইলাম সুখ
কেমনে করিব রক্ষণ বাছারে"
অমনি কারাগারের দ্বার হইল আপনি উদ্‌ঘাটন
কারাগার আলোকিত হইল তখন।

হইল দৈববাণী "শুনগো জননী
গোকুলে বাড়িবে এ পুত্র তোমার
কোনও চিন্তা মনে করিওনা আর"
ছাড়িতে পুত্র ধন দুঃখিত হইল মন
তথাপি তাহার মঙ্গল তরে
বসুদেবের কোলে দিয়ে বল্লেন "লয়ে যাও যমুনাপারে
সেই বৃন্দাবনে রেখো নন্দধামে
কুশলে তথায় থাকিবে কুমার
হইলে সুদিন আসিবেক পুনঃ নয়নতারা
তখন তাহারে হেরিব আবার
নতুবা মেরে ফেলিবে কংস দুরাচার।"
যমুনা হলো যখন পার
বাসুকী হইলেন কর্ণধার
শৃগাল দেখায়ে পথ লয়ে গেল নন্দ ঘর
জগতজন সকলে মায়া নিদ্রায় কাতর।
যশোদার হয়েছিল একটি কন্যাধন
পুত্রটি তার বুকে দিয়ে কন্যারত্ন তুলে লয়ে
বসুদেব নিরাপদে কারাগারে করিলেন আগমন।

রাধাষ্টমী ব্রত

জয় জয় জয় জয় দেবী রাধারাণী
শরতে আজ পোহাইল শুভ রজনী
শুক্ল পক্ষেতে হইল শ্রীরাধা অষ্টমী।
জগত জননী তারা   ভবরাণী হরদারা
প্রেম ভক্তি নরে শিখাইতে হয়ে এলেন রাধামণি,
লীলাময় ব্রজপুরে   হরির মোহন বংশী সুরে
ভক্ত সখিগণ সাথে হলেন প্রেম পাগলিনী।
মাগিছে এ দীন কন্যা   করগো তারে করুণা
রাধা কৃষ্ণের যুগল পদে হয় যেন প্রেম ভিখারিণী।
শেষ দিনে মা গঙ্গাতীরে   ঐ রাঙ্গা চরণ দেখাইও মোরে
মানস বন পদ্মে পূজা করে   মা তোমার সিন্দূর প'রে
জয়ানন্দময়ী তারা বলে যেন গো ছাড়ি অবনী,
অভয় পদ কমলে পাই যেন মা স্থান
দাও শান্তি এই শেষ বাসনা মাগো করিতেছি নিবেদন।
চরণ ধুয়ে প্রেম জলে   সিন্দূর দিতেছি ভালে
প্রেমাঞ্জলি পদতলে করিগো অর্পণ।
আজি ভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর হে বৈকুণ্ঠ বাসিনী
জয় জয় করুণাময়ী দেবী রাধারাণী।

শ্রীশ্রীজগন্মাতা মনসা দেবীর স্তব।

ভাদ্রের সংক্রান্তি আজি দেবী মনসা রূপে
মা হেরিতে সন্তানগণে আসিয়াছ এই ভবে।

আনন্দে হয়ে মগন নিশায় করি রন্ধন
আজ সকলে ঘরে ঘরে করিছে পূজা অরন্ধন,
তোমায় পান্তা দিয়ে সবে শান্তি লয়ে
থাকিবে মা চিরদিন
কুশলে রেখ সকলে শ্রীপদে করি নিবেদন।

এনেছ গো মোরে মাতা গঙ্গাতীরে
ধুয়ে দি রাঙ্গা পা আজ মাগো নয়ননীরে
ও পদ্ম চরণে করি প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দান
সিন্দূর দিতেছি শিরে লও মা করুণা করে
কৃপাময়ী গ্রহণ কর মম ভকতি প্রণাম।

দুগ্ধ আর চিঁড়ে মিষ্টি কলা ও চিনির মুড়কী
ভক্তিভরে তব তরে করিয়া নির্ম্মল
নিজ করে এনেছি মা পবিত্র জাহ্নবী জল,
শুভদৃষ্টি কর এতে বলিতেছি যোড় হাতে
অক্ষয় শান্তি চরণে এইবার দাও মা স্থান।

তোমার সিন্দূর প'রে মা সুরধুনীর অর্দ্ধনীরে
জয় দয়াময়ী তারা ব'লে বাহির যেন হয় পরাণ
অভয় পদ পঙ্কজে মাগো এই শেষ নিবেদন।

শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা

দুর্গা নামে তারা হর মনোহরা
এসেছ আজি মা অবনী তলে
দেবী গঙ্গা তীরে মানস মন্দিরে
ব'স মা পূজি গো শ্রীপদ কমলে।
করি প্রেম জলে ঐ রাঙ্গা পা ক্ষালন
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি করি মা প্রদান
সীমন্ত সিন্দূরে প্রেমানন্দ ভরে
দিতেছি জননী করিয়া শোভন।
প্রেম ফলে মাগো সাজাই জলপানি
কৃপা দৃষ্টি কর শঙ্করঘরণী
প্রেম প্রণিপাত করুণায় মাতঃ
গ্রহণ করহ তুমি।

জগত জননী দুর্গা এসেছেন ভূমণ্ডলে
তাই কি এত শোভা
হেরি মা গঙ্গা,
শরতে নবমীতে তোমার কূলে।
নিতুইত অস্ত যান
মেঘের আড়ে তপন
কিরণে আজি মরি মরি
কি শোভন হয়েছে তোমার জলে।

আবার গগনে উঠিল শশী
চাঁদ মুখে হাসি হাসি
ছড়ায়ে জোছনা রাশি
দিতেছে গো সুধা ঢেলে
জগত জননী দুর্গা এসেছেন ভূমণ্ডলে।
মায়ের যত সন্তান
আনন্দে করি সাজন
প্রেমেতে হয়ে মগন
ডাকিছে মা দুর্গা বলে।
আজি পূজার শেষ দিন
প্রভাতে মা যাবেন চলে
লোটায়ে প্রণমি সবে অভয় চরণ তলে।

হইল আজি বিজয়া দশমী
কৈলাসে যাবেন দুর্গা ভূধর নন্দিনী
নানাবিধ উপহার শুভ আয়োজন হইয়াছে তার
দধি করমা খেয়ে মা যাইবেন কৈলাসপুর
মেনকা রাণীর নিরানন্দ মন
নিজহাতে করেছেন আজ মায়ের সাজন।
বৎসরেক দুর্গা স্মরি তবে ত্রিলোচনা হেরি
তিনদিন হয়েছিল কত সুখী মন
হতেছিল কত পূজার আয়োজন।

মা যাহা বাসেন ভাল তিলে খাজা মোহন ভোগ
চিনির পানা ফল ফলারি তরকারী লুচি কচুরি
আলু পটল পাঁপড় ভাজা মতিচুর বোঁদে গজা
ক্ষীর দধি সন্দেশ আদি মিষ্টান্ন করিয়া যোগ
দিতে ছিলেন দিনে তিনবার মায়েরে করিতে ভোগ।
আজি হইল তাঁহাদের বিষাদিত মন
লইতে আসিয়াছেন দেব পঞ্চানন
মহানন্দে ব্যস্ত ছিল জগতের জন
তিনদিন মা দুর্গা তব পূজার কারণ।
কৈলাসেতে তুমি আজ করিবে গমন
সকলেই হইবেক বিরস বদন।
এ দীন তনয়া মাগো কি দিবে তোমারে আর
দধি চিঁড়ে কলা চিনি মিষ্টি এই শ্রদ্ধা উপহার
আজ কৃপায় কর শুভদৃষ্টি সকলি দেবী তব সৃষ্টি
ঘুচাও মন অরিষ্ট মহাপ্রসাদ করি দান
বনবাসী কন্যার মাতা পূর্ণ কর মনস্কাম।
বলি মা চরণ ধরে আসিও বৎসর পরে
পতি পুত্র বধূ কন্যা লইয়া সবারে
করাতে আনন্দবর্দ্ধন জগৎবাসীরে।

আজ হ'ল মা দুর্গার শুভ বিজয়া দশমী,
বলিছেন পঞ্চানন   শূন্য ঘর তিনদিন
অন্ধকার হেরিতেছি আমি।
দুর্গারূপে আলো করে   আমার কৈলাস ভবন
থাকি প্রেমানন্দে মগন,
লয়ে পুত্র বধূ কন্যাগণ   হয়ে অতি প্রীত মন
সতী নিজ পিত্রালয়ে করেছেন গমন।
বিদায় তিনদিন তরে   দিয়াছি আমি উমারে
ভাবি নাই হবে এত অসহ্য বেদন,
সত্বর বৃষভে নন্দী করহ সাজন
আনিতে যাইব হৈমবতী কৈলাসরতন।
এত বলি মহেশ্বর   হইয়া তৎপর
সাজিয়া নিজে আনন্দেতে   আসিলেন গিরিরাজার ঘর
সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গী আদি যত অনুচর।
আনন্দে গিরিরাজরাণী হেরিয়া জামাতা,
সাজাইতে লাগিলেন যতনেতে সুতা,
সুকেশ আঁচড়িয়া সীমন্তে সিঁন্দুর দিয়ে
অঞ্চলে মুখ মুছায়ে,
পরালেন ভালে শুভ চন্দন সিঁন্দূর ফোঁটা,
তাড় শঙ্খ রত্নাদি বালা গলে বাদলার মালা,
আর পুষ্পহার কজ্জল নয়নে হ'ল কতই বাহার,
কণ্ঠমূলে চৌদানি নাসিকায় নথ,
চরণে দিলেন আল্‌তা নূপুর ভূষণ,
পরালেন লাল পট্ট সাড়ী আদরে তখন,

শুভ যাত্রা করি দধি কড়্মা করায়ে ভোজন,
বাহিরে আনিয়া মারে হতেছে বরণ,
গিরিরাজা রাণীর দুজনেরই সজল নয়ন।
জগজ্জননী করিলেন আজি কৈলাসে শুভগমন,
পাঁচজনের একজন এয়ো হয়ে মায়েরে করি বরণ।
সীমন্তে সিন্দূর দিয়ে চন্দন ফোঁটা পরায়ে,
মিষ্টি পান মুখে দিয়ে চরণে করি ভকতি প্রণাম,
বৎসরেক পরে এস জননী আবার মর্ত্ত্যধাম।

শ্রীশ্রীকালী দেবীর চরণ পূজা।

জগত জননী আজি এসেছ কাল বরণে
কারে ধরি অসি কেন মুক্ত কেশী
হেরিতেছি তোমা হর বরাননে;
নর মুণ্ডমালা পরিয়াছ গলে
অট্ট অট্ট হাসি শ্রীমুখ মণ্ডলে,
লোল রসনা হ'লে বিবসনা
অসুর নাশনে।

হরিয়াছ জ্ঞান প্রলয় কারণ
দেখিয়া তখন দেব পঞ্চাননে
বলিলেন রক্ষ তব সৃষ্টি সর্ব্ব
পাতিলাম বক্ষ তোমার চরণে।
অসুর দলন করিয়া তখন
মহাদেব হৃদে দাঁড়াইয়া পদে
দন্তে জিহ্বা ছেদিলে মা তখন স্বজ্ঞানে,
জয় কালী নাম তাই ধরেছ ভুবনে।
আজ নিশা অমা আসিয়াছ শ্যামা
পূজিছে তোমায় জগত জনে,
নানা উপহার শ্রীপদে তোমার
দিতেছে মহিষ ছাগ বলিদানে।
নাহি ধন জন পড়ে আছি বনে
কি দিয়ে করিব চরণ পূজন
মা জাহ্নবী তীরে এস দয়া করে
পদ প্রক্ষালন করি নয়নাসারে
হৃদি পদ্মাসনে বসায়ে যতনে
দিতেছি সীমন্তে সিঁন্দূর
চিত্ত উদ্যানে করিয়া চয়ন।
অতি মনোলোভা রাঙ্গা পায় জবা
মিশায়ে ভক্তি চন্দনে
করি পুষ্পাঞ্জলি দান
জয় কালী বলে যত রিপু দলে
বলি দিয়া করি হৃদয় শোধন।

মা গঙ্গা স্নানে জয় কালী নামে
হয় যেন পাপ তাপ হরণ,
কৃপাময়ী গ্রহণ কর আজি ভকতি প্রণাম
অভয় পদে করি নিবেদন
এইবার শেষ বাসনা কর মা পূরণ।

শ্রীশ্রীকাত্তিক
চরণ পূজা।

শিখী বাহনেতে আজি এ নিশীথে
আসিয়াছ দেব শিবের নন্দন
কার্ত্তিকেয় নামে নরক পুন্নামে
অপুত্রকে তুমি করিতে ত্রাণ ;
ঐ রাঙ্গা পায় যে করে পূজন
শমনের ত্রাস তার হয় না কখন
আনন্দেতে যায় শান্তি নিকেতন,
তোমারি করুণা বলে।
আমি অতি দীনা হই পুত্র হীনা
পড়ে আছি বনে মা গঙ্গার কূলে,
কেমনে চরণ পাইব দরশন
ইহা ভাবি মম আকুল পরাণ
প্রভু নমি হে শ্রীপদ কমলে।

চিন্তা অনুক্ষণ করিতেছে মন
এড়াব কেমনে শমন শাসন,
মাগি যোড় হাতে রেখ পাদ পদ্মে
পুন্নাম নরকে করিও হে ত্রাণ।
জয় দেব দয়াময় প্রভু ষড়ানন
দীন তনয়ার আজি প্রাণ ভরে এই নিবেদন।

গোষ্ঠবিহার।

শ্রীশ্রীহরি
গোলোক বিহারী।
করিবারে লীলা আসিয়াছ ধরাপর
হেমন্তে অগ্রহায়ণেতে
শুক্ল অষ্টমী আজি শ্রীগোষ্ঠ বিহার
লয়ে ধেনুপাল যতেক রাখাল
করিছে চরণ পূজা,
রামকৃষ্ণধন ব্রজের জীবন
হও আমাদের রাজা।
কদম্বের মূলে পাতি সিংহাসন বসাইয়া দুইজনে,
বনফুল হার গলে পরায়ে দিতেছে কেহ যতনে,
কেহ প্রেমনীরে পদ ধৌত করে
পরাইছে পুষ্প নূপুর সুন্দর
কেহ মালা গেঁথে যতনেতে হাতে
লইয়া দিতেছে চূড়ার উপর।

হরিবারে ক্ষুধা বনফুল সুধা
কেহ বা ধরিতেছে শ্রীমুখ'পর,
তৃষ্ণাদূর তরে কেহ যত্ন করে
আনিয়াছে বারি হইতে সরোবর।
করিছে প্রণাম
যত ভক্তগণ ভক্তি প্রেমধন
সবে দিয়ে পাদপদ্মোপর
বেণুরবে সকলেরই প্রফুল্ল অন্তর।
হই নরাধম প্রভু নারায়ণ কি দিব চরণে আর
তুমি দয়াকরে দাও হে আমায়
প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা তাই আমি দিই উপহার।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী
দেবী পূজা।

জগদ্ধাত্রী নামে এসেছ ভুবনে
বিশ্ব জগতজননী দয়াময়ী তারা,
কৈলাসে ভবানী ব্রহ্ম সনাতনী,
তুমি দেবী পরাৎপরা।
কি জানি মহিমা দিতে নারে সীমা,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
মোহ অন্ধকারে পড়িয়া বিকারে
কেমনে চিনিব শ্রীপাদ তোমার।

তমো কর নাশ   হও মা প্রকাশ
আমার চিত্ত মন্দিরে,
তব দয়া বিনে   হেরিব কেমনে,
হৃদয়াসনে দেবী তোমারে।
জ্ঞান চক্ষু দান   দাও মা তত্ত্বজ্ঞান
নিরখি বিশ্ব তোমার প্রফুল্ল অন্তরে,
মা ভাগীরথী কূলে   আজ জগদ্ধাত্রী ব'লে
রাঙ্গা পা ধুয়ে নির্ম্মল আঁখি নীরে,
দিই হৃদি পদ্মাসনে   বসায়ে যতনে
সীমন্তে দিতেছি সিন্দূরাভরণ
প্রেম পুষ্পে   ভকতি চন্দন মাখি
প্রেম ভক্তি ভরে   শ্রীচরণোপরে
শ্রদ্ধা প্রেমানন্দে করি অঞ্জলি প্রদান।
প্রেম প্রণিপাত   কৃপায় বিশ্বমাতঃ
করহ গ্রহণ করুণাময়ী :
শান্তি অভয় চরণে রেখ
করিতেছি নিবেদন
শেষ বাসনা এই করিও পূরণ।

শ্রীবৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী।

আজি "শ্রীবৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী"
হ'ল বৈকুণ্ঠ নগরে মেলা
হরি মন্দিরে প্রদীপ জ্বালি
দিতেছে কুলমহিলা।
রাস মঞ্চে বসি রাস বিহারী
হরি করিছেন রাস লীলা
প্রেমিকা রাধিকা সনে
নির্জ্জনেতে কুঞ্জ বনে
আসি যত ভক্ত সখিগণে
প্রেম দীপ জ্বেলে দিয়ে
আজি ফুল্ল কত গোপ বালা
চল মন দেখ্‌বি যদি
সেই আনন্দের প্রেম খেলা
জয় রাধা শ্যাম গেয়ে চল
ও মন, করিও না আর হেলা
মধুর সঙ্গীত গাও
শুনে মা জাহ্নবী দিবেন ভেলা।

শ্রীশ্রীরাসলীলা।

হেমন্তে অগ্রহায়ণে পূর্ণিমাতে হরি শ্রীরাসবিহারী
করিবারে প্রেমলীলা এসেছ আজি ধরণী।
শুনে বংশীরব ভক্ত সখী সব
নিশীথে আইল নিকুঞ্জবনে
প্রেমিকা শ্রীমতী রাধিকা সনে।
যত গোপগণ নিদ্রায় মগন
হইল নিজ ভবনে তব বেণু রব শুনে
যত ব্রজনারী সারা বিভাবরী
প্রেম খেলা করি তোমার সাথে
যাবে ফিরে নিজ ঘরে আবার প্রভাতে।
কি জানি মহিমা হই বুদ্ধি-জ্ঞানহীনা
রাখিও চরণে মোরে
ভক্ত সখিগণ প্রেম ভক্তি দান
কৃপা করে সবে দাও আমারে
প্রেম ফুল ভক্তি চন্দনে পূজি রাধারাণী শ্যামধনে
অভয় পদ কমলে ভকতি প্রণাম করি
গ্রহণ কর যুগলে করুণাময় হরি।

প্রতিপদে হইল আজ রাসলীলার দ্বিতীয় দিন
রাসমঞ্চোপরি শ্রীরাধিকা সনে হরি
প্রেমানন্দে রয়েছেন,
যত ব্রজবালা করে প্রেম খেলা কুঞ্জবনে,
শ্রীকৃষ্ণ রাধা লয়ে দুইজনে।
মনে নাহি আর আছে পতি পুত্র ঘর দ্বার,
ভগবান প্রেমে সবে হয়েছে মগন
চল মন ধীরে সেই যমুনা তীরে
বিবেক বাঁশরী যথা হতেছে বাদন
পতি সন্তানাদি রক্ষা ভার হরিপদে উপহার
ভক্ত সখিগণ মত করিয়া অর্পণ
কুঞ্জবনে শান্তিমনে শ্রীগোবিন্দ রাধা চরণে
ভক্তিভরে প্রণমিয়া প্রেমেতে হও নিগমন।

শুভ দ্বিতীয়ায় হ'ল রাসলীলার শেষ দিন
রাধিকা সুন্দরী হৃদয়েতে ধরি রসময় হরি কত রূপ ধরি
সর্ব্ব সখী সনে চারিদিক প্রেম আলাপন।
ভক্ত সখিগণ অগুরু, সুগন্ধি চন্দন
পরায়ে দিতেছে রাধাকৃষ্ণ ভালে.
প্রেমেতে সবে বিভোর গাঁথি বনফুল পুষ্পহার
কেহ পরাইয়া দিতেছে গলে।
চিত্ত উজ্জ্বল করিয়া কজ্জল পরাইতেছে কেহ নয়নে
ফুলের নূপুর আনন্দে প্রচুর কেহ বা চরণে।
কেহ ফুল্লচিত্তে ফুলমালা হার
লয়ে দিতেছে শ্রীকৃষ্ণ চূড়াপর,
কেহ বা করিয়া যতন কুসুমনির্ম্মাণ টায়ারা ভূষণ
দিতেছে শ্রীরাধা শিরোপরে
কেহ সুধা হাসি লয়ে ফুলবাঁশি
দিতেছে দোঁহার কমল করে।
চল তুমি মন সেই প্রেম কুঞ্জবন
প্রফুল্ল অন্তরে প্রেম ভরে শুভ সিন্দূরাভরণ পরাইব
রাধারাণীর সীমন্তে নিজ করে
পুলকিত মনে যত ভক্ত সখী সনে
প্রেমানন্দে প্রণমিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে জগত জননীর শ্রীচরণ বন্দনা।

কষ্ট করে নিজে পৌষমাস শীতে
জগত জননী মম দুঃখ নিবারিতে
আজি দয়া করে এ দীনার আগারে
আইলেন দেবী মা লক্ষ্মী আমার।
আমি কি দিয়ে শ্রীপদ পূজিব তাঁহার
তাঁর যোগ্য স্থানও নাই বসিবার
তবে এ দেহ মন্দির করি পরিস্কার
দোলাইয়া দিব প্রেম আত্র সার
আলিপনা দিব হৃদয় মাঝার
এই মা জাহ্নবী তট হৃদয় দ্বারে স্থাপিব মঙ্গল ঘট
রাঙ্গা পা ধোয়াব আঁখি প্রেম জলে
বসায়ে মায়েরে হৃদি পদ্মাসনে
সীমন্তে সিন্দুর কপালে চন্দন পরাব যতনে
দেহ রক্তে আল্‌তা পরাব চরণে
জগত জননী রূপ হেরিব প্রেম নয়নে
প্রেম ফুলে মালা গাঁথি নিজ হাতে
পরাইয়া দিব মায়ের গলেতে
প্রেম পদ্মে মাখি ভকতি চন্দন
শ্রীচরণে অর্ঘ দিব আমি দান।

জ্বালি প্রেম দীপ করিব আরতি
ধূপ ধুনা হবে মোর শুদ্ধ মতি
শঙ্খধ্বনি হবে মোর হরি নাম
প্রেম ভক্তি ভরে শ্রীপাদ পদ্ম'পরে
করিব আমি প্রণাম।
মা দয়াময়ী করিবেন শুভ আশীর্ব্বাদ দান
রাঙ্গা পায় মাগিতেছি তাই
হে দেবী দাও মোরে মনের মতন
তোমার শ্রেষ্ঠরত্ন সিন্দূর আভরণ
শোভা করি থাকে যেন মোর মাথে বাঁচি আমি যতক্ষণ
তোমার শ্রীচরণামৃত প্রেমানন্দে করি পান
তাহাতেই হয় যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ।
কৃপাদৃষ্টি রেখ মাগো বনবাসী এ তনয়ারে
বনে যেমন রেখেছিলে মা
মহারাজ শ্রীবৎস চিন্তা দেবীরে
মনে শান্তি রেখ মাগো বেঁচে থাকি যতদিন
এ জনমে লক্ষ্মী ছেড়ে না থাকি যেন কোনও দিন
জগতের সার রত্ন স্ত্রীলোকের পতি ধন
সুস্থ রাখি মম পতি তুমি দীর্ঘ আয়ু কর দান।
নিরাপদে রক্ষ দুটি জামাতা রতন,
সন্তানাদি ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয় স্বজন,
সকলকে দাও মাতা সুদীর্ঘ জীবন,
অভয় চরণে করি এই নিবেদন।

দেবী সরস্বতী বন্দনা

এস বাগ্‌রাণী মঙ্গল দায়িনী
আজি শ্রীপঞ্চমী দিনে,
কমল আনন কমল চরণ
কর কমলেতে ধরিয়া বীণে,
কমল আসন কমল ভূষণ
গজমতিহার গলেতে ধরে,
শুভ্র বরণী জগত জননী
বসন্তী অম্বর প'রে।
এস এস মাতা ডাকিতেছি সবে তোমার গরিব সন্তানেরা ভবে
আসিয়া জুড়াও তাপিত প্রাণ,
ব'স কণ্ঠোপরে বীণার ঝঙ্কারে
ধরাও হৃদয়ে মধুর তান।
যত কবি জন পূজিছে চরণ
আজি বসন্ত পঞ্চমী দিনে,
আদরিণী মায়ে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি দানে,
ভক্তি প্রণিপাত লও বিশ্ব মাতঃ
মঙ্গলে রাখিও সর্ব্ব সন্তানে।
সিন্দুর চন্দন আদরে ভূষণ
পরাই আজিগো এই কুটীরে,
মা গঙ্গার তীরে হৃদি বনোপরে
ফুটেছে যে ফুল যতনে তাহারে,

গেঁথে প্রেমহার　　　শ্রীপাদ পদ্মোপর
দিতেছি ভারতী লও কৃপা করে।
মাগি আশীর্ব্বাদ　　　কর মা প্রসাদ
তমঃ অন্ধকার হর,
দিয়ে জ্ঞান জ্যোতিঃ　　　শুদ্ধ কর মতি
অভয় চরণ হেরি নিরন্তর।
হরি গুণ গাই　　　যেন মা সদাই
যেন লাল সাজে যাই ছেড়ে ধরাধাম,
মা ভাগীরথীনীরে　　　বসি কণ্ঠোপরে
বলাইও মোরে দেবী, রাধাকৃষ্ণ নাম।
জয় গান করি　　　দেহ পরিহরি
অন্তে যেন হয় পাতকীর মোক্ষ ধামে স্থান
ঐ রাঙ্গা পায় প্রাণভরে এই আজি নিবেদন।

শ্রীশ্রীপঞ্চমী

বাগ্ দেবীর বন্দনা।

এস মা ভারতী　　　দেবী সরস্বতী
ব'স মা হৃদয় কমলাসনে,
বসন্তের রাণী　　　তুমি গো ভবানী
আজি ফুল্ল মন প্রাণ বীণা রব শুনে।
হৃদিবন মম শুষ্ক হয়েছিল　　　মলয়ানিল হৃদয়ে বহিল
বীণা রবে প্রেম পদ্ম বিকসিল
পূজিতে মা রাঙ্গা চরণ দুখানি।

দিতেছি অঞ্জলি কমল চরণে
ভকতি চন্দন মাখায়ে যতনে,
এ দীনের পূজা লও কৃপা গুণে
ও গো মা জগত জননী।
সীমন্তে সিন্দূর পরাই আদরে,
এ দুখী তনয়া কি দিবে তোমারে,
এই চির অলঙ্কার মা রেখ গো আমার
শুভ সিন্দূর তোমার ধরি যেন শিরে।
প্রণমি শ্রীপদে মা জাহ্নবী তটে
মাগি, থেক কণ্ঠে মোর অন্তিমেতে,
মা, বলি অবিরাম বিশ্ব জয়ী ব্রহ্ম নাম
শিবগঙ্গা শিবদুর্গা হরকালী জয় সীতারাম,
এনেছ যাত্রীর ঘাটে মা কর দয়া অকপটে
যেন গো পারি যাইতে গেয়ে জয় নাম,
মা চণ্ডীসর্ব্বমঙ্গলা, মা অনন্তময়ী বিমলা,
জয় মা মনসাদেবী, জয় লক্ষ্মীনারায়ণ,
মা গো দেবীশীতলা, ষষ্ঠী, ভগবতী, মা কমলা,
বলিতে পারি মা যেন জয় হরি রাধাশ্যাম,
আনন্দে আনন্দ গান করি মা আনন্দ ধাম
যাই যেন দয়াময়ী আশিস কর গো দান,
সে সময়ে মুখখানি হেরি যেন মা বীণাপাণি,
ও চরণপদ্মে আজি প্রাণভরে এই নিবেদন,
আর যেন মা না আসি গো আমি এই ভববন।

শ্রীশ্রীশিবদুর্গায় নমঃ।

শিব রাত্রি ব্রতম্

ত্রিদশের নাথ তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব,
তোমার কৃপায় মুক্তি পায় যত জীব,
করেছি মানস পটে যুগল দর্শন,
করিয়া পূজিব আমি ও রাঙ্গা চরণ,
কিন্তু এবে জরা আসি ঘেরিয়াছে কায়,
তাহাতে মনেতে বড় পাইতেছি ভয়,
উপবাসে শক্তি মোরে দাও শক্তিময়,
দীন হীনে তব দয়া প্রসিদ্ধ ধরায়,
নিদ্রা দেবী যেন আসি না ধরে আমায়।
এস প্রভু দয়া করে আজি এ বন কুটীরে
লইয়া ত্রিলোকেশ্বরী আমার মা জননী শ্রীদুর্গারে।
মহাদেব দেবী মোর হৃদাসনে হও অধিষ্ঠান,
বসে মা জাহ্নবী কূলে, আঁখি প্রেম গঙ্গা জলে,
শ্রীযুগল পাদ পদ্ম করি প্রক্ষালন,
শ্রদ্ধা বিল্বপাতে, মাখি ভক্তি চন্দনেতে,
দিয়ে আকন্দ প্রেম কুসুম,
এ শুভ নিশীথে আজি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে,
অভয় চরণ করি আনন্দে অর্চ্চন ;
জ্বালি ধূপ প্রেম দীপ আরতি করি প্রদান
প্রেম ফলে জলপানি করেছি সাজন আমি
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরী কৃপা দৃষ্টি কর দান।

প্রেম প্রণিপাত করি কৃপা করে হরগৌরী
নিজ গুণে করহ গ্রহণ
জগন্মাতা দেবী দুর্গা প'র সিন্দূরাভরণ
আশিস কর দাসীরে মা তব সিন্দূর প'রে
জয় শিব দুর্গা বলে গঙ্গা জলে হয় যেন শুভ মরণ
না থাকে কৃতান্ত ভয়, অন্তিমেতে পদাশ্রয়,
দিয়ে রেখ দয়াময়ী দয়াময় এই নিবেদন।
আজি হরি ত্রিপুরারি করিয়া রূপ ধারণ,
বংশী ছেড়ে শিঙ্গা ধরে করেছ হে আগমন
ব্যাঘ্র ছালে কটি আঁটা, মস্তকে ধরেছ জটা,
রাখ্‌লে কোথা শিখীচূড়া সে পীত বসন
কোথা বন ফুলমালা আজ ফণী আভরণ
কুঙ্কুম কস্তুরী ছেড়ে আজ বিভূতি অঙ্গে লেপন
বামে দুর্গা আজি রাসেশ্বরী আমরি কি রূপ হেরি
প্রেমানন্দে বিভাবরী করিলাম জাগরণ।

শ্রীশ্রীদোললীলা।

চৈত্র মাসে ফাগু খেলা
করিছেন পূর্ণিমায় আজি রাধা বল্লভ হরি,
ভক্ত সখিগণ প্রেমেতে মগন
হয়ে খেলিছেন পুরে পিচকারী,
ধরা আনন্দেতে প্রেম বসনেতে
আজি সেজেছেন লাল সাজে কি বাহার মরি মরি

নব পুষ্পে কুঞ্জবন হইয়াছে সুশোভন,
বসন্ত পবন হাতে আছেন চামর ধরি,
ভাগীরথী করি রঙ্গ তুলিয়া প্রেম তরঙ্গ
গাহিছেন প্রেমানন্দে জয় রাধিকে জয় বংশীধারী।
ডাকিছে কোকিল বধ্ প্রজাপতি খায় মধু
নাচিছে ভ্রমর করি নবীন ঝঙ্কার,
পল্লবেতে মনোহর সেজেছেন তরুবর
ভাসিছেন কমলিনী জলের উপর
সুন্দর সিন্দুর পরি প্রকৃতি দেবী সুন্দরী
করিছেন প্রেমভরে শ্রীযুগল পদে নমস্কার।
মা গঙ্গাজলে করি স্নান হয়ে অতি শুদ্ধ মন
ভক্তিভাবে পূজ আজি শ্রীগোবিন্দ রাধা চরণ,
গেঁথে মালা প্রেম ফুলে পাদপদ্মে দাও তুলে
মাখাইয়া ভকতি চন্দন।
শ্রীরাধিকা ও সখিগণে সাজাও সিন্দূর আভরণে
প্রেমানন্দে প্রণিপাত কর পাবে আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হবে মনোসাধ, প্রফুল্ল হইবে মন,
গাও সদা জয় রাধা
জয় হরি নারায়ণ।

জগন্মাতা শ্রীশ্রীষষ্ঠী দেবীর পূজা।

বসন্ত কাল চৈত্র মাস আজি রবিবারে,
ষষ্ঠী মাতা দয়া করে এলেন এ কুঁড়ে ঘরে
এই দুখী কন্যা নিরখিতে মা জাহ্নবীর তীরে।
কি দিয়ে আদর করি ওগো মা জগদীশ্বরী,
প্রেম পুষ্প অশ্রুবারি দিই মা রাঙ্গা চরণে,
সিন্দূর ভূষণ শিরে করি দান
ভকতি প্রণাম মা লও নিজ গুণে।
অশোক তোমার নাম জগত জননী,
অশোকা রাখিও মোরে কৃপাকরে তুমি,
অধিক কি জানাব মাগো ও পদ কমলে,
তব অধমা তনয়া আমি রয়েছি এই ধরাতলে।
দেখ মাগো কৃপাদৃষ্টি
এ দীন হীন তনয়া প্রতি,
রাখি ভবে সন্তানাদি যেন অভয় পদে পাই স্থান,
লাল সাজে মা গঙ্গাজলে যেন গাহিয়া যাই মা জয় নাম।

শ্রীশ্রীজগজ্জননী বাসন্তী দেবীর স্তব।

মধুর বসন্ত ঋতু আজি চৈত্র মাসে,
মা দশভুজা কৃপা করে আইলেন ভব বাসে,
বসন্ত কালেতে পূজা তাই গো বাসন্তী নাম,
শুক্ল সপ্তমীতে দেবী এসেছেন ধরাধাম।
কি দিয়ে আদর মাগো করিব তোমায়,
ধন জন কিছু মাতা নাহিক আমার,
অতি দীন অতি হীন হই আমি অকিঞ্চন,
মা গঙ্গাতীরে প্রেমজলে রাঙ্গা পা করি পূজন।
সিন্দূর চন্দন ভালে দিই মনোকুতূহলে
কৃপাময়ী গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম
করিয়াছি মনে তব অভয় চরণে
মম রিপুগণে মা দিব বলিদান
দয়াময়ী দেবী তুমি কর মা গ্রহণ।
ও চরণে মতি থাকে যেন ভগবতী
শুভ আশীর্ব্বাদ কর দান
যেন লাল সাজে এই ধরা তাজে
গেয়ে যাই মা জয় নাম
ও শান্তি চরণে রেখ পাঠিওনা আর ভব ধাম।

অন্নপূর্ণা পূজা।

বিরাজ মা হৃদি কমলাসনে
তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে
তুমি অন্নপূর্ণা মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা,
কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা,
ধর বিরিঞ্চি শিব বিষ্ণু রূপ
সৃজন লয় পালনে।
তুমি পুরুষ কি নারী তত্ত্ব বুঝিতে নারি
তুমি নিজে না বুঝালে তা কি বুঝিতে পারি
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে
ওগো মা মাগো আমার।
দুঃখ দৈন্য হারিণী চৈতন্য কারিনী
আমি অন্য কিছু চাইনা ভিন্ন চরণ দুখানি
ওগো মা মাগো আমার।
তুমি জগতের মাতা যোগীজন অনুগতা
অনুগত জনের কৃপা কল্পলতা।
পরিব্রাজক ভিখারী মনের সাধ ভারী
মধুর হাসিমাখা মায়ের মুখখানি হেরি
হরি বোল বোলে মায়ের কোলে
মা মা বলে নাচনা সদা যোগ ধ্যানে।

জগত জননী মাতা লক্ষ্মী দেবীর স্তব।

সুখময় বসন্ত ঋতু আজ চৈত্র মাসে,
মা লক্ষ্মীদেবী কৃপা করে আসিলেন মম বাসে,
কি দিয়ে শ্রীপদ মাগো করিব পূজন,
অতি দীন হীন হই আমি অকিঞ্চন।
শ্রদ্ধা ভক্তি মনে তব রাঙ্গা চরণে করিতেছি প্রণিপাত,
শুভাশিস কর দেবী মম শিরে দিয়ে হাত।
ফুল বড় ভালবাস তুমি গো জননী
সেজেছিলে তিন ফুলে স্বহস্তে আপনি
প্রেম কমলেতে মাতা রাঙ্গা পা তোমার,
সাজাব মনেতে এই বাসনা আমার.
পর দ্রব্য লইতে নাই মানবে শিক্ষার তরে,
শ্রীনারায়ণ এক বৎসর রেখেছিলেন তোমায় ব্রাহ্মণের ঘরে,
নতুবা কি থাক মাগো তুমি এ সংসারে,
হয় মা তোমার স্থান শ্রীনারায়ণ বক্ষোপরে.
ব্রাহ্মণে করিলে কৃপা বৎসরেক পরে,
শ্রীনারায়ণ আসি তোমা লয়ে গেলেন বৈকুণ্ঠ নগরে।
জানাতে জগত জনে তোমার মহিমা,
ব্রাহ্মণে করিলে দয়া তব দয়ার কি আছে সীমা,
কমলা তোমার নাম জগত জননী,
হৃদয় কমলে মোর সদা থাক মা আপনি,
করুণা কটাক্ষপাত রেখ এ দীন কন্যারে,
মাগিতেছি দয়াময়ী রাঙ্গা পায় সকাতরে।

সহায়

শুক্ল দ্বাদশী আজি বসন্ত চৈত্র মাস,
সকল পুত্রবতী করিতেছে শুভ মহানীলের উপবাস,
সবে পূজার আয়োজনে, হর্ষে ব্যস্ত আছে মনে,
সাজাতেছে নৈবেদ্যাদি কত উপাদানে।
আজি দেবী লীলাবতী পূজার কারণ,
আমিই হয়েছি তব অকৃতী সন্তান,
কিছুই নাহিক মোর মাগো কেবল করুণা তোর
মাগিতেছি দয়াময়ী তব শ্রীচরণে
কৃপা করে সুস্থ রেখ আমার সন্তানগণে।
দিয়ে মা নয়ন জল ধুয়েদি শ্রীপদতল
শ্রদ্ধা ভক্তি ফুল চন্দনে পূজিব মা রাঙ্গা পায়
কৃপাময়ী তব কৃপা থাকে যেন গো আমায়।
শ্রীমহাদেব পদে শুদ্ধ ভক্তি গঙ্গাজল বিল্বপাতে
করিব পূজন,
জ্বালি দিব প্রেম বাতি হইবে মঙ্গল আরতি
প্রেম ভরে করিব প্রণাম
দয়াময় করিবেন সন্তানে কল্যাণ দান।

প্রার্থনা।

জগত জননী তারা ভুমি মাগো দুঃখহরা
যেন ডাকিতে পারি মা সদা বলে তোমায় তারা তারা.
একেলা আছি মা বনে জানাতেছি শ্রীচরণে,
বিপদে পড়িলে যেন ডাক্‌লে মোরে দিও সাড়া।
দুর্ব্বলা তনয়া আমি আছি গো তব জননী
শমনের ডরে মাগো হয়েছি পাগল পারা,
মৃত্যুকালে মা গঙ্গাজলে, রেখ গো আমারে কোলে,
ডাকিতে পারি মা তখন যেন বলে তারা তারা।
হৃদি প্রেম জবা ফুলে ঐ রাঙ্গা চরণ তলে,
দিয়ে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি প্রণমিব ভবদারা.
বাসনা পূরণ হয়, অভয়া রেখ মা পায়,
আত্মা চিরশান্তিময় যেন রয় গো জননী তারা,
মাগিতেছি সকাতরে, তোমার সিন্দুর প'রে,
যাই যেন মা ভবপারে আর পাঠাইওনা বসুন্ধরা।

প্রার্থনা

দুঃখে ভরা এই ধরা এতে শুধু সুখ চাই,
বৃথা সুখে কেবল ফাঁকি ভেবে মন্ দেখ তাই,
চির সুখ নাম গানে, যুগল মূরতী ধ্যানে,
এই মাগি হরির শ্রীচরণে,
হে দয়াল যেন লাল সাজে নাম জয় গেয়ে যাই
মা গঙ্গা কোলে হরিবোলে অভয়পদতরী যেন হে পাই।

শ্রীহরি।

বিফলে জনম গেল, না হ'ল সাধনা হরি,
সংসার সন্তাপে নাথ দিবানিশি জ্বলে মরি,
তব নামে যায় পাপ ঘুচে যায় মনস্তাপ,
এমন সুধাময় নাম তবু কেন নাহি স্মরি,
প্রতিদিন মনে করি তোমায় ভজিব হরি,
আপন করম দোষে তখনি পুনঃ পাসরি,
শ্রীমধুসূদন হরি বল কি উপায় করি,
সংসার মদিরা পানে মত্ত মন মম হরি।

পরমহংস দেবের জন্মোৎসব।

বেলুড় মঠেতে আজি মহা আনন্দের ধ্বনি,
মা গঙ্গার পারে বসে শুন মন তুমি,
করিছেন ভক্ত সব আনন্দেতে মহোৎসব,
কত দেশ দেশান্তরের লোক একত্রেতে জমি।
বসন্তে আজি ফাল্গুনে, এই শুক্ল ষষ্ঠী শুভদিনে,
শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এসেছিলেন এ ধরণী :
বিজয় নিশান কত, উঠিতেছে শত শত,
দেখ কত ভক্ত পার করিতেছেন ফুল্লমনে সুরধুনী,
আজি জয় রামকৃষ্ণ হরিনাম গানে পূর্ণ হ'ল মেদিনী।
কি আছে দিব আমার, রামকৃষ্ণ পদে উপহার,
তাই বন ফুলে ভক্তি হার গেঁথেছি অতি যতনে,
গ্রহণ করহ দেব তুমি দয়া গুণে,
প্রণিপাত করিতেছি লও শ্রীচরণে।
আশিস মাগে তোমার, লাল সাজে ভব নদী পার,
হয় যেন এইবার এই তটবাসিনী,
জয় রামকৃষ্ণ হরি, মনে গুণ গান করি,
ওই সুমধুর জয় নাম কর্ণ কুহরেতে শুনি।

শ্রীহরি

সহায়।

মাতঃ গঙ্গে পতিত উদ্ধারিণী,
তব তটে কাশীধাম করিয়াছি অনুমান
এই সূর্য্য গ্রহণে তব জলেতে মা তরঙ্গিনী,
করি স্নান প্রাণ মন হয় যেন বৃন্দাবন
তুমিই আমার সর্ব্বতীর্থ ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী,
অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথ রাধাকৃষ্ণ তুমি মাতঃ
নিরাকারা হও সাকারা মাগো অনন্তরূপিণী,
দুর্গা চণ্ডী জগদ্ধাত্রী মহাকালী আদ্যাশক্তি
লক্ষ্মীরূপা ভগবতী হও গো বাগ্‌বাদিনী.
মনসা মা সিদ্ধেশ্বরী বিমলা বিরাজেশ্বরী
মা ষষ্ঠীরূপে সন্তানের কল্যাণ কর ভবানী,
মা শীতলা রূপ ধরি অভয় দাও শঙ্করী,
লাল সাজে মা ভব বারি যেন পার হয় এই পাপিনী।
কি জানি তব মহিমা মা পাপের যে নাহি সীমা,
পায়ে পড়ে আছি সাড়ে নয় বছর মা
এইবার কৃপায় ত্রাণ করগো তারিণী,
আজি মোর ভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর সর্ব্ব রূপে মা জননী।

শ্রীশ্রীঈশ্বর চরণে

প্রাতঃ প্রণাম ও প্রার্থনা।

জয় জগদীশ বলি মনরে খোল নয়ন,
উষারাণী করেছেন শুভ আগমন,
প্রভাতের আলো হ'ল, নিশানাথ চলে গেল,
দীননাথ উদয় হ'ল যাঁহার আজ্ঞায়,
আবার নূতন সৃষ্টি হইল ধরায়।
ফুটিল কুসুম কলি, জাগিল জীব সকলি,
পাখী সব ডালে বসে বিভু গুণ গায়,
পুষ্প সনে খেলিতেছে বিমল বায়,
সুবাস লইয়া চারিদিকেতে ছড়ায়,
হেলে দুলে তরুলতা নমিছে ঈশ্বর পায়,
এ সব হেরিলে মন হইবে প্রফুল্লময়।
করিতেছে অলিগণ, ধরিয়া নবীন তান,
প্রেমময় হরিগুণ গান,
শিশির বিন্দুতে ঘাসে হয়েছে কিবা শোভন,
জয় জগদীশ বলি মনরে খোল নয়ন,
ফুটিল নলিনী ঐ ফুল্লমুখে সরোবরে
অমনি জুটিল আসি যত সব মধুকরে।

গুণ গুণ সুধাস্বরে প্রেমে হরিনাম করে,
পুলকে করিছে মধু পান,
ধন্যবাদ লও মম জয় ব্রহ্ম সনাতন।
সাজিল প্রকৃতি সতী আবার নূতন সাজে,
ভালেতে সিন্দূর ফোঁটা কত শোভা হইয়াছে,
জীবিত হইল পুনঃ বনমাঝে সূর্যামুখী,
হইল প্রফুল্ল ভরা নিরখি প্রাণের পতি।
দেবী সুরতরঙ্গিনী করি জয় ব্রহ্ম ধ্বনি,
ধাইছেন সিন্ধুপানে হইয়ে আনন্দ মন,
প্রেমজলে প্রক্ষালিয়া শ্রীহরি চরণ।
জড়তা ত্যজি এখন উঠি মাতা গঙ্গাদেবী কর দরশন
শুদ্ধ ও পবিত্র হইবে মন;
ঘোর নিশীথ কালে ছিলে যাঁর শান্তি কোলে
নিরাপদে সুনিদ্রাতে হয়ে অচেতন,
শ্রদ্ধা ভক্তিভরে প্রণিপাত কর তাঁরে
নিরাকার নিরঞ্জন প্রভু ব্রহ্ম পরাৎপরে।
পাইলে যাঁর কৃপায় এ নব জীবন,
জয় জগদীশ বলি মনরে খোল নয়ন।
মা জাহ্নবী পূত জলে করি অবগাহন,
পরি লাল পবিত্র বসন ধরি শিরে সিন্দূরাভরণ,
করি পবিত্র আসন হইয়া পবিত্র মন,
প্রেমবারি দানে বিশ্বনাথের চরণে,
ভক্তি সুচন্দনে প্রেম কুসুমে,
করহ অর্চ্চন।

প্রার্থনা

হয়ে প্রীতমনা, করি উপাসনা,
মাগিতেছি এই চরণে তোমার,
অনুগত ভক্ত মোরে কর এইবার।
নিজ শক্তি কর দান নাহি হই হতজ্ঞান,
তোমার অপ্রিয় কার্য্য কভু আর নাহি করি,
এই আশীর্ব্বাদ কর আমারে দয়াল হরি।
আমি অতি অকিঞ্চন, নাহি মোর পুণ্য ধন,
তুমি দয়াকরে দাও আমারে,
প্রভু লাল সাজে অভয় পদে স্থান।
করুণাময় শেষ বাঞ্ছা করিও পূরণ,
সরোজ চরণে করি এই নিবেদন,
সিন্দুর পরিয়া ভালে মা গঙ্গাদেবীর জলে,
শুভদিনে শুভক্ষণে পতি সন্তানাদি কোলে,
নয়ন ভরে বিশ্বরূপ মধুর যুগলরূপ
করি দরশন।
যুগল পদ কমলে করিয়া ভক্তি প্রণাম,
জয় জগদীশ দয়াল হরি বলে বাহির যেন হয় প্রাণ,
অভয় চরণে রেখ হরি আমি করি এই নিবেদন,
প্রেরণ করিও না প্রভু আর আমারে ভবধাম।

ধন্য ধন্য হে ধন্য দয়াময় হরি,
হেরিছে নয়ন শিল্প রচনা সদা তোমারি
মাঘ মাসের শীতে, হিমে শিশিরেতে,
আজ সজিনা ফুলের কি বাহার আহা মরি মরি,
সেজেছেন হীরা মুক্তা পান্নার মুকুটে প্রকৃতি দেবী সুন্দরী।
প্রেমভরে মা গঙ্গাদেবী বলিছেন জয় হরি হরি,
বনশোভা কত মনোলোভা জয় জয় জয় মুরারি,
ভক্তিভাবে প্রণাম করি লও হে ভব কাণ্ডারী।

শ্রীশ্রীঈশ্বর
সহায়

নূতন দিন উপলক্ষে
জগদীশ পদে পূজা ও প্রার্থনা।

মঙ্গলময় শ্রীঈশ্বর ইচ্ছায়
ভবে হ'ল আজি নূতন দিন,
এই সাধ মনে পবিত্র আসনে,
বসি পতিসনে প্রফুল্ল আননে,
করিব বিভুর শ্রীপাদ পূজন।

প্রেম অশ্রুনীরে ধোয়াব চরণ,
প্রেম ফুলে মাখি ভকতি চন্দন,
হরিনাম বলি করিব বাদন,
প্রেমভরে অর্ঘ শ্রীপদে করিব দান,
প্রেমভরে সেই চরণামৃত করিব মোরা পান,
প্রেমভরে রাঙ্গা পায় করিব প্রণাম।
দয়াময় করিবেন আজি শুভ আশীর্ব্বাদ দান,
তাই মাগিতেছি শ্রীচরণে হে দেব
দাও মোরে মনের মতন।
সুস্থ রেখ মোর পতি প্রাণধনে,
দীর্ঘজীবী করে এই ধরাধামে,
জামাতা তনয়াদি আত্মীয় স্বজনে,
সুস্থ রাখি মোর শান্তি রেখ মনে,
তুমি দয়া করে.
রেখ তা সবারে
চিরজীবী করে এ মরত ভুবনে,
তারা তব পদে ভক্তি করে যেন মনে।
রিপুগণ হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ,
তব শ্রীপদে এই ভিক্ষা মাগি ভগবান,
পর দুঃখে দুঃখী যেন হই অনুক্ষণ,
সাধ্যমত পারি যেন করিবারে দান,
পর সুখে সুখী সদা রেখ মোর মন,
জগতের জনে দেখি আপন সমান,
স্নেহ দয়া দাও মোরে আর ক্ষমা গুণ,
হাসিমুখে সর্ব্ব লোকে বলি যেন সুমিষ্ট বচন,

প্রার্থনা

অভিমান আর যেন নাহি ধরে মোরে,
বার বার মাগিতেছি তাই যোড় করে,
বল দর্প অহঙ্কার নাহি আর করে মন,
সদা যেন থাকি আমি তৃণের সমান,
লজ্জা সরলতা হয় নারীর ভূষণ,
যতনে রাখিতে পারি সতীত্ব রতন,
কোন দ্রব্যে লোভ আর যেন নাহি হয়,
এই ভিক্ষা দাও মোরে হরি দয়াময় ;
সুস্থ দেহ থাকে যেন বাঁচি যতদিন,
নিজ শক্তি দান কর, না হই পরাধীন,
যাহা দোষ আছে মোর সুধরাইতে পারি,
এই দয়া কর মোরে কৃপাময় হরি ;
মায়া হ'তে রক্ষা মোরে কর দয়াময়,
তব পদে সদা মন যেন বাঁধা রয়,
আর কিছু ধন হে দেব কর মোরে দান,
জগতের সার রত্ন দাও আমারে জ্ঞান :
বিশ্বাস মুকুটে যেন মাথা শোভা করে,
প্রেম হার সদা হৃদি যেন পরে,
লৌহ শঙ্খ রুলি হাতে আভরণ,
সীমন্তে সিন্দূর কপালে চন্দন,
তিলক আলতা লোহিত বসন,
এই এয়ো সাজ রেখ কৃপাময় মোর যাবৎ জীবন ;
ধর্ম্মে মতি রেখ মোর তুমি চিরদিন,
মা গঙ্গা দেবীর কোলে থাকি যে ক'দিন,

প্রার্থনা

কোনও আপদ যেন না লাগে আমায়,
তোমার সন্তান আমি আর কারে ভয় ;
এইবার শেষ ভিক্ষা মাগি তব স্থান,
দয়াময় দয়া করে করিও পূরণ,
তুমি দয়া না করিলে কে করিবে আর,
জগতের নাথ তুমি ত্রিভুবন সার ;
মৃত্যুকালে শ্রীচরণ দেখাইও মোরে,
প্রণাম করিতে যেন পারি প্রাণ ভরে,
হরিনাম মুখে যেন পারি বলিবারে,
রাধাকৃষ্ণ রূপ হেরি যেন হৃদি পরে,
তিল্‌ক্ আল্‌তা লালপাড় সাড়ী পরিধান করে,
এই মা জাহ্নবী কূলে সিন্দূর চন্দন ভালে
লোহা লালসুতা হাতে ফুলমালা পরি গলে
পতি কন্যা ভ্রাতাদি আত্মীয় আর জামাতা দুটির কোলে,
শুভদিনে শুভক্ষণে হয় যেন মরণ,
শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীপাদ পদ্মে
প্রাণভরে করিতেছি নিবেদন।

কীৰ্ত্তন।

প্রার্থনা ও নববর্ষের আবাহন।

জাগ জগতবাসী ডাকিতেছে বিহঙ্গম,
নববর্ষে আজি শুভ উষা করিয়াছে আগমন,
দেখ গো নয়ন মেলে, ডালে ডালে নব ফুলে,
বসিয়া ধরেছে অলি নবীন গুঞ্জর তান,
জয় জগদীশ বলি করিতেছে মধু পান।
সমীরণ কুতূহলে, পরশি মা গঙ্গাজলে,
সুশীতলে করিতেছে চামর ব্যজন,
জাগ জগতবাসী ডাকিতেছে বিহঙ্গম।
কোকিলা মধুর স্বরে, প্রেম আনন্দ ভরে,
গাহিছে কোকিল সনে জয় ব্রহ্ম নারায়ণ,
বেলা যুঁই পুষ্প যত, মালা ধরি নানা মত,
দিতেছে সুগন্ধি কত হয়ে ফুল্ল মন,
জাগ জগতবাসী শোভা কর নিরীক্ষণ,
নববর্ষে আজি শুভ উষা করিয়াছে আগমন।

তরু লতা প্রেমভরে,　　　　নমিছে জগদীশ্বরে,
　　মিষ্ট নানা ফল উপচারে পূজিছে চরণ,
দেখ মাতা ভাগীরথী,　　　　হয়ে আনন্দিত অতি,
　　তরঙ্গ তুলিয়া সতী হরিপদ প্রক্ষালন,
করিছেন নিজ হাতে,　　　　ডাকিছেন জগন্নাথে,
　　কিবা সুধাময় ধ্বনি করহ আজি শ্রবণ,
　　জাগ জগতবাসী শোভা আজি অতুলন।
হেরে সূর্য্যকান্ত মণি,　　　　আনন্দেতে কমলিনী
　　ভাসিছেন সরোবরে হইয়ে প্রফুল্ল মন,
সুসময় হেরি তার,　　　　জুটেছে কত ভ্রমর,
　　জয় বিভু জয় বলে সুখে করিছে গো মধু পান,
তরুণ সিন্দুরে সিঁথি,　　　　সাজায়ে প্রকৃতি সতী,
　　এসেছেন পূজিবারে আজি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
　　জাগ জগতবাসী কর তায় যোগদান।
গলবস্ত্রে নমি তাঁরে,　　　　আজি নববর্ষে প্রাণভরে,
　　গাওরে সেই দয়াময় হরির জয় নাম॥

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরায় নমঃ।

কষ্ট করে খরচ করে মনরে কেন যাবে কাশী,
মা গঙ্গার কোলে ব'সে
পরমানন্দ রসে
দেখ তুমি সর্ব্ব তীর্থ বারানসী।
বিশ্বেশ্বর বিশ্বমন্দিরে বিরাজমান শিরোপরে
জ্ঞান চক্ষে হের তাঁরে হবে না আর অবনতি,
মা জাহ্নবী কল কল
মহানাম মন্ত্র জপি অবিরল,
প্রেম জলে তাঁর পদ কমল ধুয়ে আনন্দিত অতি।
তরু লতা সখী যত প্রস্ফুটিত ফুল্লচিত
প্রেম পুষ্পাঞ্জলি চরণ পদ্মে দিতেছেন প্রকৃতি সতী,
জয় জয় বিশ্বেশ্বর গাহিছে নাম ভ্রমর,
সুগন্ধি ধূপ ছড়াইয়ে চামর করে মারুতি।
করিছেন যাঁরে আরতি
তপন শশী দিবারাতি
প্রেম ভক্তিভরে সেই বিশ্বেশ্বরে মনরে কর প্রণতি।
কর নাম জয় ঘোষণা পূরিবে শেষ বাসনা
বিশ্বাস রাখিও চিত্তে বিশ্বেশ্বর দয়ালু অতি,
করম ফল ভোগের তরে হলিরে তুই তীরবাসী।

শ্রীশ্রীবিভু চরণে প্রাতঃ প্রণাম।

জয় জগদীশ বলে মেলরে নয়ন

বিভাবরী প্রভাতিল, শশী নিজ স্থানে গেল,
করিলেন মণি উষা ধরায় শুভাগমন,
ঈশ্বরের মহিমা গুণ করিতে কীর্ত্তন,
জয় জগদীশ বলে মেলরে নয়ন।

ফুটেছে সুন্দর ফুল, সৌরভে হয়ে আকুল,
আসিয়া জুটিল অলি মধু করিবারে পান,
প্রেমভরে গাহিতেছে দয়াময় বিভুনাম,
জয় জগদীশ বলে মেলরে নয়ন।

তরুবর নতশিরে, নমিছে মারুত ভরে,
নানা ফল উপহারে পরমেশ পায়,
শাখে বসি বিহঙ্গম বিভুগুণ গায়।

পূরবেতে সূর্য্যমণি, নিরখিয়া কমলিনী,
আনন্দেতে বিকসিত স্বচ্ছ সরে হইল,

গুণ গুণ করি রব, ফুল্লচিত্তে মধুকর,
হের কত তাহে বসিল ;

তরুণ সিন্দুর পরি, প্রকৃতি দেবী সুন্দরী,
নূতন সাজে পুনঃ সাজিল,
কাননেতে সূর্য্যমুখী, নিজ প্রাণপতি দেখি,
পুলকে নব জীবন ধরিল,
জয় ব্রহ্ম জয় বলে সকল জীব জাগিল।
মাতা ভাগীরথী রঙ্গ করি,
তুলিয়া প্রেম লহরী,
দয়াল হরি বলে প্রেম জলে নিজহস্তে পদ ধৌত করে
প্রফুল্ল বদনে চলিলেন সেই পারাবারে।
আলস্য ছাড়ি এখন, হও রে মন সচেতন,
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা দেবীরে করি স্মরণ,
জয় জগদীশ বলে মেলরে নয়ন।
বিঘোর যামিনীতে, নিশ্চিন্তে যাঁর কোলেতে,
ঘুমেতে ছিলে রে মগন,
প্রেম ভক্তিভরে, তাঁর পাদপদ্ম 'পরে,
এবে প্রাণভরে কর ধন্যবাদার্পণ,
দান করিলেন যিনি নবীন জীবন,
জয় জগদীশ বলে মেলরে নয়ন।
সৃষ্টির নব সৌন্দর্য্য করি এখন দরশন,
নিত্যকর্ম্ম গৃহধর্ম্ম ফুল্লচিত্তে কর সম্পাদন,
জয় জগদীশ বলে মেলরে নয়ন।

শ্রীহরি পাদপদ্মে
বসন্ত উপহার।

বসন্ত এসেছে ব'লে ডাকিছে কোকিল বধূ,
কু কু সুমিষ্ট রবে, প্রফুল্ল মানব সবে,
নানা ফুলে প্রজাপতি পান করিতেছে মধু।
নব পল্লবেতে তরুরাজি ধরিয়াছে ফুলে শোভা অতি
মলয় পবন ভরে নমিছে ঈশ্বর পায়,
যত বন লতা সখী সবে জড়ায়ে রয়েছে তায়,
মা গঙ্গা আনন্দ করি তুলিয়া প্রেম লহরী,
ধাইছেন সিন্ধুসনে করিতে শুভ মিলন,
প্রেম নীরে হরি চরণ করি প্রক্ষালন।
সরোবরে কমলিনী, ভ্রমর ঝঙ্কার শুনি,
ভাসিছেন ফুল্লচিতে নিরখিয়া প্রাণপতি,
বসন্তে সাজিয়াছেন দেবী বসুমতী,
তরুণ সিন্দুর পরি, বলিয়া শ্রীহরি হরি,
প্রেমভরে নমস্কার করিছেন প্রকৃতি সতী।
বসে মা জাহ্নবী তটে, ডাকরে মন অকপটে,
দয়া করে তব কাছে আসিবেন প্রভু,
ভক্তিতে করি প্রণাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
ভবপারে যাবে তুমি ব'লে জয় জয় বিভু।

১৩২৭ সন ১২ই চৈত্র শুক্রবার, বরাহনগর।

স্তোত্র।

শ্রীশ্রীহরি
সহায়

এসেছ এখন রে মন পবিত্র মা গঙ্গা কোলে,
প্রেমানন্দে ডাক সদা জয় দয়াময় হরি বোলে।
নিরখিছ বিশ্বরূপ, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ,
সতত আছেন হরি হৃদয় কমলে,
প্রেমানন্দে ডাক সদা জয় দয়াময় হরি বোলে ;
মিছে কর ভয় ভাবনা, রবে না ভব যাতনা,
নির্ভয়েতে থাক তুমি অভয় চরণ তলে.
পতি পুত্র কন্যাগণ, এ সকলি মায়ার বন্ধন.
তাই তোমারে প্রভু কৃপাকরে,
রেখেছেন চোখের অন্তরালে,
প্রেমানন্দে ডাক সদা জয় দয়াময় হরি বোলে।

শ্রীহরি
সহায়

বাজে চিন্তা সব ছেড়ে দাও রে মন.
সদা চিন্তা কর সেই দয়াময় শ্রীহরি চরণ,
যদি অন্তিমেতে আনন্দেতে যাবে তুমি মোক্ষধাম,
পথের সম্বল লও সুমধুর হরিনাম,
থাকিবে না কোন ভয় সতত আনন্দময়,
কৃপাময় হরি দিবেন অভয় চরণে স্থান।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায়

মলিন বস্ত্র বলে নিচ্চনা জননী তুলে,
ছিন্ন ময়লা সাড়ী ছেড়ে এবার উঠ্‌ব গো কোলে,
প'রে প্রেমের বসন, প্রেমের ভূষণ,
শান্তি রসে হয়ে মগন,
প্রেমানন্দে থাক্‌ব সদা তোমার করুণ চরণ তলে,
আর আস্‌ব না মাগো অশান্তির এই ধরাতলে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

শ্রীশ্রীঈশ্বর চরণে
ধন্যবাদ ও প্রার্থনা

লও ধন্যবাদ জগতের নাথ
কৃপাময় প্রভু আজিকার দিন,
পূর্ণ এক বৎসর এগারই নভেম্বর,
তব করুণায় বেলা এগারটার সময়
হ'য়েছিল এই শুভ সন্ধি স্থাপন ;
সকল কার্য্যে তব শুভ বাঞ্ছা করি নিরীক্ষণ,
তাই আজি হে দেব, মোদের সম্রাট করিয়াছেন ঘোষণ,
দিবা এগারটায় সর্ব্ব প্রজাগণ,
কার্য্য হইতে তুই মিনিট অবসর করিবে গ্রহণ,
এস পতি পুত্র কন্যা ভাই বন্ধুগণ,
সবে মিলি ঐ সময় মোরা গাই জগদীশ নাম ।

মাগি প্রভুপায় ওহে দয়াময়
শ্রীকমল হাতে রাজারাণী মাথে
কর শুভাশিস দান,
পরিজন সনে সুখে সদা সুস্থ দেহে থাকেন নিরাপদে
চিরদিন শান্তি ল'য়ে দোঁহে পেয়ে সুদীর্ঘ জীবন।
আজি এই শুভদিনে রাজারাণী দুইজনে
বনবাসী এ দীন প্রজা শ্রীচরণে করিবে কি দান
শ্রদ্ধা প্রসূনে গেঁথেছি যতনে
কবিতায় আমি সুচিকণ হার
ভক্তিভরে দিতেছি আজি লও ভক্তি উপহার।

৺জাহ্নবী তট ইং সন ১৯২০
বরাহনগর ১১ই নভেম্বর।

কামারহাটি ৺শ্রীগোবিন্দ ধাম।

হে দেবি
তুমি দয়া করে দিয়াছিলে মোরে
মনোমত মম চারিটী জামাতা ধন,
নির্দয় কাল অকালে হ'রেছে মধ্যকার দুইজন।
তদবধি একদিনও মনে শান্তি নাই আমার,
শান্তিময় ভবন মম হইল লৌহ কারাগার।

কারাগারের যত দুঃখ সকলি ত' জান তুমি,
তাহা ব'লে কি জানাব মাতা তুমি দেবী অন্তর্যামী।
দেখিয়া যাতনা মোর দয়াময়ী দয়া করে,
আমায় শুভক্ষণে,
নববর্ষে শুভদিনে,
বাহির করিলে তুমি আপনার হাতে ধরে।
ল'য়ে গেলে কামারহাটি ৺শ্রীগোবিন্দ ধাম
সুন্দর পবিত্রময় অতি মনোরম্য স্থান
পুণ্যবতী মাতা সুরতরঙ্গিনী দেবী তথায় অধিষ্ঠান,
৺শ্রীরাধা গোবিন্দ দেব সাক্ষাৎ বিরাজমান।
ধেনুবৎস চরিতেছে দেখে মনে হ'ল আইলাম প্রেমের বৃন্দাবন
হেরি এবে মা গঙ্গা দেবী যমুনা পুলিন,
নিরখিলাম ফুল বাগান বৃহৎ যেন কুঞ্জবন
পাখী সব করিতেছে বিভু গুণগান
বহিছে তথায় মৃদু মলয় পবন, করি চামর ব্যজন
রাসলীলা করিছেন বসি রাধা শ্যাম।
ভক্ত তরুলতা নমিতেছে সদা
ঈশ্বর চরণ।
আছে দাঁড়াইয়া সখিগণ, হইয়া প্রফুল্ল মন
নানা ফুল বেল যুঁই মালা ধরি'
তোড়া ধরি' দাঁড়াইয়াছে গোলাপ সুন্দরী
অলি গুণ গুণ স্বরে, সুখে মধু পান করে
নাচিছে আনন্দে ভ্রমর ভ্রমরী
কুতূহলে পিচকারী দিতেছেন হরি

হেরিলাম বৈশাখী পূর্ণিমায় রাধা শ্রীগোবিন্দের ফুলদোল,
ভক্তগণ প্রেমানন্দে বলিছেন হরিবোল হরিবোল।
এ সকল দেখে শুনে শান্তি পাই তথা ;
পিতৃগৃহে আদরেতে কন্যা থাকে যথা,
আদরের কথা একমুখে আমি কি বলিতে পারি
অনন্ত সহস্র মুখে বলিবারে নারি।
নকাকাবাবুর স্নেহ মোরে যত,
সত্য, বিনু, প্রমীলার তত
কিসেতে হইবে সুখী মোর মন,
এই চিন্তা তাঁরা করিতেন অনুক্ষণ।
সত্যকে দেখিলে মনে হইত আমার
সত্যদেব এসেছেন যেন ধরা'পর।
আমাকে সান্ত্বনা দান করিবার তরে,
এসেছেন বুঝি এই মানব আকারে।
সরল প্রকৃতি তার প্রফুল্ল বদন,
সৌম্য মূর্ত্তি, দেখিলেই সুখী হয় মন।
মুখে তার মিষ্ট হাসি আছে সর্ব্বক্ষণ,
মধুমাখা কথা শুনি জুড়ায় তাপিত প্রাণ।
সেখানে থাকিলে হবে প্রেম উদ্দীপন,
সকলি তোমার দয়া, জানিলেক মন।
তথা ছয় মাস মহাপ্রসাদ করি মোরে দান,
মৃত দেহে পুনঃ মাতা দিলে গো পরাণ।
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র সুধা করি দান,
করুণায় রাখিলেন চকোরের প্রাণ।

বৈঠকখানা দ্বিতল হইতে হেরি উদ্যানের শোভা
জ্যোৎস্নায় আনন্দ লহরী তুলি, দয়াময় হরি বলি
ধাইছেন সিন্ধুপানে মা আমার গঙ্গা।
জ্যোছনার দেখি আলো, রজনী প্রভাত হ'ল
মনে করি মিষ্ট রবে ডাকিতেছে পক্ষিগণ,
কৃপাময় হরিপদ করিয়া স্মরণ।
বৃহৎ অন্দর মহল বাটী দ্বিতল প'ড়ে নীরব
পুষ্করিণীর জল অতি স্বচ্ছ, খেলে মীন সব।
দুইপাশে বাঁধা ঘাট বসিবার স্থান,
বকুলের গাছ, রৌদ্রে ছায়া করে দান।
দুপুরে বড় বৌদিদি সনে তথা বসিতাম
দুই ভগিনীর হইত কথোপকথন
বৃহৎ ঠাকুর বাড়ী, মার্ব্বেল ও কষ্টি পাথরে তৈয়ারি
ঠাকুর ঘর ও দালান।
৺শ্রীরাধা গোবিন্দ বিগ্রহ ঘরে, সম্মুখে দালানোপরে
স্বর্গীয় দাদামণির মহাদেব ভক্তমূর্ত্তি সুন্দর
ছবিখানি হেরি অতি আনন্দিত হইলাম।
শ্রদ্ধা ভক্তি মনে ঈশ্বর চরণে করি প্রণিপাত
ভক্ত দাদামণি দিদিমার ভক্তিতে পূজিনু পদ।

শ্রীশ্রীজগদীশ ।

শুভ চরণে প্রার্থনা গঙ্গামার কোলে করিছে কন্যা,
হৃদয় মন্দিরে প্রভু থেক নিশি দিন
প্রাণভরে ধন্যবাদ দাওরে মন ।
থাকিয়া এথায়, যাঁহার কৃপায়,
সতত পাইছ এখনও পিতৃস্নেহধন
যখন যাহা হইতেছে তব প্রয়োজন ।
শুভক্ষণে মহৎ বংশে লইয়া জনম,
ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিছেন সাধন,
ছিলেন ধর্ম্মশীল অতি দয়াময়,
সদাশয় আমাদের দাদামহাশয় ।
ভাগ্যে তাঁর চরণ তীর্থ না হেরিনু আমি
মহাদেবী ঠাকুরমা ছিলেন মোদের অনন্ত রত্নের খনি
সকলকেই কহিতেন সুধামাখা বাণী ।
প্রসবিয়া কন্যা পুত্র সর্ব্ব গুণাকর,
লয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি পূজা মান্য এ ধরণীকে করি ধন্য,
গিয়াছেন লভিতে অনন্ত শান্তি অমর নগর ।

তাঁদের গুণের নাহিক তুলনা দিব কি উপমা
আমি হই অতি জ্ঞান বুদ্ধি হীনা,
তথাপি হ'ল বাসনা পূজিতে পুণ্য চরণ দুজনার,
ভক্তি শ্রদ্ধা দানে করি পাদ পদ্মে নমস্কার
পিতা মাতার সকল গুণ পরিয়া ভূষণ
হইয়াছ তুমি দেব (নকাকা মহাশয়) অতীব শোভন।
সত্যবাদী সুধাভাষী প্রফুল্ল বদনে হাসি,
হেরি তব সৌম্য মূর্ত্তি সুখী হয় সর্ব্বজন,
ঘোষে তোমার যশোরাশি জগতের জন।
ক্ষমা দয়া ধর্ম্মে মন মহান্ উদার প্রাণ,
নাহি জান আত্ম'পর সরল প্রকৃতি,
পরহিতে অনুক্ষণ, চিত্ত তোমার সমর্পণ,
জীবনে আদর্শ তুমি এই বসুমতী,
মহাদেব মহাদেবীর সর্ব্ব গুণালঙ্কারে হইয়া ভূষিত,
যে যেমন তার সাথে ব্যবহার কর সেই মত।
মাগিতেছি পায় ওহে দয়াময়
সুস্থ রাখ তাঁরে পরিজন সনে
সদা শান্তি মনে ও সুদীর্ঘ জীবনে।

কামারহাটি ৺জাহ্নবী তট

শ্রীহরি

চরণে ধন্যবাদ।

নিজ জন্মদিন উপলক্ষে
স্বর্গীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় স্নেহময়ী মাতৃদেবীর
পাদপদ্মে প্রার্থনা।

কার্ত্তিক পূজা আজি সংক্রান্তির দিন
বেলা দ্বিপ্রহরে ভূমিষ্ঠ হইলাম ধরণী 'পরে
বদ্ধ ছিনু মাতৃজঠর অন্ধ কারাগারে,
দয়াময় কৃপাকরে দিলেন মুক্তি দান,
অমনি মহামায়া হরিলেক যাহা ছিল জ্ঞান।
প্রভু না দেখে তোমারে মা মা করে
কতই কাঁদিয়াছিলাম
তব করুণায় দেবী জননী আমায়
কোলে তুলে লয়ে আদরে কত ভুলাইয়ে
করাইলেন মোরে স্তন্য সুধা পান ;
আমি তোমাকে গেলাম ভুলিয়া,
সেই সুধাপানে এখনও জীবিত রয়েছে হিয়া,
সেই অবধি মোকে মাতৃদেবী বুকে
রাখি করাইলেন লালন পালন ;

তোমার কৃপায় আমি এ ধরায়
পেয়েছিনু দেব স্নেহময় জনক ও স্নেহময়ী দেবী জননী
তাই আজ প্রাণভরে ধন্যবাদ করিতেছি দান,
কৃপাময় প্রভু তুমি করহ গ্রহণ।
শ্রীশ্রীশচন্দ্র দেব মম পিতা,
দেবী চণ্ডীমণি স্নেহময়ী মাতা,
ছাড়িয়া গিয়াছ মোরে,
আজি জন্মদিনে যুগল চরণে
শ্রদ্ধা ভক্তিভরে করিতেছি প্রণাম
দয়াময় দয়াময়ী করহ গ্রহণ,
আবার কোলে তুলিয়া লও দুইজন,
আজি পুনঃ কোলে উঠিবার হইতেছে মন,
করিতেছি তাই শ্রীপাদ পদ্মে নিবেদন।

আনন্দোচ্ছ্বাস।

জয় ব্রহ্ম সনাতন

তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল আলয়

রাঁচি হইতে নকাকা বাবু আমার করেছেন শুভাগমন।

স্নেহের ভ্রাতা মোর সত্যেন্দ্র মণি,

মম আদরিণী ভগ্নী বিনয়িনী,

নির্ব্বিঘ্নে উভয়ে তাঁর সাথে এসেছেন ও ভাল আছেন,

শুনে অতি ফুল্ল মন হইল প্রভু জনার্দ্দন

মোর প্রিয় জামাই বাবু শরচ্চন্দ্র সুস্থ হয়েছেন

হে দয়াল হরি

মম স্নেহের ভগিনী প্রমীলা সুন্দরী

তব অনুগ্রহে মঙ্গলে গৃহে

করিয়াছেন গমন

আদরের সন্তানাদি লয়ে সকলে দীর্ঘায়ু হয়ে

সুস্থ ও শান্তিতে থাকেন প্রভু আজিকার এই প্রার্থনা।

গুণকীর্ত্তন।

নকাকিমার গুণকথা স্মরিলে এখনও ব্যথা
পায় এ অন্তর,
সেই দেবী মাতার গুণ বর্ণিব কি সাধ্য আমার ;
জন্মিয়া মহৎ ঘরে পিতা মাতার গুণ ধরে
আনন্দ দিয়া সবারে কাঁদায়ে আবার
সুখের সংসার ফেলে অকালে গেলেন চলে
বিস্তারিতে স্বর্গরাজ্যে আপন ঘর
সেই মিষ্ট হাসি মুখখানি নয়ন কমল জিনি
এখনও রয়েছে মোর আঁখির উপর,
বৌমা বলিয়া কত করিতেন আদর।
বাক্য ছিল এমনি মার যেন গো সুধার তার,
যে শুনেছে একবার ভুলিতে নারিবে,
নম্রতা সরলতা কত স্নেহ কত লজ্জা
দয়া শ্রদ্ধা ভক্তি মনে সততই পবিত্রতা,
স্বরগের রাণী এসেছিলেন এ ভবে।
কি ধনী কি নির্ধন সবারে সম যতন
কখন কি এত গুণ সম্ভবে মানবে ?
মাগো দয়াময়ী ভগবতী লও প্রেম প্রণিপাত
আশীর্ব্বাদ কর দেবী যেন পূর্ণ হয় মনোসাধ।

শোকোচ্ছ্বাস।

শ্রীহরি পদে প্রার্থনা *

দুঃখ হারি হরি তুমি হে মুরারি
করি নিবেদন চরণে।
রাণীমার জ্বর অখিল ঈশ্বর
শুনিয়া ব্যথিত হলেম প্রাণে।
যাতনা বারণ শ্রীমধুসূদন
করহ দুরূহ একাদশী দিনে।
আছে উপবাসে জ্বরেতে পিপাসে
ফাটিছে কণ্ঠ তাহার
এ কথা স্মরণ করি নারায়ণ
ব্যাকুল হতেছে আমার অন্তর।
এ পাপ গর্ভেতে আসিয়া ভারতে
অল্পকালে সর্ব্ব সুখেতে বঞ্চিত
স্মরিলে এ কথা পাই কত ব্যথা
বিদরিয়া যায় আমার চিত্ত।

* চারুচন্দ্র

দিনে সাতবার   করিত আহার
শিশুকালে মোর ঘরে
একটু একটু করে   দিতাম তাহারে
খাইতে আদর করে।
বেশি খেতে পারিত না একেবারে কভু
এবে একাদশী ধার্য্য 'তার' করিয়াছ 'হে বিভু'।
যেমন কর্ম্ম মম সেইরূপ ফল
তুমি কি করিবে, ভাগ্য ঘটায় সকল।
কৃপায় মাতা ও কন্যায় রাখ দীর্ঘায়ু দানে
সুস্থ হয়ে আসে যেন সুধারাণী সনে।
ভকতি প্রণাম প্রভু করহ গ্রহণ
হেরে ধন্যবাদ দিব এই আকিঞ্চন।
আদরে "দিদিমণি তার" দিলেন রাণী নাম
অষ্ট বর্ষ পরে কন্যা মোর হইল যখন।
মুঙ্গের নগর   বড় মা তাহার
গিয়াছিলেন দিদিমা ও দাদামণি
জোছনার রাতে   কন্যা পড়িল মহীতে
হইল আনন্দ ধ্বনি।
গোলাপ ফুলের রং দেহটি ননী গঠন
সুধাংশু জিনি মুখখানি।
অঙ্গের মসৃণতায়   মাছি পিছলিয়া যায়
কান্না জানিত না কভু সতত হাস্য বদনি।
যতনে আদরে   পালিয়া তাহারে
লইয়া আইনু 'মোরা' নিজধাম।

তার দাদামহাশয় হেরি সানন্দ হৃদয়
আদরে ঠাকুরমা তারে দিলেন ইন্দুপ্রভা নাম।
প্রভু তব কৃপা বলে কুমারী হইলে
মনোমত পাত্রে কৈনু সমর্পণ।
রূপ গুণবান চারুচন্দ্র নাম
হাসি ভরা সদা প্রফুল্ল আনন।
সর্ব্ব সুলক্ষণ অমৃত বচন পদ্ম পলাশ লোচন।
'দেব' জামাতা রতন পেয়ে সুখী হইলাম।
আদরের রাণী হইল রাজরাণী
এ আনন্দ রাখিবার ধরায় কি আছে স্থান।
তা'র সান্ত্বনার স্থল হইল সুধানামে ফল
করিয়া কতই উন্নতি সাধন।
লভিয়ে যশোরাশি জগতেরে তুমি
চির স্মরণীয় ভবে হইলেন।
শাপে শশধর আসি ধরা'পর
কিছু দিন করি নররূপে লীলা
আহ্লাদ সাগরে ভাসায়ে সবারে
আনন্দে করিলে খেলা।
শাপ হ'ল মুক্ত অমরেরা যত
থাকিতে নারিল তোমায় ছেড়ে,
বলে অন্ধকার অমর নগর
রহিয়াছে চন্দ্র তোমার তরে।
না কর বিলম্ব চল তুমি শীঘ্র
এনেছি বিমানে পুষ্পক রথ,

পারিজাত মালা কর শোভা গলা
চন্দনে চৰ্চ্চিত হয়েছে পথ।
জীর্ণ এ বসন করহ বর্জ্জন
নব বস্ত্র এবে কর পরিধান,
পিতার আদেশে যাবে স্বর্গ রাজ্যে
শিরে ধর তুমি মুকুট ভূষণ।
এসে এই ভবে আমাদের সবে
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি।
মায়ায় মোহিত হয়ে অবিরত
আর কেন করিছ মা মা ধ্বনি।
হেরিবে স্বরগ রাজ্যে আপন জননী
প্রতিমা রহিল পড়ে হইয়ে যোগিনী।
অমনি মধুর সুর হইল নীরব
বাবারে জয়ানন্দে 'লয়ে গেল' অমরেরা সব
দেখিনু বসিয়া আমি খাটের উপর
শান্তি ধামের শোভা কিবা মনোহর।
মোর চারুচন্দ্রে নিল সবে করি সমাদর
তদবধি শোকান্বিত রয়েছে মোর অন্তর।
বাবা চারু এসে ধরে লয়ে যাও মোরে
তব তরে 'পড়ে আছি' আমি গঙ্গাতীরে।

২০শে পৌষ মঙ্গলবার
১৩২৭ সাল বরাহনগর।

ইতি--
দুঃখিনী মাতা।

স্বর্গারোহণ *

দুঃখিত অন্তর নিরখি ঈশ্বর
করাইলে দরশন,
মা জাহ্নবী তীরে গগন উপরে
কল্পনা এ নয় প্রত্যক্ষ দর্শন।
হ'ল এত জ্যোতিঃ বর্ণিতে শকতি
নাহিক তাহা আমার,
সেই জ্যোতির ভিতরে পুষ্প রথোপরে
সুসজ্জিত একটি শিশুর আকার।
যেন বরবেশ আনন্দ অশেষ
ফুলের মুকুট মাথে,
পারিজাত মালা শোভিতেছে গলা
ফুলের বলয় হাতে।
লোহিত বসন ললাটে চন্দন
সুধা হাসি মুখ ভরা,
শুক্লপক্ষ রাতে শুভযোগ অষ্টমীতে
যাইছে ছাড়িয়া ধরা।
শাপে মুক্ত হ'য়ে ন'টার সময়ে
গেল দেব শিশু স্বরগ ধাম,
বৃহস্পতিবার পেয়ে শুভদিন :
সুর বালাগণে ধানদূর্ব্বা দানে
জয় গানে করিল আশিস দান।

* রবিচাঁদ

লয়ে তারে কোলে সবে কুতূহলে
চাঁদ বদনে করিল চুম্বন,
অমর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
অমনি বাজিল মঙ্গল বাদন,
দেব মণি এসেছেন ত্রিদিব রতন।

প্রার্থনা

মা গঙ্গার তীরে হেরি আঁখি 'পরে
তখনি বলিল মন
এই কি আমার রবি হৃদয় রতন?
কেন হও চিত এত বিচলিত
সুস্থ হইবে মোর রবি ধন।
বল জয় জয় প্রভু দয়াময়
অনন্ত চিন্তার হইবে বিরাম
তুমি করিও না মণি রবিচাঁদের অকল্যাণ।
বল করুণাময় ও কমল পায়
প্রাণভরে এই নিবেদন
নিরাপদে রক্ষা কর তোমার প্রিয় সন্তান।

বরাহনগর।
২৬শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ইতি মঙ্গলপ্রার্থী---
১৩২৮ সাল। রবিচাঁদের দিদিমা।

প্রার্থনা *

হে বিভু, চরণে আজি কি অর্ঘ করিব দান
কল্য মণি রবি ধন
মোর গিয়াছেন চলে   শুনে পড়ে আছি এই ধরাতলে
প্রেম ফুল ফল শুকায়েছে কি করি প্রদান।
বনপুরে   দুখনীরে
ভাসিতেছি অবিরাম,
এস দয়া করে   মা গঙ্গার তীরে
সেই জলে ধুয়ে দিই চরণ।
আজি ভিক্ষা পাদপদ্মে   বাছারে রাখিও বক্ষে
করাইও রবি চাঁদে অমৃত ভোজন,
জরা ব্যাধি কোমলাঙ্গে না পশে কখন।
প্রেরণ করিও না তারে   যাতনা পাইবার তরে
প্রভু আর ভব ধাম
স্বর্গরাজ্য আলো করে যেন গায় তব জয় নাম।
রবি রতনের দিদিমার এই নিবেদন
করুণাময় দুখীরে   অভয় চরণোপরে
দাও হে স্থান,
অমরাবতীর মাঝে   ক্রোড়ে ধরি রবি চাঁদে
তোমার গুণ গানে করি দুঃখ নিবারণ।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৮ সাল বরাহনগর   ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার

* রবিচাঁদ

প্রার্থনা *

হরি চরণেতে অপরাধী তাই এ আক্ষেপ আজি
করিতেছি বসে আমি কোলে মা গঙ্গার,
সুপথে রাখিও টেনে দয়াময় নিজগুণে
ভুলে যেন নাহি থাকি অভয় পদ তোমার
লও আজি উপহার এই অশ্রুধার।

দাদামণি রবিচাঁদ গেলে স্বর্গরাজ্যে চলি,
না শুনায়ে দিদিমারে তব সুমধুর বুলি।
গিয়াছ যাদু চলিয়া দিদিমাকে না বলিয়া
কেমনে ধরিব হিয়া হৃদয়ের রবিধন,
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা সনে তুমি আসিবে মোর বনাশ্রমে
আদরে লইয়া কোলে করিব মুখ চুম্বন।
চন্দ্রাননে সুধা হাসি নিরখি হইব খুসি
বনফুলে সাজাইব মনের মতন,
ফুল ভালবাস তুমি যতনেতে দিব আমি
বনবাসী হই কোথা পাব মূল্যধন।

* রবিচাঁদ

পরায়ে দিব ললাটে যাদু তোমায় নিজহাতে
মঙ্গল হরি চরণের সুগন্ধি চন্দন,
মাথায় শুভ দূর্ব্বাধান পুলকে করিব দান
আনন্দে শ্রীচরণামৃত করাইব পান
তুমি হও ভগবানের ভকত সন্তান।
সুস্থ শরীরে রবে ধরা'পরে
প্রাণের রবি রতন মম
কৃপাময় করিবেন দীর্ঘায়ু প্রদান
সদা করি আকিঞ্চন
হরি কেন হ'ল না পূরণ
শ্রীপদ কমলেতে এই নিবেদন।

সে দিন কত আশা করে সকল কাজ কর্ম্ম সেরে
আমি বসে ছিলাম যাদু রবি তোমার কারণ,
কি আর বলিব হায় দেখি যত বেলা যায়
ততই কাতর হয় আমার পরাণ।
কহিতে লাগিল মন আসিবে আর কখন
ক্রমে বেলা গেল সন্ধ্যা এল করিল চিন্তায় মগন,
বনপুরে একা পড়ে
করিতেছি আনচান্
বাহির হ'ল না তবু আমার পাপ জীবন।

শোকোচ্ছ্বাস

যাদু তোমার অসুখ রাত্রি দশটায় শুনিলাম
তদবধি বিভুপদে মাগিতেছি একচিত্তে
দয়াময় রক্ষ মোর দাদামণি রবি ধন।
স্বর্গের রতন তুমি কি সাধ্য রাখে ধরণী
কাঁদায়ে তাই সবারে করিলে গমন
ভীষণ জরা ব্যাধির হস্ত হইতে লভিতে শান্তি বিরাম।
যে দিন এলে ধরায় মোরা সকলে আনন্দময়
বাবা তব ফণী মাতা বীণাপাণি
আহ্লাদ সাগরে হলেন মগন,
সে দিনের আনন্দ এবে নিরানন্দ
তাঁদের স্মরিয়া বিদীর্ণ হইতেছে প্রাণ।
কি করি উপায় আছি বনাশ্রয়
কেমনে করিব সান্ত্বনা দান.
যাদু ডেকে দিদিমারে লও স্বর্গপুরে
তোমায় কোলে করে দুঃখ করি অবসান।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৮ সাল বরাহনগর ২৮শে শ্রাবণ শনিবার

প্রার্থনা *

দাও প্রভু সান্ত্বনা।
দিয়াছিলে তুমি মণি দয়া করে,
অকালে কাল নিঠুরে
করিল তাহা হরণ,
জানাতেছি পায় হে করুণাময়
তাহার শোকেতে মোরা হইয়াছি নিমগন।
হয়েছেন বাবা ফণী আমার পাগল প্রায়
মা বীণাপাণি যেন পাগলিনী
সন্তানের তরে হায়।
স্মরিয়া সে কথা পাইতেছি ব্যথা
মণি রবি চাঁদের কথা কিবা সুধাময়।
শুনিল না কর্ণ মম, এই দুঃখ হয়
দিদিমা বলিয়া নাহি ডাকিল আমায়।
বাবা মা দাদা দাই আও সদা
দাদাবাবু দাও বল
সে অমিয় বাণী কয়দিন না শুনি
অন্তরেতে তিনি আছেন বিকল।

* রবিচাঁদ

শোকোচ্ছ্বাস

এলে বন পুরে ডাকিত আমারে
বলিয়া দিদিমা সে চাঁদ বদনে,
শুনে ফুল্ল মন হইত জনার্দ্দন
আসিল না মোর অদৃষ্ট কারণে।
সে বিধু আনন আর দরশন
হইবে না ধরাতলে,
বুঝেছি এখন সে স্বরগ রতন
প্রভু. আদরে রাখিবে তোমার কোলে।
করি প্রণিপাত জগতের নাথ
অভয় চরণ তলে,
দাও পদাশ্রয় ওহে দয়াময়
রবি রতনের দিদিমা ব'লে।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৮ সাল বরাহনগর ২৯শে শ্রাবণ রবিবার

প্রার্থনা *

হরি ব্রহ্ম সনাতন।
মর্ত্ত্যপুর হইতে অমর ধামেতে
হইল আজি পঞ্চ দিন
গিয়াছেন রবিমণি তথাপিও অর্ঘ আমি
বাছার মঙ্গল তরে করি হে অর্পণ
নিরাপদে রেখ প্রভু এই নিবেদন।
রবিচাঁদ জপ মালা হয়েছে চিক্কণ কালা
শয়নে স্বপনে করি তাহার জন্য প্রার্থন
কেমনে হইব এখন তাহা বিস্মরণ।
সেই সুধা হাসি ভরা মুখ শশী
যেন হেরিতেছি অনুক্ষণ
হাসিলে গালেতে টোল পড়িত হইয়া গোল
সুন্দর দেখিতে কত হইত তখন
আদরেতে করিতাম বদন চুম্বন।
সে আনন্দ এ ধরায় হবে না আর দয়াময়
পাদপদ্মে তাই আজি করি নিবেদন,
প্রভু মোরে কৃপা করে যদি লও অমরপুরে
যাদুর অদর্শন দুঃখ হয় নিবারণ ;
যাদুমণি রবিচাঁদেরে হৃদয়ে ধারণ করে
আনন্দে অমর ধামে গাই জয় নারায়ণ।

৺জাহ্নবী তট

১৩২৮ সাল বরাহনগর ৩০শে শ্রাবণ সোমবার

* রবিচাঁদ

প্রার্থনা *

হে বিভু একি তব করুণা
আঁখি মুদে যেই বসি   হেরি সেই মুখ শশী
কর্ণে শুনি রবিমণি ডাকিছেন "দিদিমা"।
অধম পাতকী আমি   স্বর্গ পথ নাহি জানি
পুণ্যধন কিছু নাই, কিসে যাইব বলনা ?
পড়ে আছি বন মাঝে   জননী গঙ্গার কাছে
যাইতে স্বরগ রাজ্যে করি বড় বাসনা,
প্রভু তুমি কৃপা করে   যদি পাঠায়ে দাও যাদুরে
লয়ে যায় হাতে ধরে পূরে মোর কামনা।
নন্দন কানন হইতে   তুলি পুষ্প নিজ হাতে
করিব রবিচাঁদে পারিজাতে শোভনা,
মিলে যত সুরবালা   চিরানন্দে করি খেলা
অমরাবতীতে মোরা প্রেমে হইব মগনা।
তথা নাহি জরা দুঃখ শোক   সদা শান্তি সুখ ভোগ
জ্বলদক্ষরে লেখা, এ নহে কল্পনা,
মণি রবিরে লয়ে কোলে   চুমিয়া মুখ কমলে
জয় জগদীশ বলে করিব নাম ঘোষণা
দয়াময়   পূর্ণ হয়
যেন আজিকার এই প্রার্থনা।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৮ সাল বরাহনগর   ৩১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার

* রবিচাঁদ

প্রার্থনা *

হে প্রভু নিরঞ্জন
তোমার দয়ায়　　　　জগতের রায়
করিলাম কি দর্শন আনন্দধাম,
পূরব দিকেতে　　　　গগনের পটে
অনন্ত শয্যায় শয়নে আছেন
আমার রবি রতন।
দিবা দ্বিপ্রহর　　　　অঙ্গুলি বাছার
রয়েছে তথাপি বদনে
মুদিত নয়ন　　　　ঘুমে অচেতন
তবু সুধা হাসি ভরা চন্দ্রাননে।
নাহি জরা ভয়　　　　হইয়া নির্ভয়
আছেন আনন্দ ধামে,
মনোমত বল　　　　আঙ্গুর ফল
আহার করিয়া অমৃত সনে,
নাহি ক্ষুধানল　　　　প্রফুল্ল কমল
তাই শুভ নিদ্রা এসেছে নয়নে।

* রবিচাঁদ

শোকোচ্ছ্বাস

হেরিনু কি সাজ　　　হৃদয়ের মাঝ
শোভিছে রতন হার
মণি মুক্তা পলা　　　রতনের বালা
ধরেছে বাহুর উপর ;
পারিজাত মালা　　　সুশোভন গলা
করেছে যাদুর মোর।

কর্ণেতে কুণ্ডল　　　মুকুতার ফল
পরেছে রত্নের মুকুট শিরে,
আঁচড়িয়া কেশ　　　মনোহর বেশ
নাসিকা সুন্দর তিলক ধরে,
সু-চুয়া চন্দন　　　ললাটে ভূষণ
হয়েছে বাছার কতই বাহার
আঁখিতে সুরুমা　　　কি দিব উপমা
রতন নূপুর চরণোপর।

লাল মখমলে মণি মুক্তা কাজ
অমরাবতীতে অমরের সাজ।

সবে ফুল্লমনে　　　যত দেবগণে
মম রবিচাঁদ লয়ে করিছে আমোদ
সুরপুরে আছে যাদু সদা নিরাপদ।

শোকোচ্ছ্বাস

দেব বালাগণে আদরে যতনে
রেখেছেন সবে হৃদয়োপর
স্থির হও চিত কেন বিচলিত
হইতেছ তুমি আর
দেখিছ সকল বাছার মঙ্গল
অমঙ্গল করিও না তার।
শুন স্বর্গপুরে সুমঙ্গল গান
বাজিতেছে শুন মঙ্গল বাদন।
প্রেম ভক্তিভরে বিভু পাদপদ্মোপরে
করিয়া প্রণাম
মাগো তাঁর স্থানে অমর ভবনে
যেন যাই মা গঙ্গার কোলে গেয়ে হরিনাম।
স্বর্গপুরে বক্ষে ধরে হৃদয় মণি রবিচাঁদেরে
লয়ে আনন্দে গাহিব প্রভু তোমার জয় নাম।
এইবার শেষ বাসনা কর হে পূরণ।

৺জাহ্নবী তট
সন ১৩২৮ বরাহনগর ১লা ভাদ্র বুধবার

প্রার্থনা *

প্রেমময় হে ঈশ্বর তব শান্তি ক্রোড়োপর
সমর্পণ করিয়াছি বার দিন আজি,
হৃদয়ের রবিধন যাইলেন স্বর্গধাম
হেরিলাম দেব রথে দেব সাজে সাজি।
সে যে স্বরগ রতন
কি শাপে ধরায় এল অল্পকালে মুক্ত হ'ল
কেন মায়া ডোরে আমাদের করিল বন্ধন।
শিশুর ভকতি যত লিখে জানাইব কত
পান করে শ্রীচরণামৃত করিত বাছা প্রণাম
দয়াময় সে তোমার ভক্ত মহাজন।
রবিচাঁদের শুভ শেঠেরা পূজা দিনে
প্রভু মঙ্গল তব চরণে
আমি প্রথম কবিতা পুষ্পে করেছি পূজন।

* রবিচাদ

বাছার মঙ্গল লাগি পাদ পদ্মে নিত্য মাগি
এইবার শেষ ভিক্ষা অভয় পদে জনার্দ্দন,
জরা রাক্ষসীর ভয়ে গিয়াছে যাদু পলায়ে
স্বর্গধামে না করে অশন
তাহাতে অতি ব্যথিত হইয়াছে প্রাণ,
ফুল্ল সহাস্য বদনখানি করাও একবার দরশন।
অমর নগরে সুধা পান করে
অমর হইয়া গায় যেন জয় নিরঞ্জন।
করুণা করে আমায় চরণে দাও আশ্রয়
প্রভু মা গঙ্গার তীরে আজি এই নিবেদন।
রবিচাঁদে লয়ে কোলে জয় দয়াময় বিভু ব'লে
কবিতা প্রসূনাঞ্জলি শেষ করি দান।
কৃপাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৮ সাল বরাহনগর ৬ই ভাদ্র সোমবার

স্বর্গধাম *

দয়াময় ঈশ্বরের শান্তি ক্রোড়ে করিছ আরাম
আদরের দাদামণি মোর রবিধন।
নাহি তথা দুঃখ জরা কেবল আনন্দ ভরা
তথাপি কেন বা মোদের পুড়িতেছে মন ?
ধরাতে আর হেরিব না সে বিধু বদন,
বোধ হয় ইহার কারণ
শুনিতে পাবে না কর্ণ সে সুধা বচন।
আমরা মায়ার ঘোরে পড়ে আছি অন্ধকারে
স্বরগ সুখের কথা হইয়াছি বিস্মরণ
পুড়িতেছে তাই আমাদের পাপ মন।
স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃ ভোগ কর দিবা রাতি
অনন্ত করুণাময়ের গাও জয় নাম,
জরা ব্যাধি হইতে যিনি করিলেন ত্রাণ,
তুমি হও তাঁর প্রিয় ভকত সন্তান।

* রবিচাঁদ

শোকোচ্ছ্বাস

সুরপুরে খাও সুধা পাবে না কখন ক্ষুধা
নানা সুখ ভোগ কর অমর ভবনে,
ইহাই প্রার্থনা মোর বিভুর চরণে।

নবীন জীবনে প্রেম আলাপনে
চিরানন্দে থাক শান্তি নিকেতন
এথা দেখিতে দেখিতে হইল আজ বার দিন।

দুখী দিদিমারে যাদু হাতে ধরে
মা জাহ্নবীর কোল হ'তে লয়ে যাও শান্তিধাম
কোলে লয়ে তোমায় রবি রতন
জুড়াই তাপিত প্রাণ।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৮ সাল বরাহনগর ৬ই ভাদ্র সোমবার

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী
পাদপদ্মে দুঃখ নিবেদন *

চিরানন্দময়ী দুর্গা নামে গাই চিরদিনই জয়,
আজি মা হয়েছি মোরা নিরানন্দময়।
এই অষ্টমীতে দুই মাস
আঁধারিয়া হৃদি-আকাশ
গিয়াছেন রবিচাঁদ এ ধরা ছাড়িয়া,
তদবধি দুখাবৃত আমাদের হিয়া
পূজায় আনন্দ নাই
নয়নে জল সদাই
সকলের ঝরিছে গো ঝর ঝর করে,
সে চন্দ্র বদনখানি দু'মাস না হেরে
হৃদয়ে জাগিছে সদা
সেই মুখ হাসি সুধা
গগন পটে দেখিবার তরে অভিলাষী,
মা গঙ্গার কূলে দেবী তাই নিত্য বসি।
হয়েছেন হররাণী
সূতিকায় মা বীণাপাণি
আছেন আজি গো অতি কাতর অন্তরে,
মন দুঃখে বাবা ফণী রহিলেন এবার বাঁকীপুরে।
নব বস্ত্র এই পূজার
খরিদ হ'ল না আর

* রবিচাঁদ

১২

শোকোচ্ছ্বাস

মণি রবি বিহনে
তার দাদাবাবু রয়েছেন অতি ব্যাকুলিত পরাণে।
আনন্দে কতই সাজ
রবিচাঁদ করিছেন আজ
অমর বাঞ্ছিত সেই সুখময় স্বর্গধামে।
তথাপি এ পোড়া মন
পাইছে কত বেদন
হায় কিছু দিতে নারিলাম এ পূজার দিনে।
কি জানাব আর
গোচরে তোমার
মাগো পড়ে আছি এই সিংহ বনে ;
করিলে স্মরণ
যেন পাই দরশন
প্রণমি অভয় যুগল চরণে।
বলি কর যুড়ি
ওমা বিশ্বেশ্বরী
অতীব কাতর প্রাণে
যেন দুঃখ জরা
না দেখে মা তারা
কুশলে রাখিও রবি আমার হৃদিরতনে।
লাল সাজেতে
যেন দিদিমাকে
এইবার লয়ে যায় আনন্দ ধামে।

১৩২৮ সাল বরাহনগর — ২৩শে আশ্বিন রবিবার

প্রার্থনা

কি হ'ল মঙ্গলময় মোরা সবে হায় হায়
করিতেছি আজি বোন্ সরলার তরে,
না হেরি বন্ধু জন পিতা ভ্রাতা ভগ্নিগণ
সুশীল ও রাণীরতন, ইহাই বড় বেদন রহিল অন্তরে।
সরলা সরল মতি তব প্রিয় ভক্ত অতি
তাই আর রাখিলে না প্রভু, এ ভব সংসারে ;
সারাদিন উৎসবে মাতি আনন্দে গেয়ে তোমার গুণগীতি
এল সন্ধ্যাকালে পুণ্যবতী আপন মন্দিরে,
হঠাৎ ঘেরিল জরা বুঝিল না কেহ পীড়া
ছেড়ে গেল ধরাধাম বেলা চারিটার পরে,
সে তোমার প্রিয় ছিল ভুগে কষ্ট না পাইল, নাহি দিল
কৃপাময় তুলে নিলে আপনার ক্রোড়ে,
সন্তানাদি রেখে পতি সেজে এয়ো সাজে সতী
গিয়াছেন ভাগ্যবতী অমর নগরে।

* সরলা ালা

শোকোচ্ছ্বাস

সদা ছিল ফুল্লানন প্রফুল্ল পদ্ম যেমন
সেই মিষ্ট হাসি মুখখানি সদাই জাগিছে মনে,
স্বরগ রতন সম আদরিণী সরলার সর্ব্বগুণ
বৌদিদি অমিয় বচন তার বাজিছে যেন শ্রবণে
সে সুখ আর কি প্রভু হবে মোর জীবনে ?
এই মাগি বার বার শান্তি চির সুখ নিরন্তর
যেন সরলামণির আত্মা ভোগ করে শান্তি ধামে।
অভয় ঐ পদ্ম পায় নিবেদন প্রভু করিতেছি ভরে প্রাণ
শোক সন্তপ্ত সংসারে কর শান্তি ও সান্ত্বনা দান,
করুণাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৯ সাল বরাহনগর ২৪শে ভাদ্র রবিবার

প্রার্থনা

কি হইল হে দয়াময় সকলেই হায় হায়
আজি আমরা করিতেছি প্রিয় ভগ্নী সতীশনন্দিনী তরে।
প্রভু, করে স্নান, শুয়ে ছিল বোন্ দুগ্ধ পান করে
সুস্থ আছে কোলের ধন শুনিয়া মাতা তখন
দিবা ন'টার সময় একটু শান্তি পেলেন অন্তরে।
হঠাৎ কেন হে তার আসিয়া ধরা'পর
সংবাদ দিল এখনি চল বিলম্ব না করে,
ঐ দেখ এসেছে পুষ্পক রথ বিমান উপরে।
ছেড়ে মায়া রেখে কায়া ভুবন ভিতরে
পিতার আদেশে চল স্বর্গ রাজ্যপুরে।
নিদয় হ'য়ে কালে লয়ে
গেল প্রিয় সতীশ জীবনে
পুত্র কন্যা মা জননী স্নেহের ভ্রাতা ভগিনী
প্রভু আত্মীয় বন্ধু স্বজনে
হেরিতে দিল না তারে একবার নয়নে।

* সতীশনন্দিনী

শোকোচ্ছ্বাস

ছিল সর্ব্ব গুণমণি আদরিণী ভাগ্যমানী
রেখে পতি সাধ্বীসতী হয়ে এয়োরাণী
শুভদিনে লাল সাজেতে জয় নাম গাহি' আনন্দে
প্রাণের ভগিনী ছেড়ে গেলেন অবনী।
প্রফুল্ল নলিনী সম সতত হাস্য বদন
আমরি কি মনোরম আর কি হবে দর্শন ?
বাসনা ছিল হে মনে নিরখিব চন্দ্রাননে
অমূল্য রতন ধরে সুস্থ দেহ লয়ে
আসিবেন আদরিণী আমার আলয়ে।
তার আধ আধ বৌদিদি বাণী যেন গো অমৃত জিনি
শুনে কর্ণ জুড়াইবে তাপিত হৃদয়
সে সুখের দিন প্রভু হইল না হায়।
কি ইচ্ছা হ'ল তোমার জানিনা হে কৃপাধার
অমূল্য রতন পড়ে রহিল মহী'পরে
আদরিণী চলে গেল আনন্দ নগরে।
গিয়া তথা বসি কুতূহলে স্নেহময় পিতার কোলে
হাসি হাসি আধ আধ কহিছে সুধা বচন
শুনিয়া হতেছে তাঁর কত ফুল্ল মন
আমরা সকলে তার শোকেতে মগন।
এথা স্নেহময়ী মাতা হইয়া শোক সন্তপ্তা
স্মরি তার গুণ কথা
পাইছেন দিবানিশি হৃদয়ে কত ব্যথা।
আঁখিতে ঝরিছে জল নাহিক বিরাম
কৃপাময় কর তারে সান্ত্বনা প্রদান।

সে যে গো স্বরগ রাণী   শাপেতে এসে ধরণী
মায়ায় জড়িত করে কাঁদায়ে সবারে
আদরানন্দ লয়ে গেল আপন মন্দিরে।
এমনি ভাগ্য আমার   এ সময় নিকটে মার
যাইতে নারিনু আমি ধরিয়া জীবন
কর্ম্ম ফল ভোগ তরে আছি তটাশ্রম।
এই যাচিতেছি বার বার   প্রভু শ্রীচরণোপর
যেন সতীশ মণির আত্মা শান্তি ভোগ করে
চির শান্তি নিকেতনে।
ঐ অভয় কমল পায় নিবেদন   করি প্রাণ ভরে জনার্দ্দন
আজি এই শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা কর শান্তি বারি দানে
নমি মা গঙ্গার তীরে আজি শান্তিময় শ্রীচরণে।

৺জাহ্নবী তট
১৩২৯ সাল বরাহনগর   ২২শে পৌষ শনিবার

প্রার্থনা *

কি হ'ল হে কৃপাময় জগজ্জনে হায় হায়
করিতেছে আজি মাতা নলিনীবালার তরে,
না হেরিল বন্ধুগণ সন্তানাদি সর্ব্বজন
আজীবন এই দুঃখ রহিল অন্তরে।
চিকিৎসা মার কারণ রাঁচিতে হ'ল গমন
প্রভু সে চিকিৎসা না হইয়া কেন হে হ'ল এমন.
সোণার সংসারে খেলা সুখেতে নলিনীবালা
করিবে বলিয়া ডালা সাজাইল হে জনার্দ্দন।
ফুটন্ত কুসুম সমা আটটি কন্যা নিরুপমা
মণি সম পুত্র তিনটি, দুটি বধূ অতুলন,
জামাতা রতন সাতটি আদরের নাতিনী নাতি সত্তরটি
তব করুণায় দেব সকলি মনোমতন।

* নলিনীবালা

ভবে শিব তুল্য পতি পেয়েছিল ভাগ্যবতী
আপনি ভবানী সমা ছিলেন শোভন
নলিনী মায়ের রূপ গুণের কি দিব গো তুলন
তাঁর ধর্ম্মেতে সতত মতি ছিল চিরদিন,
অধরে মধুর হাসি থাকিত দিবানিশি
বচনে হইত সদা সুধা বরষণ,
সুন্দর হেন স্বভাব কখন ছিল না রাগ
আমরি কি মৃদু মৃদু ছিল মার চলন।
স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা ভক্তি যেন দেবী আদ্যাশক্তি
কেমনে ভুলিবে নলিনী মায়ে জগতের জন,
না পূরিতে মনোসাধ কেন হে এমন বাদ
সাধিল শমন এসে এই ধরাধাম।
প্রভু বাসনা নলিনী মার শেষ মুহূর্ত্তে যাইবার
ছিল না উঠিতে যখন পেলেন বেদন
তাঁরে ভুলাইয়া লয়ে গেল করিয়া যতন
রাঁচিতে যাইলে সুস্থ হইবে এখন।
বলিল সেখানে গিয়া জুড়াইবে তোমার হিয়া
কয়দিন এথা থাকি চল স্বর্গধাম,
এখানে সবে তোমারে বাঁধিয়াছে মায়া ডোরে
ত্রিদিবের রাণী তুমি কেন আর ভব ধাম।
মায়ায় রয়েছ ভুলে সকল অমর দলে
তোমা বিনা অন্ধকার অমর ভুবন,
হের ঐ নভোমণ্ডলে এসেছেন সকলে মিলে
স্বর্গীয় পিতা তব ভ্রাতা ভগ্নিগণ,

শেষ করে ভব খেলা ত্বরায় চল এই বেলা
বসেছে আনন্দ মেলা সেখানে তোমার কারণ,
তুমি যে ত্রিদিব রাণী কেন হ'লে বিস্মরণ,
এসেছিলে লীলার ছলে এ বিশ্ব ভবন।
এই জীর্ণ বাস ছেড়ে এখন পর নূতন লাল বসন
পতিব্রতা এয়ো সতী
সীমন্তে ধর ভাগ্যবতী মঙ্গল সিন্দূরাভরণ.
শুভ চন্দন সিন্দূর ফোঁটা ললাটে করুক ছটা
চরণে প'র গো আল্‌তা নয়ন রঞ্জন।
লাল সূতা বেঁধে হাতে ফুলের মালা গলেতে
প'রে চল সেজে আনন্দেতে স্বরগ রতন
দেখ বিমানে পুষ্পক রথে সুরবালাগণ হাতে
পারিজাত মালা গেঁথে এনেছে তব কারণ,
কতদিন পরে তোমা করিবারে সম্ভাষণ।
এনেছে মুকুট ধরে পরাবে তোমার শিরে
সবাই প্রফুল্ল মনে করিয়া যতন,
ফুলের গহনা কত করেছে রচন,
সাজাইবে আজি তোমায় মনের মতন।
অপ্সরায় নৃত্যগীত করিতেছে ফুল্লচিত
ঐ শুন বাজিতেছে জয় জয় মঙ্গল বাদন,
অমরেরা পুলকিত চন্দনে পথ চর্চ্চিত
দেখ অলক্ষ্যেতে কত পুষ্প হইতেছে বর্ষণ।
তবে যাইবার বিলম্ব কেন
এখন ডাকিছেন সর্ব্ব দেবগণ

হইল জয় জয় ধ্বনি এস গো ত্রিদিব রাণী
শুনিয়া নারিল মাতা থাকিতে তখন।
মহামায়া ত্যাগ করে সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলবারে
পতি পুত্র বধূ কন্যা ও জামাতা হেরে শান্তি অন্তরে,
আদরিণী স্নেহময়ী জননী ক্রোড়ে ত্যজিয়া পরাণ,
মা শ্রীমতী নলিনী বালা এয়োরাণী
প্রাণময়ী শুভক্ষণে করিলেন স্বর্গ আরোহণ।
তথায় হ'ল আনন্দোৎসব এথা ধরায় রোদন
মা গঙ্গাতীরে প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রু বিসর্জ্জন।
আদরে মায়ের কোলে এসে এই ভূমণ্ডলে
মা মা বলে কত শান্তি করিলে মা দান
প্রাণময়ী আদরিণী নলিনী রতন।
কেন মা শোক সাগরে আবার ডুবায়ে তাঁরে
মাতৃবক্ষে কেন মাগো ছাড়িলে জীবন,
তব শোকাতুরা মাতা লইয়া জীবন বৃথা
কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ এলেন নিজ ভবন।
স্মরিয়া তাঁহার কথা পেতেছি বড়ই ব্যথা
কেন গো মা তুমি তাঁরে করিলে এমন।
তিনি আশা করে গিয়াছিলেন
মা নলিনী তোমায় সুস্থ করে আনিবেন
তোমার ভ্রাতাদি ভগিনিগণ
পতি পুত্র কন্যা বধূ ও নাতি নাতিন
আর জামাতাদি বন্ধুজন
সকলেই শোকে আছেন মগন।

শোকোচ্ছ্বাস

স্থান তব অমরাবতী তোমার প্রেম মূরতি
এ ধরাতলে সকলে মা করিছেন ধ্যান
প্রাতঃস্মরণীয়া মাতা হয়েছ তুমি এখন।
শান্তি সুখে নিরন্তর ভোগ কর মা আমার
লয়ে তথা অক্ষয় জীবন
বিভু পাদপদ্মে এই প্রাণভরে নিবেদন।
ওহে দয়াময় হরি দিয়ে আজি শান্তিবারি
এই শোকার্ত্ত সংসারে কর শান্তি ধন দান।
মাগিতেছি যুড়ি কর অভয় চরণোপর
দাও প্রভু আজি সবারে সুদীর্ঘ জীবন
দেব কৃপা করে লও তুমি ভকতি প্রণাম।

১৩২৯ সাল বরাহনগর ২৭শে পৌষ বৃহস্পতিবার

প্রার্থনা

অতি কাতরে ও কমল চরণে,
জানাতেছি দয়াময় আজি এই বিজনে,
বসন্তে শরত শশী অকস্মাৎ পড়িল খসি'
কেন হে অসময়ে আঁধারি ভুবনে ?
শরত চাঁদের হাসি নিরখি জগৎবাসী
কত পুলকিত প্রভু হইত হে মনে,
নিষ্কলঙ্ক বিচক্ষণ বিচারেতে সুনিপুণ
ছিল তাঁর সর্ব্ব গুণ ভুলিবে সবে কেমনে ?
স্নেহ দয়া শ্রদ্ধা ভক্তি যে যেমন তার প্রতি
ধর্ম্মে ছিল চির মতি যুধিষ্ঠির সম,
প্রেমের আধার তিনি সুধাময় তাঁর বাণী
পাবে না শুনিতে আর এ জগত জনে।
দান ছিল অনিবার যেন কর্ণ পুনর্ব্বার
এসেছিলেন ধরা'পর ছেড়ে দুর্য্যোধনে,
দীন দরিদ্র যত হাহাকার অবিরত
করিয়া বলিছে কোথায় গেলে গো বাপ রতনে।

* শরৎচন্দ্র

কে চাহিবে আর বাবারে আমার
গরিব দুখীর মুখের পানে ?
স্বর্গ রাজ্য সুশোভনে কাঁদাইয়া জগজ্জনে
লয়ে গেল দেবগণে সাজায়ে করি যতন,
শরচ্চন্দ্র হেন মণি দেবের দুর্লভ জানি
ছাড়িয়া দিল ধরণী, না করিল আর আকিঞ্চন।
আজি মোরা শোক সমুদ্রে হয়েছি তাই মগন।
মোর স্নেহের দাদামণি শরত চাঁদে রেখ তুমি
হে পিতঃ করুণাময় তব শান্তি কোলে
এই ভিক্ষা পাদপদ্মে মা জাহ্নবী কূলে।

হে বিভু

মা আমার শোকাতুরা হৃদয় বিষাদে ভরা
রতন জামাতা হারা পুনঃ হলেন জীবনে,
স্মরিয়া তাঁহার কথা পেতেছি বড়ই ব্যথা
হয়ে আমি অর্দ্ধমৃতা পড়ে আছি তটাশ্রমে,
নারিনু মুছাতে জল তাই তাঁর নয়নে
তাঁরে শান্তি বারি কর দান যাচি শ্রীচরণে।
রাজেশ নন্দিনী মম প্রাণের ভগিনী
সম কমলিনী সংসার সরে
শরচ্চন্দ্র পতি সদা হেরে সতী
কতই প্রফুল্ল ছিল গো অন্তরে।

শোকোচ্ছ্বাস

কেড়ে নিল হাসি দিয়ে দুঃখ রাশি
কেন হে শমন আজি তাহারে।
শিরোমণি হারা পড়ে আছে ধরা
বিনা অলঙ্কারে মলিন বদনে
আঁখি ছল ছল জল অবিরল
ঝরিছে দুইটি নয়নে
করুণাময় দাও তুমি মুছাইয়া যতনে।
জরি বেনারসী বস্ত্র রাশি রাশি
পড়ে আছে কত ভবনে
আহা মরি মরি কি বলিব হরি
অঙ্গখানি ঢাকিয়াছে আজি শুভ্র বসনে।
এ কথা স্মরণ করি জনার্দ্দন
ফাটিছে আমার পরাণে
ভাসি অশ্রুনীরে মা গঙ্গার তীরে
মাগি হে অভয় চরণে।
সন্তানাদিগণে সদা সুস্থ শান্তি মনে
দীর্ঘ জীবনে রাখিও সবারে
দিয়ে শান্তি ধন হে ভগবান
নিরাপদে রেখ আমার প্রিয় ভগিনীরে
ভক্তি প্রণিপাত আজি বিশ্বনাথ লও প্রভু কৃপাকরে।

১৩২৯ সাল বরাহনগর ৭ই চৈত্র বুধবার

প্রার্থনা *

কি হ'ল করুণাময় আজি মোরা হায় হায়
করিতেছি আদরিণী প্রাণময়ী বৌমার কারণ,
প্রাণ প্রতিমা কন্যা তারা হয়ে মা নয়নে হারা
শোকানলে মণি তারা বলে ছাড়িল জীবন।
স্মরি মার সর্ব্ব গুণ কথা হৃদয়ে পাইছে ব্যথা
শুনিতে পাব না আর মামীমা সেই সুধা বচন,
প্রফুল্ল কমল প্রায় মুখানি মায়ের হায়
আর প্রভু এ ধরায় হইবে না দরশন।
আর সে মধুর হাসি হেরিব না কালশশী
তাই আঁখি জলে ভাসি পেতেছে চিত বেদন,
রেখে প্রাণ পুত্র পতি এয়োরাণী ভগবতী
স্নেহময় পিতৃ কোলে গেল চলে অমর ভবন,
লাল সাজে আনন্দে সেজে, লীলা করি সমাপন।

* জয়দুর্গা

দুখিনী মায়ের কোলে সোণার সংসার ভুলে
কেন যাইলে মা অকালে কাঁদাইয়া জগজ্জন ?
জা দেবর ও ননদগণে আত্মীয় স্বজন সনে,
সদা প্রিয় সম্ভাষণে করিতে যে আলাপন,
আদরের জামাতা ও নাতিটি যে ছিল মা তোমার প্রাণ,
মাগো কেমনে সবার মায়া দিলে তুমি বিসর্জ্জন ?
ধর্ম্মে তব চির মতি মা শ্বশুর শ্বাশুড়ী প্রতি
শ্রদ্ধা ভক্তি কত ছিল সেবা ও যতন,
পতিব্রতা তুমি সতী গেয়ে তোমার গুণগীতি
দুঃখ সমুদ্রে আজি তাঁহারা মগন।
মোর বাবা রমেশচন্দ্রের ঘর করি চির অন্ধকার
সন্ন্যাসী সাজায়ে তারে মাগো কোথা আলো প্রকাশিলে ?
তুমি যে ত্রিদিব রাণী কেন রবে ভূমণ্ডলে
আনন্দে বসেছ জননী তুমি তারামণি লয়ে কোলে,
মাগো আমরা রয়েছি পড়ে গম্ভীর দুখ সলিলে।
ওগো মা তব জননী হয়ে প্রায় পাগলিনী
কাঁদিছেন দিবা নিশি পড়ে ধরাতলে,
মা বলে কে শান্তি আর দিবে বক্ষঃস্থলে ?
ভাবিলে তাঁহার কথা হৃদি পায় বড় ব্যথা
কেন মা তাঁহারে তুমি কষ্ট দিয়ে গেলে
দহিছেন মৃতা সম শোকের অনলে।
স্মরিয়া তোমার কথা মণি সুধাংশু পাইছে ব্যথা
অমনি বলে এই সময় মা এই কার্য্য করিতেন
শুনে, দুঃখে তার ঠাকুরমা অশ্রুনীরে ভাসিছেন।

শোকোচ্ছ্বাস

বারখানি ছবি খুলে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে ছিলে
মা কষ্ট করে নিজ হাতে করিয়া যতন,
আলমারিটি থরে থরে মনের মতন করে
সাজিয়ে গেলে, কেন পুনঃ এলে না ভবন।
আমার বাবা রমেশ দেখ্‌ছে যত
হৃদয় তার কাঁদ্‌ছে তত
স্মরণ করে আমার ফাট্‌ছে পরাণ।
শুভযাত্রা করে লক্ষ্মী গিয়াছ বৈকুণ্ঠধাম
শান্তি নিকেতনে শান্তি ভোগ কর মা অনুক্ষণ,
শোক দুঃখ জরা সনে আর হয় না যেন দরশন।
বসে মা জাহ্নবী তীরে বিভু পাদ পদ্মোপরে
করিতেছি প্রাণ ভরে এই নিবেদন,
শোকার্ত্তগণেরে আজ দান কর বিশ্বরাজ
তব স্নেহ শান্তিবারি ও দীর্ঘ জীবন।
দয়াল হরি গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।
করিয়া ছিলাম মনে বিজয়ার সম্ভাষণে
ঠাকুরঝি তোমারে দিব মোর স্মৃতি প্রীতি উপহার
অদৃষ্ট এমনি মম হইল না তাহা বোন্
ধর আজি প্রিয় বধূর শোক অশ্রুধার।

১৩৩০ সাল বরাহনগর ২১শে কার্ত্তিক রবিবার

প্রার্থনা

অতীব কাতরে আজি ও কমল চরণে
জানাতেছি দয়াময় এ বিজন আশ্রমে,
যে দিকে ফিরাই আঁখি সকলি মলিন দেখি
প্রকৃতি সৌন্দর্য্য কিছু লাগিছে না ভাল
মা জাহ্নবীর জলেতে ও তরঙ্গ নহিল।
অকালে কেন গ্রহণ হইল হে জনার্দ্দন
তৃতীয়ায় সুনীলচাঁদে রাহু গরাসিল,
প্রাণাধিক পুত্রবর সুনীল চন্দ্র আমার
জননীর ক্রোড় হইতে বলে কাড়ি নিল,
স্পর্শিতে কোমল কায় ভয় না হইল,
দেখিতে দেখিতে মাসাধিক আজি হ'ল।
ধরা তাই অন্ধকার হয়েছে জগদীশ্বর
সেই চন্দ্রাননে সুধা হাসি আর কি হেরিব,
মামীমা অমৃত বচনে যাদুর, প্রাণ কি আর জুড়াইব ?
সে দিন আর এ ভবে হবে না গো তাই ভেবে
কাঁদিছে সদা পরাণ
বাবা মণির সকল গুণ করিয়া স্মরণ।

* সুনীলচন্দ্র

বুড়ো না হ'তে হ'ল　　　　　　　　নাম মাত্র লয়ে গেল
কোন সাধ আমাদের পূরিল না হায়
নিবেদি চরণ পদ্মে ওহে কৃপাময়।
করিয়া ছিলাম মনে　　　　　　　　বিবাহের শুভদিনে
সাজাব বাবারে বন ফুলের মালায়,
শুভ ধান দূর্ব্বা দিব আদর করে মাথায়।
সুচন্দন দিব ভালে　　　　　　　　বর সেজে কুতূহলে
চেনঘড়ী ও বোতাম হীরক অঙ্গুরী প'রে
লাল সাজে মোর বাবা মণি যাইবেন শুভযাত্রা করে।
আনিতে নূতন লক্ষ্মী আবার মঙ্গলে ঘরে
উৎসবে মাতিবে সবে আনন্দে ফুল্ল অন্তরে।
সে দিন ধরায় প্রভু হইবে না আর হায়
নয়নে ঝরিছে নীর আজি সহস্র ধারায়।
ভবলীলা সাঙ্গ করে　　　　　　　　চলে গেলে স্বর্গপুরে
স্বর্গরাজ্য উজ্জ্বলিত করিতে সুনীলচাঁদ।
স্নেহময় পিতৃ কোলে　　　　　　　　প্রিয় ভগ্নী ভ্রাতাগণ মিলে
বসেছ হৃদয়ে কত নূতন আজি উচ্ছ্বাস।
ভাবিছে কি মার কষ্ট আর তব মন ?
মা তোমার শোকে পড়ে ভূমিতলে অচেতন।
অকালে বাপ কেন গেলে　　　　　　　　দুখিনী মায়েরে ফেলে
ভাবিছেন তিনি সদা ও চন্দ্র বদন
সতত তব যাতনা হতেছে স্মরণ।
অরুচিতে কিছু খেতে দিলে না তোমায়,
যাদু তাহাতে কতই কষ্ট পাইছে হৃদয়।

শোকোচ্ছ্বাস

চারি মাস ছিলে শুয়ে তথাপি তাপিত হিয়ে
জুড়াইত মুখশশী দেখে,
এখন জ্বলিছে নির্ব্বাণ চিতা সর্ব্বদাই বুকে।
ভাসিতেছে গণ্ডস্থল সদা আঁখি জলে
কি বলে প্রবোধ তাঁরে দিবে গো সকলে?
করিলে যতন স্বরগ রতন
কভু কি রহে গো দুঃখিনীর ঘরে,
বাবারে তাই সাজাইয়া চব্বিশ বৎসরে,
লয়ে গেল সর্ব্ব দেবগণ প্রফুল্ল অন্তরে অমর নগরে,
দেখিলাম সে দৃশ্য মা গঙ্গার তীরে।
বলিলেন বাবা মণি বড় মামীমা এসেছি আমি
এস বাবা বলে আঁখি মেলে না হেরিনু আর হায়।
এ দুঃখের কথা দেব জানাই করুণ পায়
শান্তিতে রেখ যাদুরে হে শান্তিময়
প্রণিপাত করি অভয় পদে রেখ হরি সবে দীর্ঘ জীবনেতে
মাগি এই শোকার্ত্ত সংসার যেন শান্তিময় হয়।

১৩৩১ সাল বরাহনগর ২১শে আষাঢ় শনিবার

স্বর্গারোহণ *

প্রভাতে ধরিয়া হাতে আমার দেবেন্দ্রনাথে
লয়ে গেল পুষ্পরথে করাইয়া আরোহণ
স্বর্গ হতে দেবদূত আসি একজন।
বলিল দেবেন্দ্র আর কেন তুমি ধরা'পর
তব রাজ্য স্বর্গ যে আঁধার তোমার কারণ,
ব্যাধির যাতনা কত পাইতেছ অবিরত
শাপ মুক্ত হইল এবে সুখেতে কর গমন,
বিশ্বনাথের আজ্ঞা এই করি নিবেদন।
ছাড়ি সন্তানাদি মায়া ভবধামে জীর্ণকায়া
রেখে চল আনন্দেতে অমর ভবন,
নাহি তথা মৃত্যু জরা সতত আনন্দ ভরা
এ মর্ত্ত্যপুরে এসে তাহা হইয়াছ বিস্মরণ
অমরেরা পথ পানে চেয়ে আছে অনুক্ষণ।

* দেবেন্দ্রনাথ

ভব খেলা করি শেষ চল চল নিজ দেশ,
শুক্লপক্ষ দ্বাদশী আজি বৃহস্পতিবার শুভদিন,
ঐ দেখ নীলাকাশে এসেছেন তোমার আশে
স্বর্গীয় পিতা মাতা ভগ্নী তব আত্মীয় স্বজন
করিবারে স্নেহভরে তোমায় আলিঙ্গন।

এ জীর্ণ বাস ফেল ছেড়ে লাল নূতন বসন প'রে
ললাটেতে ধর আজি সুগন্ধি শুভ চন্দন,
আংটি চেন ঘড়ী বোতামের আর নাহি প্রয়োজন।

পর গলে পারিজাত মালা হস্তে ঐ পুষ্পের বালা
পারিজাত কুসুম মুকুটে মস্তক করি সুশোভন
আনিয়াছি তব তরে এই স্বর্গের ভূষণ।

দেব রাজ কর সাজ প্রতিভা সুন্দরী আজ
সতী পুলকেতে করিবেন তোমায় বরণ
কতদিন পরে হবে দুজনে মিলন।

চন্দনে চর্চ্চিত পথ পূর্ণ আজি মনোরথ
হের অমরগণ করিছেন পুষ্প বরিষণ
পারিজাত মাল্যে শোভিতেছে নিকেতন ;

অপ্সরাগণ আনন্দিত করিতেছে নৃত্যগীত
ঐ শুন বাজিতেছে মঙ্গল বাদন
চল চল শীঘ্র চল স্বরগ রতন,—

এ কথা শুনিয়া কর্ণে হরিপদ স্মরি মনে
তৎক্ষণাৎ আমার দেবেন্দ্রনাথ হয়ে অচেতন
শুভক্ষণে করিলেন স্বর্গ আরোহণ।

অমনি সুরবালাগণ আসি ভয় মাল্যে সবে তুষি
প্রতিভা সুন্দরী সাথে করাইল সুমিলন,
দেবেন্দ্রনাথের জয় হইতেছে গান।

তথা হ'ল আনন্দোৎসব এথা ধরণী বিষাদ ভাব
দেবেন্দ্র মণির তরে করিল ধারণ
বৃষ্টিধারারূপে সদা অশ্রু করিতেছে বরষণ।

হাতে আর নাহি বল আঁখিতে ঝরিছে জল
কেমনে লিখিব এই শোক বিবরণ
স্বর্গধাম সকলে কাঁদায়ে গেল অসময়ে দেবেন্দ্র রতন।
পিসীমার পুত্র শোক বাজিল বিষম
কাঁদিছে জগতবাসী আত্মীয় স্বজন।

দেবুমণির গুণকথা স্মরণে পেতেছি ব্যথা
শোকানলে দহিতেছে মোদের জীবন.
হেরিতেছি যেন সেই সহাস্য বদন।

আর কি গো এ মরতে শুনিতে পাব কর্ণেতে
দেবু চাঁদের সে সুধা বচন
পাইব না ভেবে অতি বিষাদিত মন ;

ভগিনীরা হাহাকার করিছেন অনিবার
কন্যা পুত্রগণ ভূমে পড়ে করিছে রোদন
নাহি মাতা, বাবা কোথা করিলে গমন।

অনাথা অনাথ করে গেলে তুমি স্বর্গপুরে,
মা যাওয়া যে জানি নাই তোমার যতনে
এখন কেমনে মোরা বাঁচিব পরাণে ?

শোকোচ্ছ্বাস

কোথা গেলে সন্ধ্যাকালে
এস বাবা ঘরে
সকলি যে শূন্যময় হেরি তব তরে

কিছু যে খাওনি ওগো বাবা মণি
খাবে না কি তুমি আর
সকলে ডাকিছে তোমায় এস একবার।

কে সান্ত্বনা করে এই অবোধ গুলিরে
সকলেই কাঁদিতেছে বসি অধোমুখে
বাড়িল দ্বিগুণ শোক বাছাদের দুঃখে।

৺জাহ্নবী তট
সন ১৩০৩ বরাহনগর ১২ই শ্রাবণ বুধবার

প্রার্থনা *

প্রণমি চরণে বিভু কি তব সৃজন,
একাধারে রূপে গুণে করেছিলে সুশোভন,
শরতের পূর্ণ শশী ভূতলে উদিল আসি,
হেরি আনন্দ সমুদ্রে ভাসি শরৎকুমারী নাম
রাখিলেন পিতা মাতা পুলকেতে দুইজন।
ছয় বর্ষ বক্ষে ধরি আদরে পালন করি
করিলেন যতনেতে সপ্তবর্ষে কন্যাদান,
দেখি পরম সুন্দর পাত্র সর্ব্ব গুণবান।
ভুবন মোহন বরে মালা সমর্পণ করে
চির সুখী হয়ে ছিলেন ঠাকুরঝি আমার,
কখন মলিন মুখ দেখি নাই তাঁর।
সতত হাস্য বদন সদা মিষ্ট আলাপন
বচনে কতই সুধা ঝরিত তাঁহার,
সেই হাসি ভরা মুখখানি কে ভুলিবে আর।

* শরৎকুমারী

ধর্ম্মে কত ছিল মতি দয়া শ্রদ্ধা ও ভকতি
ছিলেন সহিষ্ণুতায় অতুলন,
পতিরতা স্নেহযুতা ক্ষমাগুণে অনুপম।
জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলেন ধন্য ধন্য
হইল তাই মহীর উপর,
এমন সৌভাগ্যবতী কে হইবে আর।
চৌষট্টি বৎসরে পুনঃ পতির করে
মঙ্গল সিন্দূর প'রে আবার
বসিয়ে রেখে গেলেন সুখে চাঁদের হাট বাজার।
নাতির বিবাহোৎসবে মাতি কাঙ্গাল দুখীরে অতি
যতনেতে পরিতোষে করায়ে ভোজন
বলিলেন কেবল বকু তোমার কি করিলাম।
ধন্য সতী ভগবতী রহিল চির ভারতী
বোধ হয় কলিতে না হইবে আর এমন,
করে ধরে জপ করে হরির শুভ জয় নাম,
পায়ে হেঁটে রথে উঠে আনন্দেতে হাসি মুখে,
করিলেন সমাধিতে স্বর্গারোহণ,
অমনি বাজিল তথা মঙ্গল বাদন।
দয়াময় তব কৃপায়
সকলি হইতে পারে
বিশ্বাস রাখিও প্রভু এ তটবাসিনীর অন্তরে।
মাগি ও অভয় পদে রেখ সবারে নিরাপদে
তাঁর পতি ও সন্তানাদিরে দাও সুদীর্ঘ জীবন,
সান্ত্বনা ও শান্তিবারি আজি সকলকে কর দান।

স্বর্গারোহণ *

ধরাতল ছেড়ে গেলে কেন ভাই আমারে ফেলে
আদরিণী ভাগ্যমানী ঠাকুরঝি আমার,
বৌ বলে আদর করে কে ডাকিবে আর ?
বসে আছি মা গঙ্গাতীরে দেখা না দিয়ে আমারে,
লুকায়ে গেলে চলে কোলেতে মাতার,
জীবনে এ দুঃখ বড় রহিল ভাই আমার।
তব চন্দ্রাননখানি দেখাবে না আর অবনী
ভাবিয়া ইহা ভগিনী হতেছি কাতর
কেমনে ছিঁড়িয়া গেলে স্নেহ মায়া ডোর।
শুনিলাম জরুরি তার হইতে আইল স্বর্গদ্বার
তার যোগে দূত একজন
অলক্ষ্যেতে উপস্থিত তব সন্নিধান,—
বলিল তোমার কর্ণে শরদেন্দু নিভাননে,
মা তোমারে যা বলিলেন করি নিবেদন
মোদের কৌলিক যা আছে ধরায় থাক্ চিরদিন।
নাতি-বধ্ আসিবে ঘরে চলে এস শীঘ্র করে
কল্য হেরিও না তথা সেই পদ্ম মুখখানি
এথা স্বর্গে বসে শুভাশিস করিবে গো তুমি।
চা মিষ্টান্ন জলখাবার হয়েছে খাওয়া তোমার
করিও না বিলম্ব আর এখন,
অন্ন ব্যাঞ্জনাদি মৎস্য করিবে গিয়া ভোজন ;

* শরৎকুমারী

বারটা বাজিয়া গেল এই বেলা সত্বর চল
আসিয়াছি আমি কতক্ষণ,
বলেছেন মা একটার সময় লয়ে তোমায় আহার করিবেন।
নাতির আজ শুভ পরিণয় এয়ো সাজ হইয়াছে তায়,
চুলটি বেঁধেছ, সিঁথি সিন্দূরে শোভন,
দেখি আল্‌তায় রঞ্জিত তাই দু'খানি চরণ,
সেমিজটি আছে পরা হস্তে লাল সূতা ত্বরা
বেঁধে লও রেখেছ যাহা করিয়া যতন,
গরদের শুদ্ধ লাল সাড়ীখানি করহ পিন্ধন।
পঞ্চরত্ন ধর মাথে পর' হরিনাম হার কণ্ঠে
ধন ধান্য লয়ে হাতে কার্য্য ছাড় এইবার
দুয়ারে পুষ্পক রথ রয়েছে দেখ তোমার।
হের ফুল টাট্‌কা তোলা গেঁথে পারিজাত মালা
এনেছে অমরবালা পরাইতে গলে,
শুভ সিন্দূর চন্দন ফোঁটা ও চাঁদ কপালে।
মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি ঐ শুন এয়োরাণী
অমরেরা ডাকিছে তোমায়,
পথে ধূলি মারিয়াছে চুয়া চন্দন ছড়ায়।
শুভ পতাকা উড়িতেছে কত প্রাসাদেতে শত শত,
ঐ দেখ অমর ভবন
পারিজাত পুষ্পে শোভা ধরেছে কেমন।
হের ঐ নীলাকাশে এসেছেন তোমার আশে
স্বর্গীয় জনক জননী তব আত্মীয় স্বজন,
সকলের সনে হইবে শুভ সম্মিলন।

শোকোচ্ছ্বাস

অপ্সরাতে নৃত্যগীত করিছে প্রফুল্ল চিত
অমরাবতীতে সবে আনন্দে মগন,
শুন শুন ঐ শুন মঙ্গল বাদন।
কৃষ্ণ সপ্তমী আজ শুভ তিথি হইল রবিবার পুণ্যবতী
শুভদিন শুভযোগে করহ গমন,
চির শান্তি ভরা সেই স্বরগের ধাম।
ছেড়ে দাও অনিত্য মায়া রেখে এই জীর্ণ কায়া
নীল বরণে নব দেহ ধরি চল নন্দন কানন,
তুমি যে ত্রিদিবেশ্বরী কেন হইলে বিস্মরণ?
এসেছিলে যেই কাজে শিক্ষা দিতে ধরা মাঝে
হইয়াছে এবে তাহা পূরণ
চল চল শীঘ্র চল স্বরগ রতন।
অমরাবতীর ঘর তোমা বিনে অন্ধকার
আনন্দের মেলা তথা বসেছে তব কারণ—
শুনে অমনি দিদিমণি গেলেন শান্তি নিকেতন।
তথা মহামহোৎসব এথা ক্রন্দনের রব
মোরা স্মরি তব গুণরাশি ভাসি আঁখি জলে
তুমি সদা শান্তি সুখ ভোগ কর ভাই, বলি প্রাণ খুলে।
যেন ভাই ভুলনা মোরে বলিতেছি বারে বারে
বৌ বলে আদর করে এইবার লয়ে যাও ভাই শান্তিধাম,
তথা একত্রে দুই বোনে সুখে গাইব হরির জয় নাম।

৺জাহ্নবী তট
সন ১৩৩৪ বরাহনগর ১১ই বৈশাখ রবিবার

প্রার্থনা *

হে বিভু কতই দোষী তোমার চরণে
রহিয়াছি আমি দেব জনমে জনমে,
তা'তেই অশান্তি ভরা জগত জননী তারা
তুমি পিতা তুমি মাতা ডাকি অনিবার,
সর্ব্ব দুঃখ হইতে কর এইবার পার।
যাত্রী আমি ভব পারে যাইব বলে মা গঙ্গা তীরে,
বসে আছি বরষ অষ্টম,
উপস্থিত হ'ল পুনঃ বর্ষ যে নবম।
না হইল মোরে দয়া বলিতে বিদরে হিয়া
আর কত কাল এইরূপে করিব যাপন
যাইব নাকি প্রভু আমি শান্তি নিকেতন ?
চলি গেল খোকামণি আঁধারি মরত ভূমি,
হৃদয়ের মণি মোর স্বরগের ধাম,
এখনও মম দেহেতে রয়েছে জীবন।

* সৌম্যেন্দ্রনাথ

শোকোচ্ছ্বাস

নিদয় হইয়া কালে আঁখিতে না দেখ্‌তে দিলে
লয়ে গেল যুবাকালে দুখীর রতন,
হে দেব আর কারে জানাইব এ মরম বেদন।

থাকিলে সে ধরা মাঝে লাগিত তোমারি কাজে,
কতই মঙ্গল কার্য্য করিত সাধন,
সর্ব্বদাই এই কথা ভাবিতেছে মন।

গড়ে ছিলে তার হিয়া পরমেশ সুধা দিয়া
সরল অন্তর ছিল শিশুর মতন,
সৎগুণে ভূষিত সে যে ভকত রতন।

বচনে অমৃত কত সদা ভাই বরষিত
শুনিয়া জুড়াত যত দুখীর পরাণ,
আর তার সুমধুর দিদিমা রব শুনিবে না কাণ।

সুধা হাসি চাঁদ মুখ দেখে কত হ'ত সুখ
আজি হ'তে সে সুখে বঞ্চিত এ প্রাণ,
ধরাতে আর দেখিতে না পাব ভগবান্।

রয়েছে আমার চিত তাই সদা বিষাদিত,
কি দিয়ে পূজিব পদ হয়েছি অজ্ঞান,
বর্ষণ করিছে নীর সর্ব্বদা নয়ন।

নাহি শক্তি, নাহি বল নেত্র জলে মুক্তা ফল
ঝরিছে, মা পাদ পদ্মে করি আজি দান,
দয়াময় দয়াময়ী করহ গ্রহণ।

খোকামণি পিতৃবক্ষে চিরদিন থাকে সুখে
লাভ করে যেন দেব নূতন দীর্ঘ জীবন
অরুচি রাক্ষসী জরার সাথে না হয় আর দর্শন।

শোকোচ্ছ্বাস

দেবেন্দ্রর প্রিয় সন্তান হয় সেই মতিমান
ভোগ করে স্বর্গরাজ্য মাগি প্রভু অবিরাম
এ ভাব আর যেন গাহিতে না হয় শোক গান।

ভক্তি প্রণিপাত করি যুগল রূপেতে হরি
লও পদ কমলেতে এই আকিঞ্চন
শোকার্ত্তগণেরে শান্তিবারি কর দান।

তোমার সন্তানগণে সুস্থ রাখি এ ভুবনে
সুদীর্ঘ জীবন দান কর নারায়ণ,
চরণ সরোজে এই আজি নিবেদন।

এইবার কৃপাকরে ও পদ কমলোপরে
দাও দেব দেবী, লাল সাজে আমারে আশ্রয়
যেন নির্ভয়েতে বসে গাই সদা নাম জয়।

৺জাহ্নবী তট
১৩৩৩ সাল বরাহনগর ২২শে চৈত্র মঙ্গলবার

স্বর্গারোহণ *

এই ভূমণ্ডল ছেড়ে ফেলে দুখিনী মায়েরে
কেন ভাই অসময়ে স্বর্গধামে করিলে গমন,
দাদাবাবু দিদিমারে করিয়া প্রণাম ?
ডাকিলেন যখন পিতা খোকা শীঘ্র এস এথা
কেন ভাই বলিলে না যাবনা এখন,
মায়ের মরমে মোর হইবে বেদন ?
না পূরাইয়া মার মনোসাধ না লইয়া দিদিমার আশীর্ব্বাদ্
বর বেশে হেসে হেসে চলি গেলে ভাই,
বিবাহ কারণ বুঝি স্বরগেতে তাই ?
তব যোগ্য এ ভুবনে মিলিবে না জানি কনে
লইয়া গেলেন পিতা স্বরগ আবাস,
নন্দন কাননে হইবে বিবাহ উল্লাস।
তাই দেব দূত এসে সারা দিন বসে বসে
তোমায় সাজাইল যতনেতে পারিজাত কুসুমে,
সুগন্ধি চন্দন ভালে সুলোহিত বসনে।

* সৌরেন্দ্রনাথ

শুভদিন শুক্ল চতুর্থী   সুরবালাগণ আসি
বসন্তে নৃত্য গীতে মন বিমোহিত করে
লয়ে ভাই গেল তোমায় মঙ্গলবারে।
সূর্য্যদেব অস্ত যায়   গোধূলি আগত প্রায়
যে সময় স্বর্গপুরে করিছ গমন,
নিরখি এই মর্ত্তভূমে সেই স্বর্গের কিরণ।
তথায় মঙ্গলোৎসব   হচ্চে জয় জয় রব
বসিয়া আছেন বাবা প্রফুল্ল বদনে,
শিরে তোমার চুম্ব দিলেন স্নেহ আলিঙ্গনে।
বসেছ পিতার কোলে   হাসি মুখে কুতূহলে
ধরণীর যত খবর করিতেছ দান
শুনিয়া পিতার কত পুলকিত মন।
এখানে কমল হারা   হয়েছেন বসুন্ধরা
তাহাতেই মুখখানি করিলেন ম্লান
সকলকেই শোকবার্ত্তা করিবারে দান।
হইয়া তোমায় হারা   মা তোমার শোকাতুরা
কোথা গেলে খোকামণি বলিয়া অজ্ঞান,
হেরি সদা, তব দাদাবাবুর বিষণ্ণ বদন।
ভ্রাতারা ও ভগ্নিগণে   আত্মীয় সকল জনে
ভাই তোমার অদর্শনে সর্ব্বদা দুঃখে মগন,
লেখনী কতই মোর করিবে তাহা লিখন।
না হেরে ও মুখশশী   স্মরি তব গুণরাশি,
পরেছে দুঃখের ফাঁসি আমার পরাণ,
জানিনা কতদিনে দেখ্‌ব গিয়ে তব চন্দ্রানন।

দিদিমার হাতের আচার   ভাল লেগেছিল তোমার
তাই ভাই বলেছিলে ছোটমাসীমারে,
থাকে যদি সে আচার পাঠাইও মোরে।
ছিল না সে আচার আর   তাই নূতন আম্রে আবার
আচার করিনু ভাই যতনে তোমার তরে,
পাঠাতে নারিনু তাহা, শুনিনু পড়েছ জ্বরে।
জ্বর ভাল হলে পরে   আবার নূতন করে
আচার করিয়া দিব আমি
জানিনা, না খাইয়া চলি যাবে তুমি।
গঙ্গা জল পান করে   গিয়াছ দিদিমা মেরে
নিত্যই জাহ্নবী বারি আনিয়া করি রোদন,
ভাই কেমন করে আর তোমারে পাঠাব করি যতন।
আমি যে মরতবাসী   তুমি এখন দেব ঋষি
কতই সুধা অমৃত করিতেছ পান,
এই বলিয়া বুঝাইতেছি মনকে এখন।
কার্ত্তিক পূজার কালে   এথায় এনে সকলে
কত কাজ করে ভাই আনন্দ করিলে দান,
কেন দাদামণি চলে গেলে, না করি পূজা সমাপন।
বলে ছিলে কাঁধে করে   লয়ে যা'বে দিদিমারে
কেন ভাই তাহা না করিয়া করিলে আগে গমন,
এ পাপী দিদিমার ভাগ্যে হইল না সে সুঘটন।
তব বড় দিদিমণি   ধন্য পুণ্য ভাগ্যমানী
তাই তাঁকে লয়ে গেলে টেলিগ্রাফ তারে
এস এস বলি সত্বরে স্বরগের পুরে।

ছাড় শীঘ্র ধরার কাজ • করিও না আর ব্যাজ
সেজে এস লাল সাজে নন্দন কানন
বিবাহ আমার তুমি করিবে বরণ।
নাতির বিবাহ এথা না বলিয়া কোন কথা
স্বর্গ রাজ্যের শোভা করি নিরীক্ষণ
তিনি আনন্দে জয় নাম গেয়ে, হ'লেন অচেতন।
ধন্য সতী পুণ্যবতী এসেছিলেন বসুমতী
কলিতে না দেখি এখন
চাঁদের হাট বসিয়ে রেখে করিলেন স্বর্গারোহণ।
এই বার দিদিমারে লয়ে যাও ভাই হাতে ধরে
লাল সাজে সাজাইয়া করিয়ে যতন,
পূর্ণ কর এই বার দিদিমার মনস্কাম।
যুগল রূপে তোমায় দেখে
সর্ব্ব দুঃখ করি নিবারণ
আদরের খোকামণি আমার হৃদয় ধন
দিদিমার আশিস ধর স্বর্গ রাজ্য ভোগ কর
দেবেন্দ্রের পুত্র তুমি সর্ব্বগুণবান,
সদানন্দে গান কর ঈশ্বরের নাম।
মা সুরধুনীর তীরে তোমার প্রতিক্ষা করে
বসে ভাই রহিলাম রাখিও স্মরণ,
তব কল্যাণেতে যেন করি স্বর্গ আরোহণ।

৺জাহ্নবীতট
১৩৩৪ সাল বরাহনগর ২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার

স্বর্গারোহণ *

প্রার্থনা

ভক্তি প্রণতি বিভু লও করুণা নিধান,
মোর মাতাদেবীকে দাও হে প্রভু চির শান্তি ধন।
বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী এসেছিলে মর্ত্ত্যধাম,
মোদের করিতে স্নেহ ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা দান।
মা লক্ষ্মী পূজার দিনে আবার গোলক ধামে
যাইলে আনন্দ মনে গেয়ে জয় নাম,
নারায়ণ সর্ব্ব গুণবান পতি সনে করিতে চির মিলন।
কার শাপে এসেছিলে মা তুমি এই ভূমণ্ডলে,
বিচ্ছেদ অনল তাপে হইতে দহন
ভাবিছে আমার মন তাহাই এখন ?

* সেজকাকিমা

তাঁহার মূরতি স্মরি মস্তকে পাদুকা ধরি,
করিয়াছ দিবা নিশি দেবী তাঁর আরাধন
যতক্ষণ মা তব দেহে ছিল গো জীবন।
শোক সমুদ্রে কত যাতনা পেয়েছ যত,
ততই শ্রীভগবানে বিশ্বাস ভকতি।
বাড়িল তোমার দেবী সকলি সুকৃতি।
স্মরি তব গুণ রাশি কাঁদিছে জগতবাসী,
মা অনাথা অনাথ কত করি হায় হায়
বলিছে হারানু মোরা সুহৃদ সহায়।
তোমার অমিয় কথা শুনিয়া জুড়াত ব্যথা
মা শুনিতে পাবে না আর আমাদের কাণ,
কেমনে ধরিব মা গো আমরা জীবন।
ছিলে গো প্রেমের খনি এ মরত ভূমে তুমি
ও প্রেম মূরতি খানি করিলে দর্শন,
হৃদয়ে আনন্দ কত হইত তখন।
এসেছিলে মা বনপুরে সান্ত্বনা দিতে আমারে
নিরখি মা গঙ্গা তীরে কমল চরণ,
কতই প্রফুল্ল দেবী হয়ে ছিল মন।
সে আনন্দ এ ভুবনে পাইব না আর মনে
জননী গো হেন স্নেহ কে করিবে আর
তাহা ভাবি হইতেছি অতীব কাতর।
তব শেষ পদ ধূলি না লইনু মাথে তুলি
কত অপরাধ দেবী করিয়াছি পায়,
দয়াময়ী তুমি কৃপা করিও আমায়,

পূর্ণ হয় যেন মম মনস্কাম
আনন্দে আনন্দধামে করিয়া গমন,
মা গো হেরিয়া যুগল রূপ জুড়াই যেন নয়ন।
মা জাহ্নবীর কূলে বসি আঁখির জলেতে ভাসি
হৃদি বন কুসুমেতে গাঁথিয়াছি হার,
লক্ষ্মী নারায়ণ লও পাদপদ্মে আজি ভকতি অর্ঘ আমার।

ইতি তোমাদের স্নেহের
বৌমা

৺ জাহ্নবীতট
১৩১৪ সাল বরাহনগর ২১শে কার্ত্তিক শুক্রবার

প্রার্থনা *

অতি কাতরে ব্রহ্মময়ী জানাতেছি চরণে
অকৃপা হইল কেন মাগো এই দীন হীনে,
মেগেছিনু রাঙ্গা পায় মোর স্নেহের ভ্রাতায়
নিরাপদে রক্ষা কর ভূপেন্দ্র রতনে।
কেন মা হ'ল না দয়া আমারে গো মহামায়া
শমন হরিয়া নিল সে অমূল্য জীবন ধনে,
মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ শুভাষ্টমী দিনে।
জানিনা এ সব কথা সহসা হৃদয়ে ব্যথা
পাইনু বসিয়া মাগো পূজার আসনে,
করিতে নারিনু পূজা জান মাতা দশভুজা
অবিরল অশ্রুজল ঝরিল নয়নে।

* ভূপেন্দ্রনাথ

কি হ'ল কি হ'ল বলি হইলাম উতরোলি
একেলা বসিয়া মাগো এই তটাশ্রম,
হেরিলাম আমি তাই মা গঙ্গাতে স্রোত নাই
দ্বিপ্রহরে সূর্য্যদেব মলিন বদন।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সকলি বিষন্ন দেখি
তরুলতাদি শাখে পাখী নীরব আননে
ভাবনা অন্তরে যত বলে তা জানাব কত
তথাপি এ কথা মনে আনিতে পারিনে।
আমার প্রাণের ভাই আর এ জগতে নাই
দেখিতে পাবনা আর তার হাসি ভরা চন্দ্রাননে
মা জাহ্নবী তীরে পড়ে সাড়ে নয় বৎসরোপরে
রহিয়াছি যাইবার তরে মা শান্তি নিকেতনে।
আমার হ'ল না যাওয়া সে আমারে ফাঁকি দিয়া
গেল অমর নগরে ভাই ভূপেন রতন,
স্মরি তার গুণ রাশি কাঁদিতেছি বনে বসি
মাগো কেমনে সহিব তার বিরহ বেদন।
শরৎ পূর্ণিমা শশী ভূতলে পড়িল খসি
অষ্টমীতে রাহু আসি গ্রাসিল তাহায়,
সোনার অঙ্গ হইল কালী হায় হায় কিবা বলি
দেখ মা পড়িয়া আছে ধূলাতে ধরায়,
চাঁদ মুখে সুধা হাসি কে নিল কাড়িয়া আসি
সুন্দর ভূষণ রাশি নাহি আর গায়,
জরি বেনারসী কত বস্ত্র পড়ে শত শত
শুভ্র বসনে আজি ঢাকিয়াছে কায়,

হারাইয়া শিরোমণি হের প্রায় পাগলিনী
নয়ন আসারে বুক ভাসিতেছে হায়,
একথা করি' স্মরণ বিদরিছে মোর প্রাণ
আমিই রয়েছি মাতঃ অর্দ্ধ মৃত প্রায়।
তব কার্য্য সাধিবারে পড়ে আছি বন পুরে
কেমনে সান্ত্বনা তারে দিব আমি হায়,
তুমি মা সান্ত্বনা দিয়ে অশ্রু জল মুছাইয়ে
রেখ তারে বুকে ধরে আর কষ্ট নাহি পায়,
আমার প্রিয় ভগিনী ছিল মাগো রাজরাণী
রাজমাতা হয়ে যেন থাকে এ ধরায়।
মাগিতেছি কর যুড়ি দাও সবে শান্তিবারি
সন্তানাদি সবে দাও মা সুদীর্ঘ জীবন,
ভকতি প্রণতি করি লও শ্রীচরণোপরি
কৃপাকরে দাও আমারে এইবার অভয় পদে স্থান।
মাগো এ ভবে গাহিতে যেন না হয় আর শোক গান
দয়াময়ী পাদ পদ্মে আজি এই নিবেদন।

ইতি
শ্রীভূপেন্দ্রনাথের বৌদিদি

১৩৩৫ সাল বরাহনগর ৫ই ফাল্গুন রবিবার

স্বর্গারোহণ *

মায়া জাল ছিন্ন করে কেমনে চলিয়া গেলে,
স্বরগ রাজ্যেতে ভাই ঠাকুরপো আমার,
তব বৌদিদির তরে চিন্তা কে করিবে আর।
বড় আশা ছিল মনে মোর জীবনের শেষ দিনে,
ভাই শুনাইবে তুমি কর্ণে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন,
বলেছিলে করিলে না কেন তাহা পূরণ ?
নিত্যই নির্জ্জনে বসি চিন্তা করি দিবা নিশি,
কবে সুস্থ হয়ে মুখ শশী করাইবে দরশন,
মম ভাগ্যে ভবে তাহা হইল ভাই অঘটন।
ভীষণ জরা রাক্ষসী তোমার শরীরে পশি,
খাইতে দিলে না কিছু মরি দুঃখে হায়,
ও সবল দেহ খানি করিলেক ক্ষয়।
আমারে রাখিয়া বনে যাইলে ভাই কেমনে
ছিলে যে লক্ষ্মণ সম প্রাণের দেবর,
করিতে মাতৃসম ভক্তি, শ্রদ্ধা, ব্যবহার।

* ভূপেন্দ্রনাথ

শোকোচ্ছ্বাস

স্মরিয়া তোমার গুণ জ্বলিতেছে শোকাগুণ,
কেমনে নির্ব্বাণ করি তায়,
এস ভাই হাতে ধরে লয়ে যাও আমায়।

নিরখিয়ে চাঁদ বদন জুড়াই এ প্রাণ মন
বৌদিদি ব'লে ভাই ডাক একবার
শুনিয়া জুড়াক মোর কর্ণের কুহর।

মোরে লয়ে যাবে বলি গিয়াছ কি তথা চলি
দেখিবারে ভাই তুমি অমরের ধাম,
আমার মনের মত হইবে কেমন ?

তোমার পছন্দ যাহা আমারও পছন্দ তাহা,
চির দিন জান তুমি ভাই,
এই বার আমায় লয়ে যাও যাতনা এড়াই।

যথায় লয়ে গিয়েছি হয়েছ সাথের সাথী
আজ্ঞাকারী ছিলে ভাই লক্ষ্মণ সমান,
যে আদেশ করিয়াছি করেছ পালন।
বিনা হুকুমেতে কর নাই কোন কাজ
হুকুম না লয়ে ভাই কেন গেলে আজ
সীতার মরণ দেখে গিয়াছে লক্ষ্মণ,
ফেলিয়া আমায় বনে, গেলে কি কারণ,

সংসারে করিয়া খেলা সাঙ্গ করি ভব লীলা
বাগান সাজায়ে মালী করেছ গমন,
যথায় স্বর্গের পিতা নন্দন কানন।

শোকোচ্ছ্বাস

বসেছ মায়ের কোলে আবার হইয়া ছেলে,
গাহিছ ভ্রাতা ও ভগিনী মিলে 'বাবা, মা' মধুর নাম
তথা হাসি ভরা সকলের প্রফুল্ল আনন।
তোমার বিহনে এথা শুকাইছে তরুলতা
দুখেতে শরত শশী করেছে ভূমে শয়ন,
এস ভাই এসে দেখ কিরূপ ভীষণ।
তব ভাই ভগ্নিগণে আত্মীয় বান্ধব জনে,
তব শোক সিন্ধু নীরে হয়েছে মগন,
এস ভাই এসে দেখ সবার বদন।
গিয়াছ অমর পুরে আর কি চাহিবে ফিরে
ছিলে তব দাদাবাবুর দক্ষিণের হাত,
অন্তরে বড়ই তাঁর লেগেছে আঘাত।
সকল কার্য্যের ভার ছিল তাঁর তব উপর
তাই কি এ কার্য্য ভার ভাই দিয়ে গেলে তাঁরে?
বাবা গোপেন দ্বিপেন আসে পরামর্শ তরে,
তাদের মলিন মুখ দেখে ফাটিতেছে বুক
আমি পড়ে আছি ভাই, মা জাহ্নবী তীরে
এসে ছিল দুই জন দেখিতে আমারে।
তাদের দুঃখের বেশ হেরে পাইতেছি ক্লেশ
কেন ভাই হেন রূপে সাজায়ে তাদের,
বিষম যাতনা দিলে হৃদে আমাদের?
তব সম ভাগ্যবান ধরণী হেন সন্তান
বোধহয় ধরে নাই কোলে,
শোক তাপ দুঃখ ভবে কিছু না জানিলে।

একথা বলিতে ভাই যখন তখন
সুশোভিত করিয়াছি এ ভব উদ্যান,
এমন সাজান রেখে যাইব কেমনে,
এই চিন্তা বৌদিদি সদা করি মনে।
শুনিয়া এ কথা কত বকেছি তোমায়
ও কথা বলিয়া কষ্ট দিও না আমায়
সাজান বাগান ভাই ভোগ কর তুমি,
দেখে যেন চলে যাই এইবার আমি।
হইল না মোর যাওয়া কি বলিব আর,
ভাই মাসাবধি তত্ত্ব আমি না পাই তোমার,
বনে পড়ে রহিয়াছি পাগলিনী প্রায়,
কেমনে জানাব আমি এ কথা তোমায়।

ভকত রতন তুমি গিয়াছ সোণার ভূমি,
দয়াময় হরি কোলে দিয়েছেন স্থান,
করেছিলে সার্থক ভাই শ্রীহরি সংকীর্ত্তন।

সাজায়ে সুবর্ণ রথে লয়ে গেল অমরেতে
সুর নারী পারিজাতে করিয়া শোভন,
ধন্য পুণ্যবান তুমি বৈকুণ্ঠ রতন।

অপ্সরাতে নৃত্য গীত করিতেছে ফুল্ল চিত
বাজিতেছে সুরপুরে মঙ্গল বাদন,
ভূপেন্দ্রনাথের জয় করিছে ঘোষণ।

শোকোচ্ছ্বাস

অমরাবতীতে রাজা হইয়াছ ভাই
তব যোগ্য উপহার এ মরতে নাই,
তাই অশ্রুনীরে তব তরে মুকুতার হার
গাঁথিয়াছি স্বর্গ হইতে দেখ ভাই ঠাকুরপো আমার

ইতি
শোকাতুরা
তোমার বৌদিদি

১৩৩৫ সাল বরাহনগর ৫ই ফাল্গুন রবিবার

শুভবিবাহোৎসব

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

প্রার্থনা *

শুভাশিস কর দান

প্রীতিভোজন আজি প্রীতিভোজন
তব করুণায় ওহে দয়াময়
বাবাজী "শচীন" চাঁদের শুভ পরিণয়,
নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে সুসম্পাদন।
তোমার কৃপায় মঙ্গল আলয়,
ফাল্গুনে লক্ষ্মীসনে নারায়ণ ;
পুরজন যত সবে প্রফুল্লিত
হেরি মা লক্ষ্মীর কমলানন।

* শচীন্দ্রনাথ

মঙ্গল আচার করি "কনে" "বর"
নিল তব ঘর করিতে সাজন
শুভফুলশয্যা, হ'ল বিশ্ব রাজা,
তোমার বিধানে আজি পালন
মধুর বসন্ত ধরায় উদিত
কোকিল গাহিছে কুহু বলে নাম,
সুধামাখা সুরে বসি বৃক্ষোপরে
জুড়াইছে শুনি কাণ;
নানাজাতি ফুল নিরখি আকুল
নাচিয়া আসিছে প্রজাপতি কত,
অতি মনোরম নয়ন রঞ্জন
লুটিবেক মধু রহিয়াছে যত।
শির করি নত তরুবর যত
প্রণমিছে বিভু চরণ।
মলয় বায় ধীরে মন্দ বয়
সুবাস করিছে বিতরণ
নিকটে আসিতে যেন না পারে গরম;
প্রীতিভোজন আজি প্রীতিভোজন।
হংসরাজ কুতূহলে খেলিছে সরসী জলে
শোভা মনোহর কিবা হইয়াছে তায়,
প্রফুল্ল মৃণাল দল ঢাকিয়াছে সব জল
আসিয়া মৌমাছি কত বসিয়া তথায়,
আনন্দে করিছে গান জয় ব্রহ্ম সনাতন
গুণ গুণ রব করি প্রেমেতে হয়ে মগন।

মা গঙ্গা করিয়া রঙ্গ, তুলিয়া প্রেম তরঙ্গ
গেয়ে জয় জগদীশ নাম
ধুইয়া চরণ তাঁর হইয়া ফুল্ল অন্তর
যাইছেন সাগর সঙ্গে করিতে মিলন।
তরুণ সিন্দূর পরি প্রকৃতি দেবী সুন্দরী,
প্রেম পুলকে সাজিয়াছেন।
সুমঙ্গল গান কর বন্ধুগণ
জয় জয় প্রভু জয় নিরঞ্জন
আশীর্ব্বাদ কর নব বধূ বর
মস্তকেতে দিয়ে শুভ দূর্ব্বাধান।
মাগি প্রাণভরে মা জাহ্নবী তীরে
(হরি) রাখিও কুশলে এ দুটি সন্তান।
সংসার কাননে সুস্থ শান্তি মনে
সুদীর্ঘ জীবনে গায় জয় নাম।
সুধামাখা হাসি, রেখ দিবানিশি
দুজনার চন্দ্রাননে,
পারিজাত প্রায়, শোভিত ধরায়
যেন থাকে মা (জ্যোৎস্না), শচীন ধনে।
তব প্রিয় কার্য্য করে যেন নিত্য
রাখিও পবিত্র চির বন্ধনে,
এই নিবেদন হে ভগবান
তোমার মঙ্গল চরণে।
করি প্রণিপাত জগতের নাথ
পূর্ণ মনোসাধ কর জীবনে।

শুভবিবাহোৎসব

আজি শুভ দিনে প্রীতি ভোজনে
দিতেছি সাদরে এই ক্ষুদ্র কবিতা হার ;
স্নেহের রতন করিয়া যতন
ধর কণ্ঠে বাবা (শচীন্দ্র) আমার।
মহার্হ রতন রমণী ভূষণ
লও আদরিণী দিতেছি তোমা।
চিরদিন তরে সিন্দূর শিরে
পরি, শোভা কর ঘর মা জ্যোৎস্না।

আশীর্ব্বাদিকা--
তোমাদের বড় জ্যাঠাইমা।

৺ভাগীরথীতট
বরাহনগর ১০ই ফাল্গুন ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

জয় জগদীশ জয়

প্রভু তোমার কৃপায়

নূতন বসন্ত আজি এসেছে ধরায়,

জানিনা কোথায় ছিল　　　　　　　　শুভ দিনে উত্তরিল

সুধারাণীর পাকা দেখা করিবারে মধুময়।

কোকিলা কোকিল সনে,

গাহিছে প্রফুল্ল মনে,

কু কু সুমিষ্ট সুরে জয় বিভু জয়

ঝরিছে গাছের পাতা,

তথাপি গোলাপ গাঁদা

ইত্যাদি কতই ফুল শোভা করিয়াছে তায়।

তরুবর নত শিরে

নমিছে পাদ পদ্মোপরে,

আসিয়াছে আনন্দেতে সুবিমল বায়,

* সুধারাণী

মলয় পর্ব্বত হতে
চামর লইয়া হাতে
ব্যজন করিবে আজি শীতে করি জয়।
প্রসূন সৌরভ যত ছড়ায়েছে অবিরত
পুলকেতে বসন্ত পবন,
পুষ্পমধু পানকরে নাচিছে ফুল্ল অন্তরে
যত ভ্রমর ভ্রমরিগণ।
রাজহংস ক্রীড়া করে সরসীর স্বচ্ছ নীরে
কিবা মনোহর শোভা হইয়াছে তায়,
হাসিছে নলিনী দল নিরখি অলি সকল
মকরন্দ লোভে আসি জুটিল তথায়
গুণ গুণ করি গান মঙ্গল ঈশ্বর নাম
গাহিতেছে সবে হয়ে প্রীত মন।
মা গঙ্গা আনন্দ করি তুলিয়া প্রেম লহরী,
বলি জয় জয় হরি হরিপদ ধৌত করি
সিন্ধু পানে ধাইছেন।
বসন্তে প্রকৃতি সতী সানন্দ হৃদয়
সুধারাণীর পাকা দেখা করিবারে মধুময়।
সাগর ফুল্ল বদনে পাঠায়ে দিলেন গণে
মহাবীর গিয়ে কর জয় নাম আজি ঘোষণ।
প্রভুর করুণা হের গাও জয় মহেশ্বর,
পাত্রটি পাইয়াছেন এম্ বি অভিধান;
চিন্তা কিছু নাহি আর হবে সুধারাণীর বর
সকল গুণাকর যেমন আকিঞ্চন;

পদ্মহস্তে শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন জগন্নাথ দু'জনার মাথায়,
দয়াময় সুধারাণীর পাকা দেখা আজি করিবারে মধুময়।
জয় জয় জয় জগদীশ্বর জয়,
আনন্দেতে কর গান শুভ দিনে বন্ধুগণ
দাও সবে দূর্ব্বাধান আজি বর কনের মাথায়।
মঙ্গল আশিস কর মিষ্ট সনে জল পান কর,
বল বিভু, এই শুভ কার্য্য শীঘ্র কর সম্পাদন।
বসি মা গঙ্গার তীরে মঙ্গল চরণোপরে
মাগিতেছি প্রাণ ভরে প্রভু নিরঞ্জন,
সুস্থ রাখ দুই জনে সুদীর্ঘ জীবন দানে
কৃপাময় করাইও শুভ সম্মিলন।
আজি শুভ পাকা দেখা দিনে
কি দিব ভাই সুধারাণী,
বন ফুলে সাজ ধনী কর আজ
দিদিমা তোমার বন বাসিনী।
লও শুভ স্নেহাশীর্ব্বাদ থাক সদা নিরাপদ
হরির মঙ্গল পদ শিরেতে করি ধারণ।
সুদীর্ঘ জীবনে সুস্থ শান্তি মনে,
গাহ পতি সনে পবিত্র নাম।
শ্রীচরণামৃত ভক্তি ভাবে নিত্য করিও মণি পান,
তোমার মঙ্গল প্রার্থী দিদিমার এই আকিঞ্চন।

জয় ব্রহ্ম সনাতন
পাষাণে এখন মায়া রাখিয়াছ কেন ?
দাও প্রভু কৃপাকরে জননী জাহ্নবী তীরে,
এই বার অভয় চরণোপরে লাল সাজে মোরে স্থান,
প্রায় পঞ্চ বর্ষ অতিবাহিত করিলাম এই বন,
জয় ব্রহ্ম সনাতন।
সুধারাণীর আজি শুভ পাকা .দেখা শুনে,
ঝরিছে জল নয়নে বাসনা-হতেছে মনে
হেরি বাবা চারুর চন্দ্রানন।
জামাতা হইবে তার করিবে কত আদর
হাসি হাসি জিজ্ঞাসিবে মা বলে কত বচন,
জয় ব্রহ্ম সনাতন।
জীবনে এ সুখ আর হবে না হরি আমার,
সে অমিয় কথা শুনে জুড়াব শ্রবণ,
আজি শুভ দিনে কোথা বাবা মম চারু ধন।
বলে দাও দয়াকরে যাইব প্রভু তথাকারে
চাঁদ মুখ খানি হেরে শীতল করিব প্রাণ,
কৃপাময় শান্তি পায় করি গো প্রণাম।
এস বাবা চারু চাঁদ আজি এই বন মাঝ
দশ বর্ষ পরে দেখি প্রফুল্ল বদন শ্রীপদ্ম লোচন,
শোক তাপ দুঃখ সব করি নিবারণ।
দুখী মায়ের কর ধরে লয়ে যাও শান্তি পুরে
মরতে থাকিলে জলে ভাসিবে নয়ন।

শুভ পরিণয় দিনে বাবা গো এই ভুবনে
এ নেত্র নীর না ফেলে যেন কখন।
সুধারাণীর শুভ মিলন
রতন গোপিকারঞ্জন সনে,
আনন্দে হেরিব বাবা তোমার সাথে থেকে স্বর্গধামে
আছে মম এই আকিঞ্চন মনে।
আজি শুভ পাকা দেখা. সকল দেবতা সাথে
তুমি অমর নগর হইতে
কর বাবা শুভাশীর্ব্বাদ দুজনার মাথে,
দিয়ে পুষ্প পারিজাতে।
শুভ পরিণয়ে দীর্ঘজীবী হয়ে
চির সুখে থাকে যেন দুটি প্রাণ,
এক হয়ে শান্তি লয়ে ভোগ করে ধরা ধাম।
বাবা চারু তব বালা চন্দ্রাননি সুধা কলা
শুভ পাকা দেখার পরে করেছে কত রোদন ;
স্মরিয়া তোমার কথা হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা
ফুল্ল আনন খানি হইয়াছে ম্লান।
ছিল তোমার আদরিনী দিদি মম সুধারাণী
আজি গো কোথায় তুমি স্মরণে ফাটিছে প্রাণ,
তোমার বিহনে বাবা দুঃখেতে সবে মগন।
নিরানন্দে ও আনন্দে হইল পাকা দেখা সমাপন
করুণাময় পদাশ্রয় আমারে করহ দান।

ইতি

মঙ্গলপ্রার্থী

সুধারাণীর দিদিমা

মঙ্গলবার

বরাহনগর ২রা ফাল্গুন ১৩২৮ সাল

প্রজাপতয়ে নমঃ

প্রার্থনা মঙ্গল গান
শুভ শঙ্খ ঐ হতেছে বাদন।
জয় বিভু জয় গাওরে হৃদয়
বসি মা জাহ্নবী কূলে আনন্দে
দিদি আদরিণী মোর সুধারাণী
বরাঙ্গ শুভ হলুদে।
আজি জ্যৈষ্ঠ মাসে মনের হরষে
কজ্জল নাতা হাতে ধরিল কনের সাজ,
নব লোহিত বসন, নূতন ভূষণ,
তিলক্ ও আল্‌তা পরিয়া আজ।
বেলা যুঁই মালা শোভিতেছে গলা,
সিন্দূর চন্দন সুচাঁদ কপালে;
টেরি পাতা কাটা চুলে,
শুভ আই বুড় ভাত খাইবেন ধনী আজ
দয়াময় জগদীশ তোমার করুণা বলে।

শুভবিবাহোৎসব

রেখেছ মোরে ভুবনে আজি এই মঙ্গল দিনে
আদরে কি দিব প্রভু স্নেহ উপহার,
আর মূল্য ধনে অভিলাষী নহি গো জগত শশী,
হই আমি বনবাসী দিদিমা তাহার।
শ্রীপদে করি প্রণাম কৃপাময় ভগবান,
আশীর্ব্বাদ কর দান মাগি হে তোমারে ;
গুণময় গোপিকারঞ্জন পতি পেয়ে সুধারাণী গুণবতী
সদা হাসি মুখে শান্তি ভোগ করে ধরা'পরে।
প্রভু পদে নিবেদি, সুস্থ রেখ দোঁহে দীর্ঘ জীবনে
চির দিন সাজাইব বন ফুল ও সিন্দূর ভূষণে।

বরাহনগর ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

প্রাণাধিকা সুধারাণীর
শুভ পরিণয়োপলক্ষে
দিদিমার প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ।

মঙ্গল গীত পুলকে নিশীথ
গাও সুললিত তারকা রাজি।
জয় ব্রহ্ম নামে এ শুভ মিলনে
মধুর হউক ভবন আজি।
নব বর বেশে সুমিষ্ট হেসে
দেখ "গোপিকারঞ্জন" ঐ ছাড়িয়া বাঁশরী,
জাঁতী ধরে করে সুধা লভিবারে
এলেন "সাত পুকুরে" বড় আশা করি।
গলে গোড়ে মালা ওহে চিক্কণ কালা
কোথা চূড়া লুকালে আজি শিরে টোপর ধরি।
পীতবাস ছেড়ে নব লীলা তরে
এসেছেন লাল সাজে লও সবে আদরে
আজি "সুধারাণীর" বরে।

মঙ্গলাচরণ কর এয়োগণ
শুভ শঙ্খধ্বনি হউক ধীরে ধীরে
বরণ করহ যতন করে ;
যাঁর করুণায় হ'ল শুভালয়
গাও সকলে তাঁর নাম বদন ভরে ;
এস দয়াময় করুণা নিলয়
অনন্তবাঁধনে বাঁধ দু'জনারে
দিয়ে করে কর প্রভু বিশ্বেশ্বর
আজি হে পবিত্র প্রণয় ডোরে ;
মুখে দিয়ে মিষ্টি, করাও শুভদৃষ্টি
হে দয়াল বিধি চির-জীবনের তরে
বদলিয়া মালা সুশোভিত গলা
হউক তোমার কৃপাজোরে।
রতন "গোপিকারঞ্জনে" শুভ সিন্দূরাভরণে
সাজাইতে বল প্রভু আজি সুধারাণীর শিরে ;
এই মঙ্গল সিন্দূরে যেন চিরশোভা ধরে,
পাদপদ্মে মঙ্গলময় মাগি প্রাণভরে ;
পরিণয় শুভকার্য্য, হইল এবে সম্পাদন
রতন "সুধার" আশে সারাদিন উপবাসে
যাদুর মুখখানি শুকিয়ে গেছে করহ দর্শন
মায়েরা জলখাবারের শীঘ্র কর আয়োজন ;
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম, বোম্বাই হ'তে আগমন
করেছে দাও ছাড়িয়ে তারে,

গোলাপজাম, পিচ, লিচু তালশাঁস জামরুল, কিছু
লবণ মেখে কালজাম, পাথর বাটি ভরে ;
কমলালেবু, পেঁপে, ফল্‌সা খরমুজা, খেজুর শসা
চিনি, বরফ গোলাপজলে, তরমুজে সর্‌বৎ করে
আকিঞ্চন এই আমার তৃষ্ণা যেন দূর করে।
মেওয়া দাও সকল রকম কিস্‌মিস্‌ ও পেস্তা, বাদাম
মিষ্টান্ন ও নানানিধি সাজিয়ে দাওগো থরে থরে ;
ক্ষীর, সর, ছানা, নবনী ভালবাসেন যাদুমণি
মায়েরা সকলে বসে খাওয়াও তাঁরে আদরে।
ক্যাওড়া দিয়ে বরফ জল দাও রূপার গেলাস পূরে
"সুধারাণীর" বরকে আজি সমাদর করে।
বলি কিছু রেখ দাদামণি উপবাসে আছেন ধনী
আজি প্রসাদ পাবার তরে,
আচমন করে পান এইবার খাও ধীরে ধীরে ;
বাসর ঘরে কুঞ্জবন, সাজাও যত সখিগণ,
এখন বেল যূঁই ফুলের মালা গোলাপের তোড়াদিয়ে
আনন্দেতে জাগরণ কর প্রেম আলাপন
আজি গোপিকারঞ্জন বামে সুধারাণী বসাইয়ে।
রজনী প্রভাত হলে যাইবে দু'জনে চলে
রাখিতে নারিবে আর করিয়া যতন
এ সুখ নিশা না পোহায় এই আকিঞ্চন।
দয়াময় কমল পায় করি প্রণিপাত
কৃপায় গ্রহণ কর জগতের নাথ

শুভবিবাহোৎসব

আশীর্ব্বাদ কর প্রভু মাগি হে চরণে
নবীন দম্পতি সুখে থাকে এ ভুবনে
প্রেমপূর্ণ থাকে যেন এ দুটি হৃদয়
সুদীর্ঘ জীবনে রয় পারিজাত প্রায়
তোমার সংসারে খেলা করিবে দু'জন
কর্ত্তব্যের পথে রেখ করে সাবধান।
অভিমানী সুধারাণী জান ভগবান
হাসিমুখে রেখ প্রভু ইহাই প্রার্থন।
শুভ পরিণয় আনন্দ দিনে
আজি বর কনে দুইজনে
আনন্দের উপহার লও দিদিমার
দীর্ঘায়ু লইয়া গাও জয় পরাৎপর।

আশীর্ব্বাদিকা—
তোমাদের দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা *

মঙ্গলাশিস কর দান
জয় পরাৎপর অখিলেশ্বর
কৃপাময় নিরঞ্জন,
তোমার ইচ্ছায় মঙ্গল আলয়
আজি ফুল শয্যার শুভ আয়োজন।
তাহাতেই ধরা এত মনোহরা
গাহিছে প্রকৃতি প্রেমের গান,
নব দম্পতী যুগলে বসাইয়া কোলে
শিখাবে গো আজি প্রেমের তান।
নূতনের সনে সকলি নূতন
ফুলে শোভা, নূতন বিছানা, নূতন বসন,
লাল সাজ আজ ফুলের ভূষণ।

* সুধারাণী

পরাবে যতন করে নব কনে ও বরে
এয়ো পঞ্চ জন মঙ্গলা চরণ
করিবে আনন্দ ভরে
বাজাও মঙ্গল শাঁখ সুমধুর সুরে।
বর কনেকে ক্ষীর মুড়কী ভোজন করাও আদরে
জলপানির থালাখানি খেয়ে শেষ হ'লে পরে,
করিয়ে শুভ শয়ন এখন যাও এয়োগণ
পুলকে ক্ষীর মুড়কী ভোজন তরে।
শুভ নিশি জাগরণে পরিচিত হও দু'জনে
(সুধারাণী গোপিকারঞ্জন) আনন্দেতে কর আজি প্রেম আলাপন;
বনফুল উপহার আশীর্ব্বাদ দিদিমার
দীর্ঘ জীবনাবধি এই প্রেম থাকে যেন
বিভুর মঙ্গল পদ সদা করিও স্মরণ।

৺জাহ্নবীতট শনিবার
বরাহনগর ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

বিপ্রেন্দ্র ও উমাশশীর শুভ পরিণয়োপলক্ষে

বড়জ্যাঠাইমার

প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ।

প্রণমামি প্রজাপতি, জয় দেব শ্রীচরণে ;
"বিপ্রেন্দ্র" মিলিবে আজি, "উমাশশী" সনে।
আজি মঙ্গলময় ভবন, এসেছেন বন্ধুগণ,
গগনে উঠিছে ঐ আনন্দোৎসব ধ্বনি ;
নহবতে বাজিতেছে সাহানা রাগিণী।
প্রকৃতি নবীন সাজ, ধরিয়া দাঁড়ায়ে আজ,
হাসিতেছে সরোবরে ফুল্ল কমলিনী,
গাহিছে মিলন গান মা-সুরতরঙ্গিনী।
"বিপ্রেন্দ্রের" পরিণয়, সকলি মধুময়,
সমীরণ মৃদু বয়, প্রফুল্ল যামিনী ;
অন্তর আনন্দে তাই ভরিল আপনি।
আজি এই শুভদিনে, সাজাও-গো প্রাণধনে,
সযতনে সু-চন্দনে ললাট উপর,
আংটি, চেন ঘড়ী, পরাও বলয় সুন্দর।
লোহিত বসন প'রে, গোড়ে মালা গলে ধ'রে,
আর যাহা যথা শোভে, মস্তকেতে টোপর।

শুভ ঝাঁপী হাতে করে, যাইবে ভবানীপুরে,
হর সম বর বেশে প্রফুল্ল অন্তর ;
মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি কর বারম্বার।
দিনু শুভ দূর্ব্বা ধান, আশীর্ব্বাদ কর দান,
আজি মম প্রাণাধিকের শিরে।
হে শ্রীধর, বিশ্বেশ্বর, কমল করে তোমার,
শুভ যাত্রা হয় যেন মাগি হে অন্তরে।
সকলি তোমারি সৃষ্টি, করাইও শুভদৃষ্টি,
পবিত্র বন্ধনে রেখ আজীবন তরে।
শিব দুর্গা সম এই যুগল মিলন,
প্রভু, তোমার কৃপায় হয় এই আকিঞ্চন ;
আনন্দেতে বর কনে আসে যেন ঘরে,
প্রণিপাত বিশ্বনাথ লও কৃপা করে।
সুধা হাসি চন্দ্রাননে নিরন্তর
দয়াময় যেন থাকে দুজনার।
সুস্থকায়ে শান্তি লয়ে, থাকে এ সংসারে,
দীর্ঘায়ু দোঁহার আজি, যাচি প্রাণ ভরে।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

সোমবার
২৬শে আষাঢ় ১৩২৯ সাল

বধূ আবাহন।

আষাঢ়েতে আজি, শুভ দিনে সাজি,
এলেন "উমাশশী" মঙ্গল আগারে।
মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজাইয়া আগে,
আদর করিয়া কোলে লও মাকে।
মঙ্গলাচরণ, করিয়া বরণ,
"বিপ্রেন্দ্রের" সাথে লইয়া বসাও ঘরে।
স্নেহাশীর্ব্বাদ, শুভ দূর্ব্বাধান,
আজি করিয়া যতন,
ভাই দিতেছি সেজ বৌ, দাও দোঁহার শিরে।
অলঙ্কার মোর শুভ লৌহ খানি,
বোন্ ছোট বৌ, তুমি পরাইয়া দাও মায়ের হাতে।
দিলাম মহার্হ রতন,
নহে মূল্য ধন, সিন্দূরাভরণ,
ভাই আজি মিলে সকল ভগিনী, পরাও মার মাথে
যেন হর বামে বসি, মন সুখে "উমাশশী"
থাকে চিরদিন ; মাগি বিশ্বনাথে
হে দয়াল বিভু কর্ত্তব্যের পথে তুমি দুজনে,
রাখিও টেনে!
লয়ে দীর্ঘ জীবন, গায় জয় নাম,
নমি হে মঙ্গল চরণে।

৺জাহ্নবীতট মঙ্গলবার
বরাহনগর ২৭শে আষাঢ় ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা *

শুভাশীর্ব্বাদ দান কর
জয় জয় জয় জগদীশ্বর
শুভ এ শ্রাবণে রাখী পূর্ণিমার দিনে
প্রভু বেঁধেছ দু'জনে দিয়ে করে কর।
তোমারি করুণে মঙ্গল ভবনে
লক্ষ্মী আজি লয়ে এল অনাথ প্রাণকুমার।
মাগি হে চরণে, এ শুভ মিলনে,
চির শোভা যেন থাকে হে ঘর,
মঙ্গল আচারি যত পুরনারী
সমাদর করি লও নব কনে বর,
আজি শুভদিনে প্রফুল্লিত মনে,
মধুর মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজাও বার বার।
স্নেহাশিস দান শুভ দূর্ব্বা ধান,
দিতেছি আদরের পুত্রবধূ তরে,
মহার্হ রতন সিন্দূর ভূষণ
প্রভু, পরিবে মা আদরিণী আজীবন শিরে।

* অনাথ

শুভবিবাহোৎসব

এই নিবেদন জগত জীবন,
দীর্ঘায়ু দান কর দুইজনে,
শান্তি সুখে ভাসি রহে দিবানিশি
থাকে সুধা হাসি সদা চন্দ্রাননে।
মা গঙ্গার তীরে পাদ পদ্মোপরে
করিতেছি প্রণিপাত
গ্রহণ কর কৃপাময় হে বিশ্বনাথ।
লও স্নেহ ধন বাবা অনাথ রতন
বনের কুসুম শুভ দিনে আজ,
মাতা বধূরাণী কর গো জননী
বড় মামীমার বন ফুলে সাজ,
গাও আনন্দেতে বসিয়া একত্রে
জয় জয় জয় বিশ্বরাজ।

৺জাহ্নবীতট মঙ্গলবার
বরাহনগর ২৩শে শ্রাবণ ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা *

মঙ্গলাশিস কর দান
বিজয় রত্নের সনে, মোর স্নেহলতা বোনে,
করিয়াছ দয়াময় পবিত্র চির বন্ধন
জয় ব্রহ্ম সনাতন।
তোমার করুণে, শুভ নিকেতনে,
আদরিণী আজি করিবে গমন
পতি সাথে আনন্দেতে প্রভু জনার্দ্দন।
মাগি হে চরণে, এ মধুর মিলনে,
যেন কমলের প্রায় শোভে দুইজন,
মম স্নেহের ভগ্নী বড় অভিমানী হয় নারায়ণ।
সংসার কাননে, সুখ শান্তি মনে
সুস্থ রাখিও সতত হে ভগবান,
যেন সুধা হাসি ভরা সদা থাকে এ দুটি চন্দ্রানন।
শুভ দূর্ব্বাধান করিতেছি দান
কর আশীর্ব্বাদ কমল করে,
প্রভু দীর্ঘ জীবন দাও আজি দু'জনারে।

শুভবিবাহোৎসব

শ্রেষ্ঠ রতন সিন্দূর ভূষণ
মণি স্নেহ চিরদিন পরিবে শিরে,
সেজে এয়োরাণী দিবস রজনী
থাকে হে যেন এ ধরা'পরে।
কভু বিচলিত নাহি হয় চিত
রেখ হে দোঁহারে কর্ত্তব্যের পথে
মা গঙ্গাতীরে পদ্ম চরণোপরে
প্রভু নমিতেছি যোড় হাতে।
আজি শুভ দিনে, দিতেছি যতনে,
লও আদরের দাদামণি ও দিদিমণি বন ফুল উপহার।
কণ্ঠে ধর ভাই বড় দিদিমার এই
দুজনেই ক্ষুদ্র কবিতার হার
চির সুখে ফুল্ল মুখে গাও একত্রে জয় পরাৎপর।

রবিবার

বরাহনগর ২৮শে শ্রাবণ ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা *

শুভাশীর্ব্বাদ কর দান
তোমারি করুণে, প্রেমের বন্ধনে,
শোভারাণী, দেব, করেছে বন্ধন
রতন অজিত কুমারে কল্য প্রণয়ের ডোরে,
তাই নূতন বৎসরে করি নিবেদন,
মা গঙ্গার তীরে বসি ভক্তি ভরে
ও পদ পঙ্কজে করিয়া প্রণাম,
রেখ তার জয় প্রভু দয়াময়
না হয় পরাজয় এ পরাণে কখন।
আমার আদরিনী বোন্ আনন্দে মঙ্গল ভবন
আজি করিবে গমন পতির সাথে,
শুভ দূর্ব্বা ধান করিতেছি দান
প্রভু মঙ্গলাশিস করহ মাথে।
মধুর মিলনে সংসার উদ্যানে
যেন থাকে এক বৃন্তে এ দুটি ফুল,
সুদীর্ঘ জীবনে সুস্থ শান্তি মনে
রাখিও, দোঁহার না হয় ভুল।

* শোভারাণী

থাকে চির ধরা সুধা হাসি ভরা
এ দুই চন্দ্র বদনে,
মোর শোভারাণী অতি অভিমানী
জানাতেছি তাই চরণে।
কর্ত্তব্যের পথে দুজনার সাথে
থাকিয়া করিও আনন্দ দান,
প্রভু সেজে এয়োরাণী শোভা দিদিমণি
যেন শোভা করে এ মরত ধাম।
আজিকার শুভ দিনে দিতেছি অতি যতনে
পর গলে কুতূহলে এই বন পুষ্প হার,
মোর আদরের দাদামণি অজিত কুমার
স্নেহাশীর্ব্বাদ এই বড়দিদিমার,
চির তরে পরি শিরে শুভ সিন্দূর রত্ন ভূষণ
মম আদরিনী দিদি শোভারাণী
গাও পতি সনে ফুল্লাননে জয় বিভু নাম,
দীর্ঘায়ু লয়ে সদা শান্তি সুস্থ কায়ে
দুই জন ভোগ কর ধরাধাম।

শনিবার
বরাহনগর ৮ই বৈশাখ ১৩৩০ সাল

প্রার্থনা *

শুভাশীর্ব্বাদ কর দান
তোমারি কৃপায় জগতের রায়
হইয়াছে কল্য এই শুভ সম্মিলন।
শিব ত্রিদশের নাথ সম গুণময় ভোলানাথ
দেবী দুর্গা সমা মম লক্ষ্মী কন্যার করিলেন পাণিগ্রহণ
ইহাতে অতি প্রফুল্ল সকলেরি মন
প্রভু নববর্ষে আজ আনন্দে পরি লাল সাজ
আমার মা লক্ষ্মী নূতনাগারে করিবে শুভ গমন
তাই শুভ দূর্ব্বাধান আজি করিতেছি দান
আশিস কর দয়াময় মঙ্গল হয় সাধন।
মোর লক্ষ্মী মাতা পতি সনে চির সুস্থ শান্তি মনে
মধুর মিলনে সুখে রহে চিরদিন,
সুদীর্ঘ জীবন দান কর দুইজনে ভগবান্
সুধা হাসি চন্দ্রাননে রেখ প্রভু অনুক্ষণ।
কর্ত্তব্য পালন করে শান্তিময় সুমন্দিরে
পারিজাত সম থাকে, নাহি হয় বিমলিন,
মা আমার আদরিণী এয়োরাণী সেজে থাকেন চিরদিন ;

শুভবিবাহোৎসব

মঙ্গল চরণোপরে নমি মা গঙ্গার তীরে
রাখিও করুণাময় এই শুভ দিন।
আজিকার শুভদিনে দিতেছি তাই যতনে
আকন্দ কুসুম সচ্চিদানন্দ ভাল বাসেন মহেশ্বর
আদরের বাবা মণি ভোলানাথ প'র তুমি
আনন্দে আজ গলেতে এই বন পুষ্পের শুভ হার,
স্নেহাশীর্ব্বাদ তব বড়জ্যাঠাইমার।
মা আমার লক্ষ্মীমণি শুভ সিন্দূরাভরণ তুমি
ধর শিরে আদরিণী চির শোভা করে,
পতি তোমার ভোলানাথ গাও সদা তাঁর সাথ
জয় জগদীশ জয় প্রেমানন্দ ভরে,
দীর্ঘায়ু লইয়া থাক দোঁহে ফুল্ল অন্তরে।

শনিবার
বরাহনগর ২২শে বৈশাখ ১৩৩০ সাল

প্রার্থনা ও শুভাশীর্ব্বাদ *

জয় ঈশ জগদীশ জয় জয় জয়,
মোর প্রেমলতার আরাধন সিদ্ধি কৈলে জনার্দ্দন
সর্ব্ব গুণময় সিদ্ধিলাল সাথে হ'ল তার কল্য শুভ পরিণয়,
সকলেরি ফুল্ল মন প্রফুল্লময় ভবন
প্রণিপাত বিশ্বনাথ লও কৃপাময়।
হে দেব আজি হেমন্তে নব শুভ সিন্দূর সিঁথিতে
পরে আনন্দে লাল সাজে যাবে মা নূতন ঘরে মঙ্গল করে ;
জননী জাহ্নবী কূলে মাগি তাই পদ কমলে
প্রভু মঙ্গলাশিস কর নব দম্পতীর শিরে।
দিতেছি শুভ দূর্ব্বাধান দু'জনে দীর্ঘ জীবন
লয়ে রয় চিরদিন মধুর মিলনে,
আমার আদরিণী মাতা প্রাণময়ী প্রেমলতা
থাকে যেন অনুক্ষণ সিদ্ধি তরু বেষ্টনে ;
রাখিও সুধার হাসি চন্দ্রাননে দিবানিশি
প্রভু দান কর চির শান্তি দু'জনার পরাণে।

* প্রেমলতা

শুভবিবাহোৎসব

কর্ত্তব্য পালন করি এয়োরাণী সাজ ধরি
প্রেমপূর্ণ প্রেমলতা রাখেন ভবন,
সকলের আদরিণী হয়ে থাকে মা জননী
সংসার উদ্যানে যেন পারিজাত সম
মঙ্গল চরণে আজি এই নিবেদন।
আজিকার মঙ্গল দিনে দিতেছি অতি যতনে
বন কুসুমে গাঁথি এই শুভ হার,
মোর আদরের বাবা মণি আনন্দে সিদ্ধিলাল পর তুমি
আজ স্নেহাশীর্ব্বাদ তব এই বড় জ্যাঠাইমার।
মম আদরিণী মাতা প্রেমময়ী প্রেমলতা
শুভ এই সিন্দূর ভূষণে সেজে থাক চিরদিন
সিদ্ধিলাল পতি সনে বিভু জয় নাম গানে
প্রেমানন্দে থাক সদা হইয়ে মগন ;
হয়ে সুস্থ কায় সুখে এ ধরায়
থাক দোঁহে লয়ে সুদীর্ঘ জীবন।

সোমবার
বরাহনগর ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল।

প্রার্থনা *

তোমার কৃপায় আজি হইল সুপ্রভাত,
চরণে প্রণাম বিভু লও জগন্নাথ,
আমার খুকু দিদি খাইবেন
আজ আইবুড় ভাত।
তার মাথায় পদ্ম হাত রাখি কর শুভাশীর্ব্বাদ,
নিরাপদে চারি হাত যেন এক হয়,
সুন্দর সিন্দূরে সিঁথি সুশোভিত রয়।
আজি এ আনন্দ দিনে আনন্দের উপহার,
ধর দিদি খুকুমণি বনবাসী দিদিমার।
মঙ্গল এই লাল বসনে আদরে প'র যতনে
রুলি শুভ লৌহখানি ও কমল হাতে,
চন্দন সিন্দূর ফোঁটা চির ললাটেতে।
আজ প'র বন ফুলের মালা আসিবেন কল্য চিক্কণ কালা
হলুদ মেখে তাঁরি সাথে করিবে বিহার,
অধরে সুমিষ্ট হাসি, থাক্ তব দিবানিশি,
ও রাঙ্গা চরণে আল্‌তা করুক সদা বাহার।
হীরা পান্না মতি চুণী, নিত্য প'র আদরিণী,
দীর্ঘায়ু হইয়া দোঁহে গাও বিভু পরাৎপর,
এই স্নেহাশীর্ব্বাদ তব দিদিমার।

* অমিয়বালা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
১৬ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল।

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

প্রাণাধিকা অমিয়বালার

বিয়েতে

—দিদিমার—

প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ।

জয় দেব প্রজাপতি! চরণে করি প্রণতি,
শুভাশীর্ব্বাদ কর দান—
আমার খুকু দিদির বিবাহ আজি করি নিবেদন।
যেন এ শুভ মিলনে, চির সুখে দুইজনে,
সুদীর্ঘ জীবনে গায় প্রেম ভরে জয় নাম,
সুধা হাসি রেখ মুখে শান্তি থাকে সদা বুকে
পারিজাত সম রহে উজল করি ভুবন।
দিবা সন্ধ্যা দু'টি বেলা, খেলিবে তোমারি খেলা,
কর্ত্তব্যের পথে টেনে রেখ অনুক্ষণ;
অভিমানী খুকুমণি দয়াময় জান তুমি
সমাদরে রেখ প্রভু এই আকিঞ্চন,—
আমার খুকুদিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন
নব বসন্তের হইল শুভাগমন।
সুশোভিত তরু লতা নানা পুষ্প বিকশিতা
কোকিল কোকিলা কুহু গাহিছে সুমিষ্ট গান।
শুনে অতি পুলকিত হইতেছে মন প্রাণ॥

হংসরাজ স্বচ্ছ সরে,   খেলিছে আনন্দ করে,
ফুটিয়াছে কমলিনী প্রফুল্ল আনন।
মধু মাছি জুটিয়াছে কতই এখন।
পিয়ে মধু গুণ গুণ   গাহিতেছে নাম
আমার খুকুদিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন।
কুল্ কুল্ করি ধ্বনি   দেবী সুরতরঙ্গিনী
চলেছেন সিন্ধু সাথে করিবারে সম্মিলন।
কিবা শোভা মনোলোভা নয়ন রঞ্জন॥
সুন্দর সিন্দূরে সিঁথি   সেজেছেন প্রকৃতি সতী
হয় না যেন গরম,
এত বলি পাঠাইলেন মলয় পবন।
চামর লইয়া তুমি করগে ব্যজন।
আমার খুকু দিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন।
অমিয় ফুল ফুটিল,   চারিদিক উজলিল,
সুবাস লইয়া তার বসন্ত পবন.
ছড়াইল চতুর্দ্দিকে হরিবারে মন। .
সে সুগন্ধ   আকনা পর্য্যন্ত
করিল সুখে গমন,
আমার খুকুদিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন।
এখন বংশী ছেড়ে   করে জাঁতী ধরে
করিলেন ঝামাপুকুরে শুভ আগমন।
শ্রীবন বিহারী   আজি রাসেশ্বরী
করিবারে দরশন,
সখীরা এখন তাঁরে পরীক্ষা করিতেছেন—
রাখলে কোথা শিখীচূড়া   দেখি মস্তকে টোপর পরা
পীতাম্বর ছেড়ে, পরা হয়েছে লাল বসন।

শুভবিবাহোৎসব

কোথা গেল বন পুষ্প মালা আজি কৌস্তভ মণি রতন
দুল্‌চে গলে ফুল্ল কুসুম হার, হেরি ঘড়ী চেন আংটী বোতাম
এখন বসে ক্ষানিক থাক মানিক
সভার উপরে
কালো রূপে আলো করে
ধনীরে দেখাব ক্ষণেক পরে হউক শুভক্ষণ।
সকলে দেখুক এখন তব ও চাঁদ বদন
আমার খুকুদিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন।
এসেছেন বন্ধুজন সকলেরি ফুল্ল মন
বরণের শুভ আয়োজন কর এয়োগণ,—
শ্রীকুলা বরণডালা লয়ে যত কুলবালা
মঙ্গল শঙ্খধ্বনি করহ এখন
প্রফুল্ল করি বদন
খুকুমণির বরকে ঘিরে চিত্তের কাটি ধরে আদর করে
স্ত্রী আচার কর সমাপন,
আমার খুকুদিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন।
পরে লাল নব শাড়ী, সাজ করে আজ রাসেশ্বরী,
এখন পাটে বসেছেন
ঘুরিয়ে তারে সাতটি পাক্ করাও শুভ দৃষ্টিপাত
চারি চোখে দাও হে বিশ্বনাথ মাখিয়ে প্রেমাঞ্জন।
বাঁধ প্রেম ডোরে আজি যুগল করে
পালন হউক প্রভু তোমার বিধান।
বদলিয়া মালা দু'জনার গলা
তুমি পদ্ম হাতে সাজাইয়া দাওহে জনার্দ্দন।

শ্রীবনবিহারী করে দাও গো দয়া করে
তুলিয়া হে মহেশ্বর সিন্দূর ভূষণ
পরাবে যতন করে অমিয়বালার শিরে
আজি চির জীবনের তরে এই শুভ আভরণ।

লাল সাজে আদরিণী সেজে থাকে ধরাধাম
শ্রীপাদ পদ্মে প্রাণ ভরে এই আবেদন।
আমার খুকুদিদির বিবাহ আজি আনন্দ ভবন।

পরিণয় শুভকার্য্য হইল এখন সম্পাদন
আজি গো অমিয় আশে সারাদিন উপবাসে
দেখ গো শুকিয়ে গেছে ও বিধু বদন
মা ও মাসীমারা শীঘ্র কর জল খাবার আয়োজন।

বারমাসই পাকা আম আজ কাল করিতেছে আগমন
ছাড়িয়ে দাও তারে ;
পেঁপে, কমলানেবু শসা খেজুর, পিয়ারা, খরমুজা,
নূতন নকোট ও গোলাপজাম রেকাবিখানি ভরে
চিনি বরফ গোলাপ জলে ঘোলেতে সর্‌বৎ করে
আমার এই আকিঞ্চন যেন তৃষ্ণা দূর করে।
মেওয়া দাও সকল রকম কিসমিস ও পেস্তাবাদাম
নানাবিধ মিষ্টান্নাদি দাও গো সাজিয়ে থরে থরে ;

ছানা ক্ষীর সর নবনী বাসেন ভাল যাদুমণি
দিদিমারা বসে সকলে খাওয়াও তাঁরে আদর করে।

বরফ জলে ক্যাওড়া দিয়ে রূপার গেলাস পূরে
আজি খুকুমণির বরকে দাও সমাদর করে।

উপবাসে আছেন ধনী তাই বলি কিছু রেখ দাদামণি
এ মহাপ্রসাদ আজি পাইবার তরে
এইবার আচমন করে তাম্বূল সেবন কর ধীরে ধীরে
এখন সখীরা নিকুঞ্জ বন সাজাও বাসরে—
দিয়ে বন ফুলের মালা আদর কর চিক্কণ কালা
করিবারে রাসলীলা এসেছেন ভাই অন্ধকারেই ফাল্গুনে
আমার খুকুদিদি আজি রাসেশ্বরী শিব চতুর্দ্দশী ব্রত করি
হাতে হাতেই পেলেন ফল আপনার গুণে।
পাতিলেন যেমনি ফাঁদ অমনি এসে কালাচাঁদ
তাতে পড়ে হাতে ধরে বসাইলেন বামে
আমরি! কি শোভা আজি হয়েছে নিকুঞ্জ বনে।
দেখ সবে আঁখি ভরি যুগলরূপ মাধুরী
সখীরা প্রেম আলাপন কর শ্রীবনবিহারী সনে
শ্রীরাধিকা চন্দ্রাননি স্নেহের অমিয় রাণী
দেখে কত প্রফুল্লিত হইবেন মনে।
বিভাবরী পোহাইলে যাইবে যুগলে চলে
পারিবে না আর রাখিতে করিলেও যতন
এ মধু যামিনী যেন নাহি হয় অবসান,
মঙ্গলময় পাদপদ্মে ধন্যবাদ দান।
আনন্দময়ের নাম সবাই কর গান
আজি এ মধুমিলনে বর কনে দুইজনে
দিদিমার আনন্দের উপহার করহ গ্রহণ
দীর্ঘায়ু লইয়া গাও জয় ব্রহ্ম সনাতন।

৺জাহ্নবীতট — সোমবার
বরাহনগর — ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল

প্রার্থনা *

শুভাশীর্ব্বাদ।

বিবাহের শুভ নিশা সত্বর পোহাল,
বাসি বিবাহের দিবা সমাগত হ'ল,
সুমঙ্গল কার্য্য সবে কর আগে সম্পাদন,
পরে মাছের সাথে আজ পতির পাতে
মণি খুকুকে করাও গো ভোজন।
খাওয়া হ'লে কুতূহলে
তার চুলে দাও পাতা কেটে বাহার করে,
সিঁথিটি করুক আলো সুন্দর সিন্দুর প'রে
কপালে সিন্দূর ফোঁটা, কনে চন্দনের মাঝে,
নাক্‌টি আজকে তিলক্ পরে কত শোভা ধরিয়াছে ;
মঙ্গলিত লৌহ শঙ্খ রুলী কোমল করে,
এয়োরাণীর সাজ করে দাও আদর করে তারে,
সুবর্ণাদির চুড়ীগুলি পরাও যতনে,
গলেতে দাও নেকলেশাদি দুল ইয়ারিং কাণে,
মস্তকেতে ফুল চিরুণী তারি সঙ্গে টায়রা খানি,
পরিবেন আমার খুকুদিদিমণি আজ
চরণে তার আল্‌তা দিয়ে মল পরিয়ে, করে দাও গো সাজ।

* অমিয়বালা

শুভবিবাহোৎসব

লাল পাটের শাড়ী পʼরে রাসেশ্বরী,
করুণ এখন ঝল মল
পান খেলে পরেই ঠোঁট দুটি হʼবে লাল ;
লাল সাজে আজ সাজিয়ে দাও যতনে করে
শ্রীবনবিহারীর রাসেশ্বরী যাবে নূতন ঘরে।
আশীর্ব্বাদ কর দেব জগতের পতি
দীর্ঘ জীবনেতে স্বামী সাথে সুখে রয় সতী
অমিয়ময় ভবন হয় গুণেতে তাহার
মঙ্গলময় পদ্ম পায় মাগি যুড়ি কর।
ভাই শ্রীবনবিহারী আজ বন ফুলে কর সাজ
দিদিমার আশীর্ব্বাদ এই স্নেহ ধন
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম প্রেমে দু'জনে থেক মগন
আজি ভাই অমিয়বালা পʼরে বন ফুলের মালা
শ্রীবনবিহারী মন করিবে হরণ
চিরসুখে থাক পʼরে সিন্দূরাভরণ।

ইতি
মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট মঙ্গলবার
বরাহনগর ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩২ সাল

প্রার্থনা

মঙ্গলাশিস কর দান
প্রণিপাত বিশ্বনাথ করহ গ্রহণ।
জয় সারাৎসার ত্রিদিব ঈশ্বর
প্রভু দয়াময় ব্রহ্ম সনাতন,
তোমারি ইচ্ছায় হইল শুভালয়
ফুল শয্যার আজি মঙ্গলায়োজন।
তাই বসুন্ধরা এত মনোহরা
প্রকৃতি গাহিছে প্রেমেরি গান
নবীন দম্পতী যুগলে বসাইয়া কোলে
আজিগো শিখাবে নব প্রেম তান।
আমরি ! নূতনেরি সনে সকলি নূতন
পুষ্পেতে শোভিত বিছানা নূতন
আজ লাল নূতন বসন সাজ কুসুম ভূষণ
পরাবে যতন করে কনে ও নব বরে,
মঙ্গলাচরণ এয়ো পাঁচজন
করিবে আনন্দ ভরে
শুভ শঙ্খ ধ্বনি হউক মধুর সুরে।

* অমিয়বালা

শুভবিবাহোৎসব

ক্ষীর মুড়কী কনে বরকে ভোজন করাও আদর করে
জলপানির থালা খানি খেয়ে শেষ হলে পরে
বসে পান খাও দু'জনে ধীরে ধীরে।
করিয়ে শুভ শয়ন যাও এখন এয়োগণ
আনন্দেতে ক্ষীর মুড়কী ভোজনের তরে
এ শুভ রাতি জাগরণে পরিচিত হও দু'জনে,
অমিয় রাণী রাসেশ্বরী লয়ে শ্রীবনবিহারী
পুলকেতে কর আজি প্রেম আলাপন।
দীর্ঘ জীবনাবধি এই প্রেম থাকে যেন
অমিয় বালা রূপের ডালা
পর চির সিন্দূরাভরণ
ভুলিও না বোন্ যাঁর করুণায় আজি এই শুভ দিন
তাঁর মঙ্গল পদকমল যুগলে হৃদে রেখ অনুক্ষণ।

ইতি
মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বুধবার
১৯শে ফাল্গুন ১৩৩২ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রীঈশ্বর চরণে

ধন্যবাদ ও প্রার্থনা

নলের শুভাগমনে আনন্দ।

প্রাণভরে ধন্যবাদ করিতেছি দান,
দয়া করে দয়াময় করহ গ্রহণ।
দেখাইলে কৃপা করে, প্রাণাধিক মম নলেরে.
প্রফুল্ল হইনু দেখি তাহার চাঁদ বদন
এ দিন পাইব নাহি করে ছিল মন।
সুখে দুঃখে ভুলে যেন নাহি থাকি অভয় চরণ।
মোরে এই আশীর্ব্বাদ প্রভু কর বিতরণ।
দয়া করে ভগবান্, নিজ শক্তি কর তারে দান,
পিতৃমাতৃহীন হয় সে দুর্ব্বল সন্তান।
তব প্রিয় কার্য্য পারে যেন করিতে সাধন,
এই ভিক্ষা মাগিতেছি তোমার সদন।
সতত করিও তুমি তাহার কল্যাণ।
হই আমি তব বনবাসী দিদিমণি
নল, নাহি মম মূলধন রত্ন মণি,

শুভকামনা

বন ফুল এই স্নেহ ধন,　　ইহাই আদরে তুমি করহ গ্রহণ,
আনন্দে শ্রীচরণামৃত করাইব পান।
এই মোর অমূল্য রতন।
ধান দূর্ব্বা লয়ে হাতে,　　দিয়া তব মস্তকেতে,
শুভাশিস করিতেছি দান
বিশ্বাস কিরীট শিরে পরহ ভূষণ।
সুকৃতি বলয় হাতে　　জ্ঞান কুণ্ডল ধর কর্ণেতে,
হরিনাম হারে কণ্ঠ করহ শোভন।
প্রেমের অঞ্জন পরিয়া চক্ষে,　　চরণ পদক রাখিয়া বক্ষে,
ঈশ্বরের অনুগত ভক্ত হয়ে　　সুস্থকায়ে সুদীর্ঘ জীবন লয়ে
নিরাপদে, হয়ে শান্তি মন,
হরিনাম গুণ সদা করহ কীর্ত্তন.
আদরের ছোট ভাই আমার নলিন।
ধার্ম্মিকের বংশে জন্ম করেছ গ্রহণ,
সত্যে ও ধর্ম্মে রয় যেন তোমার জীবন
এই মম আকিঞ্চন।
দয়াময় কৃপা করে,　　কভু, যদি তিনি দেন মোরে,
এই শুভ দিন.
সিন্দুর পরে মাথায়　　তোমাকে রেখে ধরায়,
যাইতে পারি যদি আমি ছাড়িয়া ভুবন।
সে দিন আসিয়া মোরে.　　এই মা জাহ্নবী তীরে,
শুনাইও প্রাণ ভরে সুমধুর হরিনাম।
ব্রহ্মনাম শুনে আত্মা মম পাবে পরিত্রাণ।

শুভকামনা

কৃপাময় হরি দিবেন অভয় চরণে স্থান।
আমার এই বাঞ্ছা হে দেব হয় যেন পূরণ

ইতি—

তোমার মঙ্গলপ্রার্থী

দিদিমণি।

৺জাহ্নবীতট — রবিবার

বরাহনগর — ৩২শে জ্যৈষ্ঠ সন ১৩২৬ সাল

শ্রীশ্রীহরি

সহায়।

শ্রীলক্ষ্মণ সম দেবর শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ ও
ভগিনী কিরণশশীকে স্নেহ আশীর্ব্বাদ

-ঃ*ঃ

আদরের ছোট বৌ বোন্‌টি আমার,
বনবাসী এ দিদিরে দেখিবার তরে
সতত উৎসুক হয় হৃদয় তোমার,
ছুটিয়া দেখিতে মোরে এস বার বার।
তোমাদের কারণ. হয়ে পূত মন
শ্রীহরি চরণে অর্ঘ করিয়াছি দান
আনন্দে শ্রীচরণামৃত করাইব পান,
ইহাতেই হয় যেন ভব ব্যাধি উপশম।
রাখিয়াছি লতা পাতা বন ফুল শ্রীচন্দন,
সাজাব তোমারে দিয়া সিন্দূর ভূষণ।
সদা তুমি এই সাজে সেজে থাক ধরা মাঝে,
প্রাণ ভরে. দূর্ব্বাধানে শুভাশিস করি দান,
নেপুর কোলেতে সুখে থাক চিরদিন।

শুভকামনা

পুত্র কন্যা সনে গিরীন মিনু দুই জনে,
সুস্থ কায় লয়ে দীর্ঘজীবী হয়ে
শান্তি মনে থাকে যেন আপন ভবন।
শুক্করের বিবাহ দিয়ে পুত্র আর বধূ লয়ে,
মস্তক শীতল রেখে শান্তি মনে কর ঘর,
আদরের ছোট বৌ নৃপেন্দ্র আমার।
এই শুভাশীর্ব্বাদ করুন শ্রীধর
শুক্কর হউক তব শতেক কুমার
তাঁর শ্রীচরণে করিতেছি এই নিবেদন।
সত্যে ও ধর্ম্মে মতি রেখে সর্ব্বদা সুস্থ দেহে.
দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক দুইজন।
ক্ষমা, দয়া, সরলতা, সতত হাসিমুখে মিষ্টি কথা
সকলকে বলহ দুইজন।
শুনিলে আনন্দ হয় তাপিত পরাণ জুড়ায়
শ্রদ্ধা ভক্তি কর মোরে জননী সমান,
তাহা মনে রবে অনুক্ষণ।
মোর শেষ স্নেহ উপহার লও দুই জন,
দিদি বৌদিদি বলে রাখিও স্মরণ
মম আদরের নৃপেন্দ্র কিরণ।

৬ জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ৫ই ভাদ্র সন ১৩২৬ সাল

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

জয় ঈশ জগদীশ কৃপায় কর গ্রহণ,
হে শ্রীধর বিশ্বেশ্বর ভকতি প্রণাম ;
বসে মা জাহ্নবী কূলে মাগি ও পদ কমলে
মঙ্গল আশিস প্রভু কর আজি দান।
তোমার কমল করে মা মিনুরাণীর শিরে
ওহে মহাদেব, পদ্ম পলাশলোচন
গিরীন্দ্র রতন পতি সাথে যাবে মোর সতী
বসন্ত ফাল্গুনে আজি আপন শুভ ভবন,
লয়ে আদরের কন্যা পুত্রগণ।
তাই যাচি প্রাণভরে অভয় চরণোপরে,
প্রভু সুস্থ রাখি সবারে, দীর্ঘায়ু কর হে দান,
চির শান্তি সুখে রয় জননী মিনু ধরায়
সেজে থাকে পরি' শুভ সিন্দূরাভরণ,
মা আমার আদরিণী ল'য়ে পুত্র কন্যাগণ।
এই নিবেদন করি ঐ পদ পঙ্কজে হরি
সবার চন্দ্রাননে সুধা হাসি রেখ তুমি চিরদিন,
আজি গো আদর করে দিতেছি মিনু তোমারে,
মা তুমি শুভ আগারে করিছ গমন।

শুভকামিনা

বড় জ্যাঠাইমা বনবাসী　　　　না হেরিল মুখ শশী
লও মাগো স্নেহ রাশি অমূল্য রতন,
শ্রীহরি চরণামৃত　　　　হইয়া পবিত্র চিত.
পতি সন্তানাদি সাথে নিত্য করিও মা পান।
বন ফুলে কর সাজ　　　　মিনু মা আমার আজ
গুণময় পতি আর তনয়াদি সনে,
শুভাশিস দূর্ব্বাধান　　　　পরে চির সিন্দুর শুভ চন্দন
গাও বিভু জয় নাম প্রেমানন্দ মনে.
তোমরা সকলে ভবে সুদীর্ঘ জীবনে।

বুধবার

বরাহনগব　　　　২৩শে ফাল্গুন ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীজগদীশ চরণে

প্রার্থনা

স্নেহের সন্তান শ্রীমান গোপেন্দ্র নাথকে শুভাশীর্ব্বাদ।

তোমার মঙ্গল পদে মাগি প্রভু এই ভিক্ষা,
মম স্নেহের গোপেন ধনে কুশলে করিও রক্ষা,
উন্নতির পথে বাছা হইতেছে অগ্রসর,
সে কারণে যাইতেছে বিলাত নগর।
প্রবাসে তোমার কাছে থাকে যেন নিরাপদে,
রেখ তার সুস্থ মন, শরীর সবল,
হে দেব ধর্ম্মই তাহার হয় যেন বল,
দিও তারে অভয় বাণী যেন নাহি পায় ডর,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে পুনঃ বাছারে আনিও ঘর।
তব শুভ আশীর্ব্বাদে বাবা গোপেন এলে নিরাপদে,
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ সকলে মোরা দিতে পারি,
যেন তোমার শ্রীপদ্ম চরণোপরি।

বাবা প্রাণের গোপেন

পুত্র প্রধান বংশধর তুমি আমাদের,
সকলের আদরের ধন ;

শুভকামনা

ত্যজিয়া জনম ভূমি বিলাত যাইছ তুমি
উচ্চ শিক্ষা লাভের কারণ,
ইহাতে বাধা দিবার নাহি প্রয়োজন,
তথাপি অন্তর বড় পাইছে বেদন,
চিন্তা হইতেছে যাদু তোমার কারণ।
শীত প্রধান দেশ তথা করিছ গমন,
ঠাণ্ডা যেন নাহি লাগে থেক অতি সাবধান,
তোমা ছাড়ি তব মাতা থাকেন নাই এক দিন,
একেবারে বহু দূরে যাইছ সমুদ্র পারে,
এ কথাটি সদা যেন রাখে তব মন।
যাইতেছ দেখে তুমি পিতার অসুখ
তোমার গমনে মায়ের থাকিবে না কোন সুখ
দেহ ল'য়ে রবে ঘরে এই মাত্র কথা
মন তাঁর চলি যাবে তুমি থাক যথা।
পুত্র কন্যা পিতা মাতা
ছাড়ি পত্নী বন্ধু ভগ্নী
আত্মীয় স্বজন ভ্রাতা,
প্রবাসেতে করিছ গমন সময়ে দিও হাতের লিখন,
নতুবা তব পিতা মাতা পাইবেন বড় ব্যথা,
পরিমলও হইবেক অন্তরে কাতর,
তোমার ভ্রাতা ভগ্নী ও মোরা সকলে
সময়ে সংবাদ না পাইলে
চিন্তিত হইব নিরন্তর,
এ কারণে বলিতেছি ধরি দুটি কর।

শুভকামনা

রূপে গুণে বধূ মোর লক্ষ্মী ঠাকুরাণী,
সদা তব অদর্শনে থাকিবে দুঃখিত মনে,
মলিন হইবে তার হাসি ভরা মুখ খানি।
বিবাহ হওয়া অবধি তব কাছে নিরবধি
তোমা ছাড়া মা আমার থাকে নাই কোন দিন,
দেখি শুভ তব হস্তাক্ষর করিবেক সমাদর
মনে তার হইবেক আজি শুভ দিন।
জ্যাঠাইমা পাগলের মত তোমায় লিখিল কত
তার সুখ দুঃখ যেন থাকে তব মনে,
লিপিতে আনন্দ দান করিও যতনে।
আমার তাপিত প্রাণ ইহার কারণ
সকলেরি কষ্ট ভাবি দুঃখ পায় মন,
বনবাসী জ্যাঠাইমার নাহি মূল্য ধন,
আছে শ্রীচরণামৃত অমূল্য রতন।
তোমায় আদরে বাবা স্নেহের গোপেন
তাহাই করাব পান, লয়ে নিজ হাতে করিয়া যতন,
সুস্থ শরীরে থাক এই মম আকিঞ্চন।
হেরি তব চাঁদ বদন সুখী হইবে মম মন,
যদি দেখা না দিয়ে যাও হৃদয় পাবে বেদন,
তাই তোমায় আসিতে আমি বলিয়াছি ধন।
তোমার মঙ্গল তরে শ্রীপদ কমল'পরে
প্রতিদিন শুদ্ধ মনে অর্ঘ করি দান,
দয়াময় করিবেন কল্যাণ সাধন,
শুভাশীর্ব্বাদ ধান দূর্ব্বা করিতেছি দান।

শুভকামনা

ধর্ম্মে মতি রেখে সদা সুস্থ দেহে
সুদীর্ঘ জীবনে থাক চির দিন,
ঈশ্বর চরণ করিয়া স্মরণ
তবে কার্য্যে হাত দিও প্রতিদিন।
বনবাসী জ্যাঠাইমার এই স্নেহ পত্র খানিই ধন
বাবা গোপেন ইহাই আদরে তুমি করহ গ্রহণ।
থাকিবেক বিদেশে দেখ মাঝে মাঝে
তখন মনে হবে জ্যাঠাইমার কোলে আছি অনুক্ষণ
স্নেহের কুমার গোপেন।
বিশ্বনাথের সৃষ্টির সৌন্দর্য্য কত করিবে দরশন,
পুলকিত হইবেক তব প্রাণ মন,
ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি তখন হইবে দ্বিগুণ,
ইহা ভাবি আনন্দিত হইতেছে মন।
যাহা তব পিতা খুল্লতাত আর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়
দেখেন নাই তাহা তুমি দেখিবে তথায়
মনোরথ সিদ্ধ করে এস তুমি নিজ ঘরে
ঈশ্বর চরণে করি এই নিবেদন।
মুখোজ্জ্বল করি দেশে এস যাদু ধন,
দেখে তব হাসি হাসি চন্দ্রমুখ, আমরা সকলে পাইব সুখ,
তোমার সুমধুর কথা শুনি জুড়াবে পরাণ,
বিলাতের হাব ভাব কাহিনী তুমি করিবে বর্ণন
আনন্দে আমরা সবে করিব শ্রবণ।
তখন কত প্রফুল্লিত
হবে আমাদের উজ্জ্বল আনন

শুভকামনা

যদি জ্যাঠাইমাকে লয়ে যাও সাথে
তাহা হলে হয় বিলাত ভ্রমণ
তোমার সাথে যাইতে চাহিছে পরাণ।
তোমার কল্যাণে হেরিব নয়নে
সুন্দর সৃষ্টি জগত পিতার
তাঁহার শ্রীপদে ভক্তি বাড়িবে আমার।

তোমার মঙ্গলপ্রার্থী
পাগলিনী জ্যাঠাইমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
৬ই ভাদ্র ১৩২৬ সাল

প্রার্থনা ও শুভাশীর্ব্বাদ

লও কৃপাময় ধন্যবাদ

---- --:০:০: - ——

জয় জগদীশ জয়।
তোমার মঙ্গল নামে সকলি মঙ্গলময়
বিলাত হইতে ঘর এলেন প্রাণকুমার
শুভ আষাঢ়েতে আজি তব করুণায়,
আনন্দ সাগরে আজি উথলে হৃদয়।
হেরিয়া গোপেন ধন পিতা মাতা দুই জন
পাইয়া নয়ন মণি কত প্রাণ ভরে,
দিতেছেন ধন্যবাদ চরণ উপরে।
ভ্রাতা ও ভগিনিগণ পুত্র কন্যা বন্ধুগণ
সকলেই আজি কত প্রফুল্লিত হয়েছেন,
আনন্দেতে জয় বিভু সকলেই বলিছেন।
পরিমল মা আমার হেরে পতি আপনার,
পুলকে সিন্ধুর মাঝে হয়ে নিমগন,
ডাকিছেন ভগবান সত্য সনাতন।
মঙ্গলিত পুরী আজ ধরি মনোহর সাজ,
আনন্দ উৎসব ধ্বনি উঠিছে গগনে,
গোপেন্দ্র মিলিল আজি পরিমল সনে।

শুভকামনা

প্রায় তিন বর্ষে বিধি মিলাইল গোপেন নিধি
সেই দীননাথ পাদপদ্মে কর যোড়ে বলি,
মোর গোপেন পরিমলে রাখ চিরদিন মিলি।

প্রাণ ভরে নমস্কার করি হে প্রভু শ্রীধর
কৃপাময় করহ গ্রহণ
দাও এই পরিবারে সবে সুস্থ শান্তি ও সুদীর্ঘ জীবন
মম গোপেন পরিমলে দেব উজলে যেন কিরণ।
আজি সকলেরি ফুল্ল মন
মধুর মিলন গান
তরঙ্গ তুলিয়া দেখ গাহিতেছে তটিনী,
প্রকৃতি নূতন সাজ
প'রে দাঁড়াইয়া আজ
পুলকে হাসিছে জলে প্রফুল্ল নলিনী।

আজি এই শুভ দিনে কি দিব চাঁদ গোপেনে,
মঙ্গল আশিস করি দিয়ে শুভ দূর্ব্বা ধান,
বন ফুল সুচন্দনে শ্রীচরণামৃত পানে,
সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে হউক দীর্ঘ জীবন।

পুত্র কন্যা পিতা মাতা লইয়া ভগ্নিগণ ভ্রাতা
অঙ্কলক্ষ্মী পতিব্রতা ও আত্মীয় স্বজন সনে,
বাবা জয় জগদীশ জয় গাও ফুল্ল বদনে।

আজি এ আনন্দ দিনে দিতেছি মা সযতনে,
লও গো মা ফুল্ল মনে এই স্নেহোপহার
বনবাসী জ্যাঠাইমার শুভ অলঙ্কার।

শুভকামনা

সিন্দুর চন্দন প'র		বন ফুল হৃদে ধর
আলতা পদ যুগলে করুক চির বাহার
এয়োরাণী রাধারাণী সেজে গাও জয় পরাৎপর।
আজি নব বর কনে সাজ হোক দু'জনার
যুগল রূপ দেখিবার বাসনা আছে আমার।

৺জাহ্নবীতট		সোমবার
বরাহনগর		২৬শে আষাঢ় ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা

শুভ আশীর্ব্বাদ

—:o:o:—

জয় দয়াময় তোমার কৃপায়,
হেরিয়া আমার গোপেন রতনে,
এত ফুল্ল মন ব্রহ্ম সনাতন,
হয়ে ছিল তাহা জানাতে পারিনে।
যদিও তিন বর্ষে বিধি দেখালে নয়ন নিধি
আনন্দের দিন কিন্তু শীঘ্র চলে গেল,
দেড় মাস ছুটী বাছার গোলে ফুরাইল।
যাইবে পুনঃ বিলাতে তাই গো বিষাদ চিতে
আবার আসিয়া উপস্থিত হ'ল,
পড়িয়া রয়েছি বনে তথাপি মায়া ছাড়িনে,
যাদুর চাঁদ মুখ খানি মনে পড়িছে কেবল,
মধুর জ্যাঠাইমা বাণী বাজিতেছে কর্ণে ধ্বনি
সহাস্য বদন মণির আবার কবে দেখাইবে বল।
প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নী দুইজন পাইয়া প্রাণ গোপেন
একটু যে শান্তিলাভ করিলেন প্রভু, কেন দেখালে না মোরে
পেয়ে পতি গুণবতী মম বধূ পরিমল সতী
প্রাণময়ী যে আনন্দ লভিল তা না হেরিনু আঁখি'পরে,

রবি আদরের দাদামণি আদরিণী গৌরী দিদিমণি
পুলকে বাবা বলে গেল কোলে না শুনি দেখি নয়নে,
সবার প্রফুল্লানন না করিনু নিরীক্ষণ
তবে বিচ্ছেদ যাতনা কেন জাগিছে আজি পরাণে,
সকলের কষ্ট স্মরি যাইছে হৃদি বিদরি
নিরুপায় আমি হরি তাই পড়ে আছি সিংহবনে,
চোখে সিন্ধু সম জল উথলিছে অবিরল
এস হে পদকমল ধুয়ে দিই পবিত্র মনে,
যেন সকলেরই শান্তি হয় এই শ্রীচরণামৃত পানে।
বসে মা জাহ্নবী তীরে অভয় চরণোপরে
মাগি এই প্রাণ ভরে প্রভু নিরঞ্জন
বাবা গোপেনের সনে আজি যত পরিজনে
সুস্থকায় দান কর কৃপাময় সুদীর্ঘ জীবন
দিতেছি যতন করে শুভ দূর্ব্বাধান।
আদরের মম গোপেন পরিমলে
সাজাব একত্রে পুনঃ বন ফুলে
পাদপদ্মে আজি এই নিবেদন।
এয়োগণ শিরে নিত্য নিজ করে
পরায়ে মা পরিমল সিন্দূর ভূষণ।
সিন্দূরাভরণে সেজে রবে চির দিন,
বেথ এই শুভ দিন।
আনন্দ করিও পুনঃ দান
হে বিভু মঙ্গলময় করুণা নিধান,

শুভকামনা

নিরখি চাঁদ গোপেনে   আবার ফুল্ল আননে
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ করিব সবে প্রদান
হে শ্রীধর বিশ্বেশ্বর আজি দয়াময় লও ভক্তি প্রণাম।
স্নেহাশিস জ্যাঠাইমার ধর দুই জন
মা পরিমল ও বাবা স্নেহের গোপেন
দয়াল হরির চরণ   রাখিও সদা স্মরণ
তাঁর অনুগ্রহে হবে আবার শুভ মিলন।

মঙ্গলবার।

বরাহনগর   ১২ই ভাদ্র ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা

শুভ আশীর্ব্বাদ

——:*:——

জয় দয়াময় মঙ্গল আলয়
ধন্যবাদ লও মঙ্গল চরণে,
সেবক বৎসল আশাতীত ফল
দিয়াছ অসীম করুণা গুণে।
মোর সোণামণি হৃদয় রতন
স্মোক নুইস্যান্স ইন্সপেক্টর হলেন
প্রভু, কলিকাতা সহরে।
এতে আনন্দ যে কত তাহা জানাব কি মত
এস দয়াময় এ বন কুটীরে।
পিতা ভ্রাতা সাথে সোণামণি আজি
এসেছেন দেব তটাশ্রমে সাজি
কি দিব আদরে হে প্রভু বাছারে
আমি হই তীর বাসী।
এস কৃপা করে মা গঙ্গার তীরে
তাই ডাকিতেছি বার বার ওহে কালশশী,

শুভকামনা

ও চরণে করি অঞ্জলি প্রদান শ্রাচরণামৃত করাইব পান
দিতেছি হে প্রভু শুভ দূর্ব্বাধান
তুমি কর শিরে আশিস দান
পিতা মাতা ভগ্নিগণে ভ্রাতাদি ও পত্নী সনে
দীর্ঘ জীবনেতে শান্তি সুখে থাকে আমার সোণামণি ;
সর্ব্বগুণবান সুদীর্ঘ জীবন
পুত্র সন্তান তারে দাও হে জগৎস্বামী,
আজি এই আনন্দ দিনে দিতেছি আনন্দ মনে
আনন্দের এই উপহার
ধর কণ্ঠে বাবা সোণামণি বড় জ্যাঠাইমার
হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ এ ক্ষুদ্র কবিতা হার
দিন দিন উন্নতি হউক যাদু তোমার।
মম আদরিণী নাতা বধূরাণী
প'র গুণবতী চির দিন তরে
নারীর ভূষণ মহার্ঘ রতন
সুন্দর সিন্দূর শির শোভা করে।

ইতি
মঙ্গলপ্রার্থী
বড় জ্যাঠাইমা।

বরাহনগর শনিবার।
৭ই আশ্বিন ১৩৩৪ সাল

শ্রীহরি

পদাম্বুজে প্রার্থনা

ওহে যদু মণি স্নেহের ভগিনী
নীরদ কুমারী মোরে,
করিয়া যতন ব্রহ্ম সনাতন
দিয়াছেন "সাজি" পুষ্প তুলিবারে।
মরি কি বাহার কারি কুরি তার
জানাব কেমন করে,
অতি পরিপাটী চন্দনের বাটী
রহিয়াছে তার দুইটি ধারে।
পূজিব শ্রীপতি ও চরণ দুটি
ইহাই বাসনা তাঁর,
ফুল চন্দনেতে আপনার হাতে,
দিব হে অঞ্জলি অনিবার।
মা গঙ্গার জলে গুরু মন্ত্র বলে
হেরিব হৃদয়ে শ্রীপদ তোমার
হই বনবাসী ওহে কালশশী
কি দিব ভালবাসি তাঁহারে আর

শুভকামনা

নাহি মূল্যধন হে মধুসূদন
শ্রীচরণামৃত আমার যে সার।
বনের ভিতরে এ ভগ্ন কুটীরে
এস দয়া করে ওহে নীলমণি,
করি প্রক্ষালন ঐ রাঙ্গা চরণ
প্রেম নীরে আজি আমি।
হয়ে আনন্দিত পদ্ম চরণামৃত
প্রিয় ভগিনীরে দিব উপহার,
প্রণিপাত করি লও হে মুরারি
মাগি কৃপা বার বার।
হে জগৎপতি অতি ভক্তিমতী
পতিব্রতা সতী প্রিয় ভগ্নী হে আমার
শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ধার্ম্মিক পতির সাথ
পূজিত দু'খানি চরণ তোমার।
সর্ব্ব গুণবান প্রকৃতি নরম
সদ্ বিচারক সুন্দর সুঠাম
অকালে শমন হরণ করেছে,
মুঙ্গেরে যখন কতই যতন
করিতেন স্মরি হৃদি বিদরিছে,
স্বরগ রতন ধরায় কখন
থাকিতে কভু কি পারে?
সাধি নিজ কাজ বান্ধব সমাজ
কাঁদায়ে গিয়াছেন তিনি অমর নগরে।

শুভকামনা

হয়ে অনাথিনী স্নেহের ভগিনী
সাগর নীরে ডুবিয়া আছেন,
করিলে স্মরণ ব্যথা পায় মন
একটি তনয়া তা'তেও বেদন।
উর্ম্মিলার সনে শ্রীশচন্দ্র নামে
পুষ্প পারিজাত সম গুণে
হইল তাঁর মিলন
যেই উঠিল বাস স্বর্গের নিবাস
লইয়া গেল অমনি নন্দন কানন
মিলি যত দেবগণ,
তিনি ধরাতে রেখে গেলেন
দুইটি তনয়া একটি তনয় রতন
অল্পকালে সন্ন্যাসিনী হইয়াছে মা জননী
উর্ম্মিলার কথা ভাবি বিদরে হৃদয়
তদবধি তা'র দেহটি ভাঙ্গিয়াছে হায়।
দুইটি জামাতামণি দিয়াছ জগৎস্বামী
করুণা করিয়া তুমি উর্ম্মিলা মাতাকে,
শ্যামা চরণ রাধারাণী ভূপেন্দ্র খুকুমণি
সেবি পতি দুটি ভগ্নী চির সুখে থাকে।
প্রভু ঐ শুভ রাঙ্গা পাদুখানি রেখ দুজনার বুকে
মম আদরিণীরা সন্তানাদি লয়েথাকে যেন শান্তি সুখে।
দয়াময় মধুর হাসি রাখিও কমল মুখে
নিরাপদে চক্রপাণি
রেখ আমার আদরের কৃষ্ণচন্দ্র দাদামণি।

শুভকামনা

পায় মনোমত পত্নী রূপ গুণবতী
তার পতি ভক্তি যেন রয়, তব পদে মতি,
মাগিতেছি প্রাণ ভরে   প্রভু এই পরিবারে
রাখিয়া সুস্থ সবারে দাও হে দীর্ঘ জীবন।
চির শান্তিতে থাকেন যেন আমার স্নেহের বোন্,
অভয় পদ পঙ্কজে আজি এই নিবেদন।
দ্বিতীয়া ভগিনী মম নীরদ কুমারী,
কি দিব তোমারে আর   সামান্য রচনা সার,
দিতেছি তাহাই আজ ধর যত্ন করি,
স্নেহাশিস তব শিরে প্রাণ ভরে করি।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার বৌদিদি

বরাহনগর   বৃহস্পতিবার
১২ই ভাদ্র ১৩৩১ সাল

শুভকামনা

শ্রীহরি

পাদপদ্মে প্রার্থনা ও ধন্যবাদ।

——:o:o:——

কৃপাময় হরি করুণা তোমারি
নিরখি কতই বনে.
যাহা চায় মন কর বিতরণ
হেরিয়া অকিঞ্চনে।
শুনি পীড়া কথা মর্ম্মে পাই ব্যথা,
মাগিনু অভয় পদে
আদরের ধন নাতজামাই রতন
রাধারাণীর শ্যাম চাঁদে।
দিলাম শ্রীচরণামৃত রেখ মুখ বিশ্বনাথ
ডাক্তার সাহেবকে রাখ তুমি নিরাপদে
আমার এই মহৌষধি করি পান
শ্যাম হয় যেন সুস্থ ও বলবান।
রাধা সঙ্গে প্রেমানন্দে গাইবে জয় ব্রহ্মনাম
মাগি হে চরণে পূর্ণ করিও এই মনস্কাম।

২০১

শুভকামনা

সন্তানাদি সনে   সুদীর্ঘ জীবনে

আমার রাধামণি আদরের শ্রীশ্যাম রতন,

হয়ে পূত মন   লয়ে শান্তি ধন

থাকে চির সুখে এ মরত ভুবন।

মা গঙ্গার তীরে   আজি প্রাণ ভরে

দিতেছি হে প্রভু লও ধন্যবাদ,

মম দাদামণি   শ্যাম গুণমণি

হয়েছেন তব দয়ায় এবে নিরাপদ।

বনবাসী বড় দিদিমার   ক্ষুদ্র এই কবিতা হার

আদরে ধারণ কর কণ্ঠে দুই জন

কি দিব যতনে আর নাহি মূল্য ধন,

স্নেহের দাদামণি শ্রীশ্যামাচরণ.

রাণী দিদি রাধা প'র সিন্দূর ভূষণ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

বড় দিদিমা

৺ জাহ্নবীতট

বরাহনগর

শুভকামনা

প্রার্থনা ও শুভ আশীর্বাদ

জয় দয়াময় হরি

তোমার করুণা কত এই বনাশ্রমে হেরি,
তুমি অন্তর্যামী জগতের স্বামী
দেখালে স্নেহের ভগ্নী প্রফুল্ল কুমারী।
করে নাই মন পাব দরশন
তব কৃপা জোরে প্রভু কেবল নেহারি,
আমার প্রিয় ভগিনী কুসুম কুমারী,
পান্নালাল মম প্রিয় পুত্র বর
চন্দ্রাননি নাতিনীদ্বয় আদরের মোর।
দুটি বধূমাতা স্থল পদ্ম যথা
এসেছেন বন পুরী করিতে সুন্দর,
লও ধন্যবাদ প্রভু বিশ্বনাথ
কি দিয়ে করিব আমি স্নেহাদর,
হই বনবাসী ওহে কালশশী
শ্রীচরণামৃত মোর রত্ন সার।
মা জাহ্নবী তীরে এস দয়া করে
পদ প্রক্ষালন করি প্রেম নীরে

শুভকামনা

চরণ অমৃত হয়ে পুলকিত
পান করাই আজি আদরের সবারে।
মঙ্গল পায় মাগি কৃপাময়
শুভাশিস কর দান
সুস্থ থাকে কায় চির শান্তি রয়
লভে সুদীর্ঘ সকলে জীবন।
মূল্য ধনে মোর নাহি প্রয়োজন
বন ফুলে করি আনন্দে শোভন
শুভ সিন্দূরাভরণে সাজাই যতনে
চির দিন এ সাজে যেন মায়েরা থাকে ভুবনে।
শ্রীপাদ পদ্মোপরে আজি প্রাণভরে
প্রভু হে এই প্রার্থন।
প্রেমানন্দে গায় সকলে জয় হরি নাম
করুণাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।
মোর জীবনের শেষ দিনে
সবারে এনে আশ্রমে
শেষ বাঞ্ছা করিও পূরণ
অভয় পদ কমলে এই নিবেদন ;
আর প্রেরণ করিও না হে প্রভু আমায় এ ভব ধাম।

ইতি সকলের মঙ্গলপ্রার্থী
৺জাহ্নবীতট বাসিনী

সোমবার
বরাহনগর ৩১শে আশ্বিন ১৩২৮ সাল

শ্রীহরি

পাদপদ্মে শুভ প্রার্থনা।

আমায় রেখেছ বনে কেবল চিন্তার কারণে
প্রভু কত চিন্তার কার্য্য একা করিব বহন
মম সম এই ভার
লয় কেহ নাহি আর।
হেরি হে জগদীশ্বর তোমার বিশ্বভবন
নতুবা এখনও কেন
আছে এ অকাজের প্রাণ।
প্রফুল্ল ভগ্নীর অর্শ হইয়াছে অপারেসন
শুনিয়া ভাবনায় চিত,
হইতেছে আকুলিত,
জানাতেছি জগদীশ তোমার সদন,
কষ্ট যেন নাহি পায়
হে বিভু করুণাময়,
প্রাণ ভরে করিতেছি অভয় পদে নিবেদন,
প্রতি দিন একটু করে
সুস্থ করে দাও তারে
হয় সে মোদের আদরের সবার কনিষ্ঠ বোন্,

তথাপি অপত্য স্নেহ
মোরা করি তাহারে নিঃসন্দেহ
সেও পিতা মাতার সমান শ্রদ্ধা করে দান ;
অতিশয় বুদ্ধিমতী
প্রফুল্ল কুমারী সতী
পতিব্রতা ধর্ম্মনিষ্ঠা ক্ষমা দয়াপরায়ণ
সত্যবাদী মিষ্টভাষী সর্ব্ব গুণেতে শোভন,
হে ঈশ্বর তব প্রিয় কার্য্য সর্ব্বদা করে সাধন।
প্রফুল্ল হৃদয় তার জানাব কি পদে আর
নিরখিয়া জনক জননী,
প্রফুল্লকুমারী নাম আনন্দেতে রাখিলেন
কনিষ্ঠা তনয়া তাঁদের বড় আদরিণী।
পদ্ম সম ফুল্ল মুখ জানিত না কভু দুখ
পেয়েছিল গুণময় রত্নাকর স্বামী,
নাম তাঁর নিবারণ রূপেতে যেন মদন
অমায়িক ধর্ম্মশীল সুধামাখা বাণী,
সত্যবাদী ক্ষমাবান দয়াময় কার্য্যক্ষম
সরলতা ভূষণেতে শোভিত ছিল ধরণী।
স্মরিলে তাঁহার কথা হৃদয়েতে পাই ব্যথা
আপনিই চক্ষে ঝরে পানি
হেরি সেই হাসি ভরা মুখ খানি অমনি।
মনে কত সাধ ছিল তাহা কিছু না পূরিল
অকালে হরিয়া নিল কাল ভুজঙ্গিনী
তদবধি শুকাইল প্রফুল্ল নলিনী।

শুভকামনা

মাগি হে মঙ্গল পদে
রাখ তাহারে নিরাপদে
হরি, সকলের সনে দীর্ঘ আয়ু কর দান
শান্তি মনে ভোগ করেন ধরা ধাম
লয়ে পুত্রগণ দুটি জামাতা
তনয়াদ্বয় ও বধূমাতা
নাতিন সবার সাথে আত্মীয় স্বজন
মা গঙ্গার তীরে হৃদি পূরে ইহাই প্রার্থন।
কৃপাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
প্রফুল্লকুমারীর বড় বৌদিদি

বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
২৬শে শ্রাবণ ১৩২৮ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রীবিভু পদে

প্রার্থনা

-:০:০:——

দয়াময় দয়াকর তব এ দীন সন্তানে,
নিরাপদে রক্ষা কর মম প্রিয় কন্যা স্বর্ণ ধনে।
করেছ মোরে পাষাণী, তথাপি আমি জননী,
অপত্যের স্নেহ বল ভুলিব কেমনে।
অসুখ শুনিলে পাই বেদনা মরমে।
আছি চোখের অন্তরালে প্রাণ মোর গিয়াছে চলে,
যেখানে আছেন স্বর্ণ হৃদয়ের ধন,
করহ আমারে তুমি অভয় প্রদান।
দিন তিল তিল করে, দাও মায়েরে সুস্থ করে,
কর যোড়ে জানাতেছি শ্রীপাদ পদ্মোপরে।
রোগের যাতনা দাও উপশম করে।
যে ভাবে রয়েছি আমি, জানিছ হে অন্তর্যামী,
তাহা ব'লে কি জানাব আর।
কুশলে রাখহ মোর প্রিয় সুরেন কুমার।
শ্রীচরণামৃত করি পান মম সুরেন স্বর্ণ নীরোগ হন,
এই ভিক্ষা মাগিতেছি তব রাঙ্গা পায়।
কৃপাময় কৃপাকর এই দীন তনয়ায়।

শুভকামনা

দেখাইও দুই জনে, আনিয়া আমার বনে,
এই মম অভিলাষ।
তোমায় ধন্যবাদ দিতে পারি যেন পূরিয়া মন আশ।

৺জাহ্নবীতট ২৮শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল
বরাহনগর

শ্রীশ্রীজগদীশ চরণে

প্রার্থনা।

হে প্রভু তব কৃপায়, মহালয়া অমাবস্যায়,
পাইয়াছিলাম কোলে তনয়া রতন ;
তিন দিন অসহ্য বেদনা পেয়ে,
অতি কাতরে তব চরণ স্মরিয়ে,
তবে হেরিলাম আমি স্বর্ণপ্রভা মণি,
তার সুচাঁদ আনন ফুল্ল কমল নয়ন,
তখন মম যাতনা হইল নিবারণ;
সেই অবধি মায়া দেবী
করিলেন হৃদে অধিষ্ঠান।
তুমি দয়াময় হইয়া সদয়
লক্ষ্মীরূপা কন্যা দান করেছ আমায়
হয়েছেন মা আমার সর্ব্বজন প্রিয়,
তাহার জননী, আমার ধন্য জীবন
সেই মা লক্ষ্মীর আজি হইল শুভ জন্মদিন।

শুভকামনা

তব পদে মাগি ভিক্ষা নিরাপদে কর রক্ষা

তুমি কৃপা করে, নারায়ণ সম পতি করিয়াছ মায়ে দান

সর্ব্ব গুণবান, তোমার দয়ার নাহিক তুলন,

পতির সহিত দাও তারে সুদীর্ঘ জীবন।

অসুখ হওয়াবধি না হেরে মায়েরে,

চন্দ্রমুখ খানি দেখিবার তরে

অত্যন্ত ব্যাকুল আজ হইতেছে প্রাণ,

জানাতেছি রাঙ্গা পায় করুণা করে আমায়

যুগল করাও যদি আজি দরশন,

বাঞ্ছা করিতেছে মন পরায়ে দিব মায়েরে সিন্দুর ভূষণ,

দিয়ে আলতা সুগন্ধি চন্দন আর বনফুলে করিব শোভন।

দুজনার মাথে দিব দূর্ব্বাধান

শুভ স্নেহাশিস করিব প্রদান,

আমার চির আদরের বাবা সুরেন আদরের মা স্বর্ণমণি ধন,

একত্রে দুইজন প্রেমানন্দে গান কর ব্রহ্মনাম

আনন্দে শ্রীচরণামৃত করাইব পান ;

এই শুভ দিন রেখ চির দিন

প্রভু আমার জনার্দ্দন।

তুমি জগতের নাথ কর শুভ আশীর্ব্বাদ

দুজনার শিরে দিয়ে পদ্মকর,

সতত শান্তি থাকে যেন প্রফুল্ল অন্তর

দেখি যাই সুখে চরণে তোমার।

শুভকামনা

বাবা মম চির আদরের স্থরেন, আদরের মা স্বর্ণপ্রভা ধন,
বনবাসী তনয়ার এই স্নেহ ধন করহ গ্রহণ আদরে দু'জন,
মাঝে মাঝে দেখা দিয়া জুড়াইও প্রাণ।

ইতি
তোমাদের মঙ্গলপ্রার্থী
মা

৺ জাহ্নবীতট
বরাহনগর

১৩২৬ সাল

শ্রীশ্রীঈশ্বর চরণে

ভক্তি প্রণিপাত ও প্রার্থনা

ভক্তি প্রণিপাত প্রভু করহ গ্রহণ
হই আমি দীন হীন দুর্ব্বল সন্তান
জানিয়া অতি ব্যথিত অন্তর
করুণাময় প্রেরিয়াছ বাবা সুরেনের হস্তাক্ষর
কুশল সংবাদ দানে প্রফুল্ল করিলে মন
মম কি সাধ্য হে দেব তব দয়া করি বর্ণন
অসুস্থ শরীর হেরি সুখী হইত না মন
দেখাবার পূর্ব্বে তাই পাঠাইলে কারসিয়ং
তুমি মঙ্গলময় তোমার শুভ ইচ্ছায়
মম পিতা মাতা নিরাপদে ঘরে এলে সুস্থ দেহে
এক দিন দেখাইয়া সুখী ক'র আমারে
কাতরে জানাইতেছি শ্রীপদ কমল'পরে
বাবা মোর আদরের সুরেন
সুখী হইলাম হেরি তোমার লিখন
বনবাসী তনয়ারে করেছ স্মরণ
ইহাতেই ধন্য হইল আমার জীবন
যোগেন বাবু ও তোমাদের উন্নতি হইয়াছে তথায়
শুনিয়া আনন্দ লাভ করিল হৃদয়,

শুভকামনা

তোমরাও আর এক মাস থাকিয়া তথায়,
সম্পূর্ণ সারিয়া যোগেনবাবুর সাথে আসিতে এথায়,
তাহা হ'লে ভাল হইত, আর কিছু দিন,
বিশ্রাম করিলে সুস্থ থাকিত কায় মন।
সময়ে লিখিতে আমি পারিনি যখন,
ভগবান ইচ্ছা নয় বুঝেছি তখন,
তোমার আমার বাঞ্ছায় কভু কার্য্য নাহি হয়,
সকলি তাঁর বাসনা প্রভু দয়াময়।
তাঁহার চরণে মাগি শুভ আশীর্ব্বাদ,
মম স্বর্ণপ্রভা সনে শান্তি মনে থাক নিরাপদ।
বাবা মম আদরের সুরেন,
আদরের মা আমার মণি স্বর্ণধন
লয়ে দোঁহে সুদীর্ঘ জীবন
সদা একত্রে দুজনে গাও নিশি দিনে
জয় জগদীশ নাম
প্রাণ ভরে এই শুভ স্নেহাশিস করিতেছি দান
চিন্তা করিও না কিছু মায়ের কারণ
হেরিতে সদা বাসনা যুগল চন্দ্রানন।

ইতি
তোমাদের মঙ্গলপ্রার্থী
মা

৺ জাহ্নবীতট
বরাহনগর ১৫ই কর্ত্তিক ১৩২৬ সাল

প্রার্থনা

শুভ আশীর্ব্বাদ

:o:—-

দয়াময় পিতা তুমি জগত ঈশ্বর
কতই করুণা কর মোদের উপর।
মোটারের আওয়াজ পাইয়া বলিতেছিল এ হিয়া
এখন আর কে আসিবে মোটারে এই বনাশ্রম,
হইল অল্প দিন শুভ বিজয়ার পরে এসেছেন
মম আদরের স্থরেন মণি মণিস্বর্ণ ধন
এখন আর বিচলিত হইও না মন।
মা গঙ্গাতীরে ডাক প্রাণ ভরে
বিশ্ব পিতা নিরঞ্জনে
তাঁহার কৃপায় যদি দেখ দু'জনায়
পুনঃ সেই বড়দিনে।
পাঁচিল উপরে পবনের ভরে
দুলিতেছে বন লতা,
সুন্দর দেখিয়া চিত্তে তোড়া বাঁধিবার কথা

শুভকামনা

মনে হইল অমনি বলিনু পুনঃ তখনি,
বেঁধে তোড়া কি হইবে আর
কেবল সময় নস্ট মন্‌রে তোমার।
বাঁধিব সে দিন আসিবেন' যে দিন
মোর স্নেহের সুরেন মণি মণিস্বর্ণ ধন
আদরে এই বন ফুল করিব প্রদান।
জানিয়া মম অন্তর কৃপানিধি পরাৎপর
দিলে হে শুভ সংবাদ শনিবার দিন,
আসিবেন সুরেন স্বর্ণ প্রাতে দুই জন।
হয়েছেন বেঙ্গল কাউন্‌সিল মেম্বর
চির আদরের তব সুরেন
দীনের ধন্যবাদ অখিলের নাথ
কৃপায় কর গ্রহণ
ভকত রতনে স্নেহের সুরেনে
করুণাময় তুমি দিলে উচ্চ পদ স্থান
তোমার মহিমা নাহিক তুলনা
সার্থক হইল বাছার সকল পরিশ্রম।
আজি ফুল্লচিতে স্বর্ণপ্রভা সাথে,
মা জাহ্নবীতটে এসেছেন করিতে ভক্তি প্রণাম,
প্রভু তোমার দয়ায় এই বনাশ্রয়
হইয়াছে এবে প্রেমানন্দ ধাম।
হেরে সুখী হইলাম দু'টি চন্দ্রানন
এসে প্রেমময়, কর আশীর্ব্বাদ
দু'জনার শিরে দিয়ে পদ্ম হাত

শুভকামনা

সুদীর্ঘ জীবনে সদা শান্তি মনে
স্বস্থ কায়ে গায় তব প্রেম নাম।
আজ শুভ দিনে কি দিব চরণে
হই দীন অকিঞ্চন,
দিয়ে আনন্দের প্রেম জল মঙ্গল পদ কমল
প্রভু করি প্রক্ষালন।
বাবা আদরের সুরেন আজি শুভ দিনে
করিতেছি শুভাশিস শুভ ধান দূর্ব্বাদানে
লয়ে অঙ্কলক্ষ্মী স্বর্ণপ্রভা উজ্জ্বল করিয়া সভা
ধর্ম্মাগারে সুবিচারে কর রাজ কার্য্য সম্পাদন
দীর্ঘ আয়ু লয়ে দোঁহে গাও জয় ব্রহ্ম নাম
শ্রীচরণামৃত দু'জনে করাই প্রীত মনে পান
সুস্থ দেহে চির সুখে উভয়ে থাক অনুক্ষণ
বনবাসী মার স্নেহ বনফুল উপহার আজ আদরে কর গ্রহণ
মা স্বর্ণমণিরে পরাই শুভ সিন্দুর চন্দন
কৃপাময় জগদীশ রেখ এই মঙ্গল দিন
অভয় চরণে করি প্রাণ ভরে নিবেদন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

বরাহনগর শনিবার
২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সাল

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

-ঃ০ঃ০ঃ-

প্রার্থনা শুভাশীর্ব্বাদ শুভ বিজয়ায়,
জয়ানন্দময়ী মাতা দুর্গার জয়,
বসে মা গঙ্গার কোলে
ডাকিতেছি চিত্ত খুলে,
করুণাময়ী আমায় থেক গো সদয়,
বনাশ্রমে শান্তি মনে আনন্দে গাই দুর্গার জয়।
করি মাতঃ নিবেদন
হৃদয়ের দু'টি রতন
স্বর্ণ ও সুরেন মম করেছে৹
শুভ গমন ড্যাল্টনগঞ্জে,
এই শুভ পূজার বন্ধে।
রেখ দেবী দুই জনে সদা নিরাপদে,
মাগিতেছি রাঙ্গা পায়
আজি শুভ বিজয়ায়
শুভাশিস দু'জনায় কর মা মঙ্গল হাতে

দীর্ঘজীবী হয়ে চির সুস্থ শান্তি লয়ে
ভবনে প্রত্যাগমনে থাকেন স্বচ্ছন্দে।
এনে বন পুরে এক দিন মোরে
করিও প্রফুল্ল দান
দু'টি চন্দ্রানন করিয়া দর্শন
জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
বন ফুলে শুভ স্নেহাশিস করিব প্রদান।
ধন ধান্যে আর নাহি প্রয়োজন
চরণ অমৃত হয়ে প্রফুল্লিত
আদরে করাব পান
করি মা প্রার্থনা
রেখ চিরদিন এই শুভ দিন,
পরাব স্বর্ণপ্রভারে সিন্দুর ভূষণ,
অমূল্য রতন দেবী করিয়া যতন,
কপালে শুভ চন্দন
আনন্দদায়িনী ব্রহ্ম সনাতনী
করিও বাঞ্ছা পূরণ
কৃপাময়ী ভক্তি প্রণাম করহ গ্রহণ।
আজি শুভ বিজয়ায়
আদরের পিতা মাতায়
আশীর্ব্বাদে কি দিব স্নেহ উপহার,
হৃদয় বন কুসুমে তাই যতনে রচিনু হার
কণ্ঠে ধর বাবামণি সুরেন মণি মা স্বর্ণ আমার
একত্রে দীর্ঘ জীবনে গাও জয় নাম মা দুর্গার।

শুভকামনা

বেহান ঠাকুরাণীকে মোর
জানাইও বিজয়ার
ভকতি প্রণাম
কনিষ্ঠ সবারে দিও আমার স্নেহ কল্যাণ

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

বরাহনগর

শুক্রবার
২৮শে আশ্বিন ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা ও শুভাশীর্ব্বাদ

-:০:০:——

ধন্য দয়াময় তোমার কৃপায়,
আজি এ আনন্দ উৎসব ধ্বনি
শুনিতেছি কাণে সুদূর গগনে,
উঠিতেছে এই মঙ্গল কাহিনী।
ন্যায়ের কারণ সবে ফুল্ল মন
বরিতে আমার সুরেন মণি
হ'ল সমাগত বন্ধু জন যত,
দিতে, করে অভিনন্দন পত্র খানি।
আহা কি শুভ্র আজি এ যামিনী
মা গাহিছে মধুর গান সুরধুনী,
বসি তটাশ্রমে মাগি হে চরণে,
প্রভু দীর্ঘ জীবন আজি দোঁহে দাও তুমি।
কায় সুস্থ রয় আনন্দ হৃদয়,
দিন দিন হয় উন্নতি সাধন,
শুভ পদ্ম পায় হে করুণাময়
প্রাণ ভরে অদ্য এই নিবেদন।
সুরেন রতনে স্বর্ণপ্রভা সনে
হেরিতে বাসনা করিছে মন

শুভকামনা

প্রণমি চরণে তুমি নিজ গুণে
করাও হে বিভু শুভ দরশন।
আনন্দ উৎসবে সাজাইছে সবে
আজি মোর আদরের সুরেন স্বর্ণ ধনে
আমার কুসুম মায়ের, প'রে ফুল মালা
মনোহর শোভিতেছে গলা
আজ নব বর কনে সাজ ধরেছে দুজনে।
শুভ দূর্ব্বা ধান আজি করেছি প্রেরণ,
বাবা মণি সুরেনের তরে.
তাঁর মঙ্গল কারণ চিরদিন সিন্দূর ভূষণ,
পরিবে মা মণি স্বর্ণপ্রভা শিরে,
প্রভু ইহাই প্রার্থনা আজ শ্রীপাদ পদ্মোপরে।
আশীর্ব্বাদ কর প্রভু আজি উভয়ের শিরে
হর পার্ব্বতী সম এ শুভ চির মিলন.
থাকে যেন নিরঞ্জন এই ধরা'পরে,
উৎসব আনন্দ দিনে আদরের সুরেন স্বর্ণ দুই জনে
লও স্নেহাশিস আজি বনবাসী মার
সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হয়ে সুখ শান্তি লয়ে
গাও একত্রে জয় সত্য সারাৎসার
প্রীতমনে রাজ কার্য্যে কর বাবা সুবিচার।

বরাহনগর শুক্রবার
১৬ই আষাঢ় ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীহরি পদে

প্রার্থনা

শুভাশিস কর দান জয় সত্য সনাতন,
যারে দয়া কর অভাব কি তার
গরিব হ'লেও পায় রত্ন ধন।
পড়ে আছি বনে বাসনা নয়নে,
নিরখি সতত যুগল রূপ,
আজি শুভ দিনে তাই তটাশ্রমে,
এনেছ দু'জনে জগত ভূপ।
হেরে মুখ শশী আনন্দেতে ভাসি
শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
স্নেহের সন্তানে স্থরেন রতনে,
দিলে উচ্চ পদ কর্পোরেশন চেয়ারম্যান।
বঙ্গবাসী যাহা পায় নাই কভু
ভকত সন্তান বলিয়া হে বিভু
দিয়াছ আদর যতন করে ;
মা গঙ্গার কূলে মাগি পদতলে
প্রভু এই কার্য্য ভার রেখ চিরদিন তরে।
লও কৃপাময় প্রেম প্রণিপাত
মঙ্গল হাতে কর আশীর্ব্বাদ

শুভকামনা

আমার স্থরেন মণি, মণি স্বর্ণপ্রভা শিরে

স্থস্থ থাকে তনু মন সুদীর্ঘ হয় জীবন

আজিকার এই নিবেদন অভয় চরণোপরে।

বাবা মণি আদরের স্থরেন

আদরে কর গ্রহণ

আজি এই আনন্দ দিনে

শুভ ধান দূর্ব্বা দানে

তোমার মাথায় করি শুভ আশীর্ব্বাদ,

লয়ে মোর স্বর্ণমণি

সুদীর্ঘ জীবনে তুমি,

রাজ কার্য্য কর সদা হয়ে নিরাপদ।

দু'জনে ফুল্ল হৃদয়ে সবল শরীর লয়ে,

শ্রীচরণামৃত পান করে থাক চিরদিন,

গাও নিত্য পরাৎপর শান্তি স্থখে রহ নিরন্তর

এই আমার আকিঞ্চন।

আনন্দের উপহার লও বনবাসী মার

বন ফুলে হও আজি দু'জনায় শোভন

মা আদরিণী স্বর্ণ শিরে পরাই যতন করে

চির মঙ্গল সিন্দূরাভরণ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

তোমাদের মা

বরাহনগর ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীহরি

প্রার্থনা

আশিস কর প্রদান
জয় জগত পালন

প্রভু দয়া করে মোর প্রাণকুমারে
আজি মিনিস্টারের শুভ কর্ম্মে করিলে স্থাপন।

এই আনন্দ দিনে ঐ মঙ্গল চরণে
লও হে অঞ্জলি প্রেম উপহার ওহে কৃপাধার

মা জাহ্নবী তীরে প্রেম ভক্তি ভরে
শ্রীপাদপদ্মোপরে করি নমস্কার।

মাগি হে প্রসাদ কর শুভাশীর্ব্বাদ
আজি আমার আদরের বাবামণি সুরেনের শিরে

যেন হয়ে নিরাপদ সুনিয়মে রাজ কাজ
করিয়া তোষেণ জগৎ জনেরে।

একার্য্যে ভার চিরদিন তাঁর
প্রভু রাখিও অবনী তলে

শুভকামনা

আরও উন্নতি সাধন মম সুরেন রতন
যেন করেন তোমার করুণা বলে।
মোর স্বর্ণমণি সনে রেখ শান্তি মনে
সুদীর্ঘ জীবনে ওহে দয়াময়,
কায় সুস্থ রয় প্রফুল্লতাময়
চন্দ্রাননে হাসি চির এ ধরায়।
এই নিবেদন আজ যুগল বদন
হেরিতে বাসনা করিতেছে মন,
যেন হর হৈমবতী তটে ভাগীরথী
শুভ দিনে আজি হয় দরশন।
এই আকিঞ্চন বনের কুসুম
প্রভু করিয়া চয়ন দিয়ে সুচন্দন ও রাঙ্গা চরণে
সাজাইব যতনে দুইটি হৃদয় ধনে
শ্রীচরণামৃত হয়ে পুলকিত
করাইব পান আমি দুই জনে।
বাবা মণির মাথে দিব নিজ হাতে
তুলে আনন্দেতে শুভ দূর্ব্বা ধান
ফুল্ল অন্তরে মা জননীর শিরে পরাইব শুভ সিন্দূর ভূষণ
রেখ কৃপাময় বনবাসীর এই শুভ দিন চিরদিন।
হৃদয়ের ধন বাবা স্নেহের সুরেন
আজি শুভ দিনে লও শুভ দূর্ব্বা ধান
হৃদয়মণি মা স্বর্ণপ্রভা আদরিণী
পর চির শুভ সিন্দূরাভরণ

শুভকামনা

স্নেহাশিস পিতা মাতার, সুখে গাও নিরন্তর
ভরিয়ে পরাণ জয় জগত ঈশ্বর
লয়ে দীর্ঘ জীবন দু'টি ভকত সন্তান
চিরানন্দে থাক ধরণী'পর।

বরাহনগর

শুক্রবার
১৯শে পৌষ ১৩৩০ সাল

শুভকামনা

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

জয় দয়াময় করুণা নিলয়,
লও ধন্যবাদ মঙ্গল চরণে,
আশাতীত ফল সেবক বৎসল
দিলে হে অপার কৃপার গুণে।
মম প্রাণাধিক সুরেন রতন বিলাত নগরে পেয়ে উচ্চাসন
ইণ্ডিয়া কাউন্সিল মেম্বর হয়ে জলনিধি পার
গেয়ে তব জয় নাম প্রফুল্ল বদনে
যাইছেন শুভ রাজকার্য্য করিবারে
সাথে অতি ভক্তিমতী সাধ্বী পতিব্রতা সতী
মোর প্রাণাধিকা মণি স্বর্ণপ্রভা
চলেছেন ফুল্লাননে প্রাণের পতি ধনে সেবা করিবার তরে।
তাই ডাকি আজ এস বিশ্বরাজ
দয়া করে যুগল রূপে এই আনন্দ দিনে,
বনের কুটীরে মা গঙ্গার তীরে
আশিস করিতে দেব এ দু'টি ভক্ত সন্তানে।
করি কৃতাঞ্জলি, দিব হে অঞ্জলি,
প্রেম বারি রাঙ্গা যুগল চরণে,

সেই পবিত্র শ্রীচরণামৃত হয়ে আমি প্রফুল্লিত
করাইব পান প্রভু স্নেহের দু'টি রতনে
করি ভক্তি প্রণিপাত. জগদীশ্বরী হে জগন্নাথ,
কৃপাময় কৃপাময়ী করহ গ্রহণ,
এই দুইটি সন্তানে দাও সুদীর্ঘ জীবন,
সুস্থ রাখ কায় মন হাসি মুখ অনুক্ষণ
নির্ব্বিঘ্নে রাজ কর্ম্ম সেরে পুনঃ ঘরে এসে ফিরে
আমাদের হৃদয়ে আনন্দ করেন দান,
শ্রীপাদপদ্মে প্রাণভরে করি এই আবেদন
হাসি মুখে হেরি দু'টি হাসি ভরা চন্দ্রানন
কমল পায় দয়াময় ধন্যবাদ করিব দান
ঐ মঙ্গল রাঙ্গা চরণে করিতেছি নিবেদন
এখন কি ভীষণ মায়া আসি করিল মোরে বেষ্টন
বিশাল সমুদ্র মাঝে দু'টি নয়নের তারা
ভাসায়ে দিতেছি আজি জগত জননী তারা
সঁোপে দিনু তব করে রেখ মাগো বক্ষে ধরে
দুস্তর সাগর নীরে যেন নিরাপদে রয়
মা চণ্ডী সর্ব্বমঙ্গলা গাহি মা নামের জয়।
অনন্তরূপিনী তুমি মহিমা কি জানি আমি
পলকে পলকে মাগো মায়া যে ভয় দেখায়,
পড়িয়া রয়েছি বনে, ভগ্ন দেহে, ভগ্ন মনে,
এই মিনতি দীন হীনের ও কমল পায়।
নিত্য সুসংবাদ দানে শান্তি রেখ ত্রিনয়নে,
অভয়া সতত মোরে দিও গো অভয়

শুভকামনা

তুমি দুর্গা পরাৎপরা জীবের দুর্গতিহরা
তব দাসী ভব দারা আজ অন্ধ হ'ল তটাশ্রমে।
সুকার্য্য সাধনে আনি, দুইটি নয়ন মণি,
দিও মা অন্ধেরে আঁখি যদি বেঁচে থাকি প্রাণে
শীতলে রেখ মা শীতলা, মঙ্গলময়ী কমলা
বাগ্‌দেবী মা কণ্ঠে থেক গাই জয় নাম মধুর তানে,
জয় মা কালী সিদ্ধেশ্বরী, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি,
প্রিয় সন্তান সুরেন তব বিজয় নিশান দানে,
উজ্জ্বল কর মাগো স্বর্ণপ্রভায় দয়াময়ী নাম গুণে,
রত্নাকর করে পার রতন দু'টি আমার,
এনে দিও মা ভগবতী এই ভিক্ষা পদ্ম চরণে,
বিমলা মা বিশ্বেশ্বরী তোমার সিন্দূর প'রি
শুভ আল্‌তায় সাজাব মা স্বর্ণপ্রভায় চিরসিন্দূর আভরণে,
বাবা সুরেনেরে আশিস শুভ ধান দূর্ব্বাদানে।

মোদের অমূল্য হৃদয় নিধি সুরেন রতন
তেয়াগিয়া জন্মভূমি বাবা ইংলণ্ড প্রদেশে তুমি
অঙ্কলক্ষ্মী স্বর্ণপ্রভা লয়ে করিছ গমন,
যার ভাগ্যে পাইয়াছ উচ্চ আসন.
ইহাতে আনন্দ যত বলে জানাইব কত,
হও তুমি আমাদের ধাম্মিক সন্তান,
সুবিচারে রাজ কার্য্য সদা কর সম্পাদন।

শুভকামনা

আমরা চিন্তিত মনে রহিনু রেখ স্মরণে
থেক তথা দুই জনে খুব সাবধান
হিমালয় সম হয় শীত প্রধান স্থান ;.
প্রতি মেলে হস্তাক্ষরে রাখিও শান্তি অন্তরে,
পিতা মাতার স্নেহাশিস করহ ধারণ.
ফুল্লচিতে আজি মস্তকেতে এই শুভ দূর্ব্বাধান।
নিরাপদে রাজকার্য্য সেরে চাঁদ মুখ খানি উজ্জ্বল করে
বামে লয়ে স্বর্ণপ্রভা এস যাদু ঘরে
সুখী যেন হই মোরা শিব দুর্গারূপ হেরে
সুধামাখা শুনে কথা
জুড়াইব কাণ ও প্রাণ
ভগবানে ধন্যবাদ আনন্দে করিব দান।

প্রাণের নন্দিনী স্বর্ণপ্রভা মণি
যাইছ জননী সাগর পারে,
নারীর রতন পতির চরণ
তাহাই যতনে সেবিবার তরে
কর এই ব্রত জীবনের মত
সাবিত্রী সমান হয়ে,
মায়ের প্রসাদ আজি লও আশীর্ব্বাদ
মঙ্গল সিন্দূর সীমন্তে দিয়ে।
থাক শোভা করে এ ভব সংসারে
করি মা ইহাই কামনা,

শুভকামনা

বসি স্বামী সাথে প্রেম আনন্দেতে
কর মা ঈশ্বর সাধনা,
ধর্ম্মশীল পতি সাথে তুমি সতী
যাইছ বিলাত নগরে,
নূতন নূতন বিধির সৃজন
কতই রকম দৃশ্য হেরিবে নয়নোপরে,
সুন্দর সুন্দর দেখে থাকিবে মা মন সুখে,
ইহা ভাবি পুলকিত হইতেছে প্রাণ
কত দিন পরে বিচ্ছেদ সাগরে
পাইব আমরা ত্রাণ।
বৃদ্ধ জনক জননী স্মরিয়া মা মণি
প্রতি মেলে দিও হাতের লিখন,
না দিলে চিন্তায় রব মৃতপ্রায়
এ কথা রাখিও স্মরণ।
মধু হাসি মুখে দেশে এস সুখে
মোরা জুড়াইব দেখে যুগল চন্দ্রানন,
পিতৃ-আশীর্ব্বাদ ধর আজি শিরে
পতি সনে রহ প্রফুল্ল অন্তরে,
দুই জনে হও দীর্ঘ জীবন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

বরাহনগর মঙ্গলবার
২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সাল

প্রার্থনা

শুভ আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ।

ভোরের সময় কিবা মধুময়
হেরিনু স্বপন রবিবারে আমি,
নিবেদি গো পায় ওহে দয়াময়
শুনহ জগৎস্বামী,
মোর সুরেন রতন লয়ে স্বর্ণ ধন
এসেছেন এই বনের কুটীরে,
দু'টি চন্দ্রানন করি দরশন
কতই প্রফুল্ল হয়েছি অন্তরে,
সুধামাখা বাণী মা মা ধ্বনি
শুনিলাম কর্ণ ভরে,
পুলকিত মন শ্রীমধুসুদন
কি জানাব আর চরণোপরে,
করিনু জিজ্ঞাসা এত শীঘ্র আসা
লণ্ডন হইতে হ'ল কি প্রকারে,
অমনি সচেতন হইনু নারায়ণ
আর না দেখিনু আমি দু'জনারে।
সারা দিন তাই চিত্তে সুখ নাই
ভাসিতেছি যেন সাগর নীরে,

শুভকামনা

দীনের কাণ্ডারী হে দয়াল হরি
তাই লাগাইলে তরি সন্ধ্যারাত্রে তীরে,
বাবা সুরেনের শুভ হস্তাক্ষর হেরে,
যে শান্তি পাইনু হৃদয় মাঝারে,
কি জানাব আর হে জগদীশ্বর
অন্তর্যামী তুমি বিশ্ব চরাচরে।
লও ধন্যবাদ জগতের নাথ
কৃপায় করেছ সমুদ্র পার,
রাখিও মিলিত শান্তিতে সতত
এ দু'টি ভকত গাহিবে নাম তোমার,
এই আকিঞ্চন প্রভু জনার্দ্দন
নিজ হাতে কর শুভাশিস দান,
সুস্থ কলেবরে রেখ দু'জনারে
দীর্ঘায়ু কর প্রদান,
মাগি যোড় করে পুনঃ পার করে
প্রভু এনে দিও দীনের দুইটি রতন,
ভক্তি প্রণিপাত লও হে জগন্নাথ
বনবাসী মাগে ও শান্তিচরণ,
প্রতিদিন সু-খবরে রেখ সুখী এ দুঃখীরে
এই মা জাহ্নবীতীরে
অভয় পদে নিবেদন।

বরাহনগর সোমবার
৩রা শ্রাবণ ১৩৩৩ সাল।

শ্রীশ্রী মাদুর্গা

চরণে

প্রার্থনা

—:০:০:—

আজি শুভ বিজয়া দশমী।
আনন্দে কৈলাস ধামে যাইতেছ মা জননী,
যত ভক্ত সন্তানেরা তিন দিন আত্মহারা
হয়ে, মা বলে মধুর নামে মাতিল দিবা রজনী,
কত বস্ত্র অন্ন দান করিলে মা অবিরাম
তাই অন্নপূর্ণা নাম বিদিত চির অবনী,
জীবের দুর্গতিহরা হও দেবী পরাৎপরা
এসেছিলে ভব দারা ওগো অনন্তরূপিনী।
বসন্তে তুমি বাসন্তী শরতে মা দুর্গা শক্তি
উদ্ধারিতে সীতা সতী তব অকালেতে আগমন,
শ্রীরামচন্দ্র তোমার বরে বিশ্বজয়ী দুষ্ট বীরে
করি পরাজয় রাবণেরে রণে জয়ী হইয়াছিলেন।
আজি মা তাই আশা করে বসে মা জাহ্নবী তীরে
অভয় চরণ হেরে করিতেছি নিবেদন,
মণি মোর বাবা সুরেনে তোমার ভক্ত সন্তানে
মঙ্গলে লয়ে গিয়াছ হে দেবী লণ্ডন.

শুভকামনা

তব শুভ কার্য্য তরে		সুস্থ রেখ দুজনারে
পতি সেবা করিবারে মম স্বর্ণমণি ধন,
গিয়াছেন তাঁর সাথে		তোমার কমল হাতে
শুভ বিজয়াতে আজি আশিস কর মা দান,
প'রে মাতা যেন সিন্দূরাভরণ।
দুই জনে হাসি মুখে		আসে দেশে মন সুখে
করেতে ধরিয়া মাগো বিজয় তব নিশান।
আমরা হেরি আনন্দে		ধন্যবাদ ঐ রাঙ্গা পদে
যেন প্রাণ ভরে পারি দিতে এই আকিঞ্চন
ও পদ্ম চরণে মাগি		কর দোঁহে দীর্ঘজীবী,
কৃপাময়ী গ্রহণ কর মা আজি ভকতি প্রণাম।

মা আমার স্বর্ণপ্রভা মণি,
বহু দিন তব হস্তলিপি দুই খানি,
পাইয়াছি মা		কিন্তু সময় পাই না
সে কারণে প্রত্যুত্তর দিতে মা পারিনি,
নিজ গুণে ক্ষমিও গো আমারে জননী।
আছ কত দূরে		স্মরিয়া অন্তরে
যে ভাবনা হয় কি জানাব আমি।
মাগি বিভু পদে		থাক নিরাপদে
পতি সাথে সুখে শান্তিতে তুমি।
সিংহ বাটী এখন		ছেড়েছি মা স্বর্ণধন
একথা শুনিয়া খুসী হইয়াছ তুমি,
নূতন স্থানেতে গোছ এখনও হয়নি।

শুভকামনা

মা গঙ্গার উপর এখানকার দৃশ্যটি মা অতি চমৎকার
কেবল সিঁড়িটি ভাঙ্গিতে কষ্ট হয় মা আমার
মনে হয় তাই বিমল আনন্দ নাই যখন এ ধরার ভিতর,
কি প্রকারে আমি ভোগ করিব তাহার।
ভরসা করি সুস্থ আছেন আমার মণি বাবা স্বরেন
টুনু দিদিমণি মোর ও মা আছ তুমি,
সকলের সু-খবরে রাখিও শান্তি অন্তরে
বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছি আমি।
করিও প্রদান লইও স্বর্ণধন
পরিও সিন্দূর ভূষণ শিরে
শিব সম পতি সনে রহ মা দীর্ঘ জীবনে
গাও সদা জয় নাম প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রতি মেলে হস্তাক্ষর করি দরশন,
এখন পাইছে তৃপ্তি মোদের নয়ন,
কতদিনে নিরখিব যুগল চন্দ্রানন,
ইহাই অন্তরে মাগো জাগে অনুক্ষণ
মহামায়া এসেছেন বীণাপাণির কোলে
জানিও আমরা সুস্থ আছি মা সকলে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

বরাহনগর বৃহস্পতিবার
৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৩ সাল।

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

——:o:——

ভকতি প্রণতি বিভু কৃপায় কর গ্রহণ,
শুভ অরণ্য ষষ্ঠী আজি জামাতুরর্চ্চনং।
কন্যা জামাতা হেরিবার তরে আনন্দ আজ সর্ব্ব ঘরে
সকলেই করিতেছে খাদ্য আয়োজন,
কেবল নীরব আজি মম তটাশ্রম।
আমার রত্নের খনি জামাতা সুরেন মণি
লইয়া গিয়াছ তুমি সাগরের পারে,
সতীকন্যা অতি ধন্যা মোর মণি স্বর্ণপ্রভারে,
দেখিতে নয়ন সাধ করিতেছে বিশ্বরাজ
আজি চন্দ্রানন দুই খানি,
হইল প্রায় বৎসরেক হেরি নাই আমি।
হিমাদ্রি সদৃশ দেশ চিন্তার নাহিক শেষ
তাহা বলে কি জানাব প্রভু আর,
আমার হৃদয় ব্যথা নাহি তব অগোচর।
গিয়াছে তোমারি কাজে ভাবি তাই হৃদি মাঝে
আনিবে তুমি নিরাপদে দেখাবে আবার.
এই আশায় রহিয়াছে জীবন আমার।

শুভকামনা

মাগি হে অভয় রাঙ্গা পায় আজি শুভ ষষ্ঠী বাঁটায়
পদ্ম হস্তে আশীর্ব্বাদ কর দু'জনার মস্তকে,
যেন সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে দীর্ঘ জীবনে হাসি মুখে থাকে.
দু'টি অঙ্গে আবরণ দিও দেব জনার্দ্দন
নাহি লাগে হিম ঠাণ্ডা এই নিবেদন
মোরা দুইটি ফ্লানন হেরে ধন্যবাদ করিব দান।

মণি বাবা আদরের সুরেন আমার
মোর স্বর্ণপ্রভা লয়ে আছ সমুদ্র পার
আজি শুভ ষষ্ঠীবাঁটা দিনে,
দেখিবার তরে তোমা দু'জনারে
মোরা হয়েছি বড়ই ব্যাকুল পরাণে।
শুভ দূর্ব্বাধান করিতেছি দান
ধর পিতা ও মাতার শুভাশিস মাথার উপরে,
সুদীর্ঘ জীবনে, লয়ে স্বর্ণধনে গাও ব্রহ্মনাম শ্রীবদন ভরে,
মা মণি আদরিণী স্বর্ণপ্রভা মঙ্গল সিন্দুর প'র চির দিন শিরে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

বরাহনগর রবিবার
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সাল।

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ কর দান

——:o:o:——

করুণা নিধান জয় ব্রহ্ম সনাতন
প্রভু মঙ্গল চরণে লও ভকতি প্রণাম।
তব কৃপায় হে দয়াময় শুভোৎসব পরিণয়
হইল আজি উভয়ের পঁয়ত্রিশ বৎসর,
রয়েছেন দুই জনে মোর সুরেন মণি স্বর্ণধনে
বৎসরাধিক হ'ল দেব লণ্ডন সহর।
আজি এই শুভ দিনে হতেছে মোদের মনে
হেরি সুধা হাসি ভরা সেই দু'টি চাঁদ বদন,
বাসনা কেবল সার আছেন সমুদ্র পার
কেমনে হইবে আব এখন আশা পূরণ।
দু'টি দেহ এক প্রাণ হয়ে রয় ধরাধাম
তোমার এই শুভানুগ্রহ মাগি আজি তটাশ্রমে ভগবান
রেখ সদা হাসিমুখ হৃদে চির শান্তিসুখ
দান কর আজি বিভু দু'জনে দীর্ঘ জীবন
জল নিধি পার করি সিদ্ধিদাতা দয়াল হরি
ফিরে দিও আমাদের এ দু'টি অমূল্য ধন

হেরি সুখে রাঙ্গা পায় দিব মোরা দয়াময়
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ এই নিবেদন।

আদরিণী মা মণি আমার স্বর্ণপ্রভা রয়েছ লণ্ডনে,
গুণময় পতি সাথে শান্তি সুখে আনন্দেতে
বিশ্বপিতার মনোমোহকর সৃষ্টি কত হেরিছ মা নয়নে,
স্মরি ইহা প্রফুল্লিত রয়েছে মোদের চিত
কিন্তু মা বরষ গত হেরি নাই গো দু'জনে,
শুভ বিবাহের দিন আজ নিরখিতে ঐ যুগল চাঁদ
মুখখানি তোমাদের হইতেছে মনে,
কি হবে নাহি উপায় মঙ্গলময়ী মঙ্গলময়
আনিবেন নির্ব্বিঘ্নেতে এই মাগি অভয় চরণে,
প্রফুল্ল আনন দেখি হইব আমরা সুখী
এই আশায় রয়েছি মা ধরিয়া এ জীবনে।
জনক জননীর আশিস ধর চির মঙ্গল সিন্দূর প'র
মাগো নারিলাম বনফুলের শুভ মালা আজি পাঠাইতে লণ্ডনে,
তাই বনপুষ্পে গেঁথে শুভ হার
লণ্ডনের শুভ ছবিখানি তোমাদের
অভাবেতে সাজাইয়া আমরা হেরিলাম নয়নে,
সিদ্ধেশ্বর মা সিদ্ধেশ্বরী আনিলে করুণা করি
দু'জনে আমি সাজাব বন কুসুমে মনোমত যতনে,
পাদপদ্মে দিয়ে প্রেম অর্ঘ পান করাইব শ্রীচরণামৃত
ইহাই মম রতন এই তটাশ্রমে।

শুভকামনা

আদরের বাবা মণি মোর　　　　　　শ্রীসুরেন্দ্র নাথ. ধর

আজি শুভ দূর্ব্বা ধান শিরে,

বিবাহের শুভ দিনে　　　　　　এসে আমাদের ভবনে

কতই আনন্দ দিয়া ছিলে অন্তরে,

দু'জনে দীর্ঘজীবী হয়ে রও　　একত্রে নাম জয় সদা গাও

মণি স্বর্ণপ্রভা লয়ে সুখে থাক এই ভুবনে,

মনস্কাম পূর্ণ করি　　　　　　বিজয় পতাকা ধরি

যাদু বামে লয়ে স্বর্ণপ্রভা এস আপনার ধামে,

সম লক্ষ্মী নারায়ণ　　　　　　করি আমরা দরশন

প্রেমানন্দে ধন্যবাদ দিব মঙ্গল চরণে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

তোমাদের মা

বরাহনগর　　　　　　　　　　শুক্রবার

৯ই আষাঢ় ১৩৩৪ সাল।

প্রার্থনা

আজি শুভ জন্মাষ্টমী শ্রীপদ কমলে নমি
প্রেম পুষ্পমালা দিয়া সাজাই চরণ,
মাখাইয়া দিনু তায় ভকতি চন্দন,
কৃপাময় কৃপা করে করহ গ্রহণ।
মাগি মা জাহ্নবী তীরে আনন্দেতে কর যোড়ে,
তোমার সেবককে প্রভু আশিস কর প্রদান,
মম সুরেন্দ্র মণির আজি জন্ম দিন।
পেয়েছি তোমার বরে, পঁয়ত্রিশ বৎসর তাঁরে,
সুদীর্ঘ জীবন দেব কর তুমি দান,
মোর মণি স্বর্ণপ্রভা সনে সুখে করেন নাম গান।
মঙ্গল কার্য্যের তরে, মহাসিন্ধু পার করে,
নিরাপদে পাঠাইয়াছ সহর লণ্ডন,
হয় যেন দিন দিন উন্নতি সাধন।
চাঁদ মুখে সুধা হাসি, রাখিও অহর্নিশি,
তথা সুস্থ যেন থাকে প্রভু দুই জন,

শুভকামনা

হাসি মুখ দু'খানি দেখে মোরা জুড়াই যেন নয়ন,
দীনবন্ধু পাদপদ্মে এই আজি নিবেদন।

প্রিয় বাবা মণি মোর সুরেন রতন,
শুভ জন্ম দিনের পিতা ও মাতার
শুভাশীর্ব্বাদ শুভ দূর্ব্বা ধান,
করিও বাবা আদরে মস্তকে ধারণ ;
সুস্থ শান্তি মনে, স্বর্ণমণি সনে,
দীর্ঘ জীবনে সদা গাও পরমেশ নাম
আজি শুভ জন্ম দিনে বাবা হেরিতে গো দুইজনে
বড়ই বাসনা করিছে মন,
আছ কত দূরে, রত্নাকর পারে
স্মরিলে শিহরে হৃদয় পরাণ।
চেয়ে পথ পানে, আছি নিশি দিনে,
পাব কত দিনে পুনঃ দরশন,
এই আশা করি তনু প্রাণ ধরি
দয়াময় হরি নিরাপদে আনিবেন।
লয়ে স্বর্ণধন, গেয়ে জয় নাম,
জয় মাল্য ধরি শিরেতে,
প্রফুল্ল বদনে স্বর্ণপ্রভা সনে
আসিবে ভবনে হেরি আনন্দেতে

শুভকামনা

জয় জগন্নাথ বলি ধন্যবাদ

দিব মোরা সেই মঙ্গল পদে,

স্বর্ণমণি পর শুভ সিন্দূর চির দিন সিঁথিতে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

তোমাদের মা

বরাহনগর

শুক্রবার

২রা ভাদ্র ১৩৩৪ সাল

প্রার্থনা

——:০:০:-

আজি শুভ মহালয়া, প্রেম ও ভকতি দিয়া
মঙ্গল শ্রীপাদপদ্ম করি মা পূজন,
পুষ্পমাল্যে রাঙ্গা পা দু'খানি করি সুশোভন,
কৃপাময়ী ভগবতী কর মা গ্রহণ,
কমল চরণে লও হে দেবী প্রণাম।
৺ মাতা ভাগীরথী তটে মাগিতেছি কর পুটে
মা তোমার সেবিকাকে আশিস কর গো দান,
মোর স্বর্ণপ্রভা মণির আজি শুভ জন্ম দিন।
জননী তোমার বরে আট চল্লিশ বৎসরে
করিলেন স্বর্ণমণি আজি সুখে আরোহণ,
পতি সাথে দাও তাহাকে সুদীর্ঘজীবন।
চন্দ্রাননে অমিয় হাসি রেখ মা গো দিবানিশি
সেখানে যেন মা সুস্থ থাকেন দু'জন,
রয়েছেন দুই জনে মা, লণ্ডনে এখন।
ও চরণপদ্মে সতী করিগো এই মিনতি
দয়াময়ী বক্ষে ধরে নিরাপদে আনিও সাগর পারে,
ধন্যবাদ দিব আমরা দু'টি প্রফুল্ল বদন হেরে,
দীন দয়াময়ী করিও কামনা পূর্ণ মাগি এই যোড় করে।

প্রাণাধিকা মা মণি মম স্বর্ণ ধন,
হইল মা আজি তব শুভ জন্ম দিন,
মঙ্গল সিন্দূর শিরে, প'র মা আদর করে,
তব জনক জননীর এই শুভ আশীর্ব্বাদ,
পতি সনে দীর্ঘ জীবনে থাক নিরাপদ,
গাও সদা জয় নাম, শান্তিতে থাকিবে মন
মাগো আজি নিরখিতে দু'জনাকে করিছে বাঞ্ছা পরাণ,
আর কত দিনে মা ভগবতী পূরাইবেন মনস্কাম।
আছ জলনিধি পার স্মরণ হ'লে আমার
কতই ভাবনা আসে মনে,
মনোরম কত স্থান করিতেছ দরশন
তুমি, গুণময় পতি সনে,
আমি যাহা না হেরিনু নয়নে।
এই কথা মনে করি আছি মা জীবন ধরি
গণি যত দিন যায় যেন তত বেশি হয়
মনে হয় মা এত দিন কাটাব কেমনে,
কতদিনে দু'টি চাঁদমুখ দেখে জুড়াইব বুক
প্রার্থনা ইহাই মোদের জগদীশ্বরী চরণে।
বাবা মণি ধর তুমি শিরে শুভ দূর্ব্বাধান
দুই জনে ঘরে এস গেয়ে আনন্দময়ীর নাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

বরাহনগর রবিবার
৮ই আশ্বিন ১৩৩৪ সাল।

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

জয় জগত ঈশ্বরী জয় জগন্নাথ,
মা গঙ্গার তটে করি যোড় হাত,
মাগি রাঙ্গা পায়   দয়াময়ী হে দয়াময়
তোমার ভকত দুইটি সন্তান,
শুভ সপ্তমীতে হইতে লণ্ডন,
আজি শুভ যাত্রা করি,   বিশ্বনাথ হে বিশ্বেশ্বরী,
আসিতেছেন ঘরে গেয়ে জয় নাম,
আমাদের বাবা মণি স্নেহের সুরেন
আর মা মণি স্বর্ণপ্রভা ধন ।
যুগল রূপেতে   দু'টিরে বক্ষেতে
ধরি নিরাপদে করিও পার,
হে বিভু, দুস্তর ঐ পারাবার ।
আসিলে ঘরেতে,   মোরা আনন্দেতে,
হেরি দু'জনার ও মুখ চাঁদ,
যুগল চরণে   প্রেম পূর্ণ মনে
প্রভু দিব হে আমরা ধন্যবাদ,

শ্রীযুগল করে দু'জনার শিরে
আজি করহে প্রভু আশীর্ব্বাদ।
সুস্থ শান্তি মনে সুদীর্ঘ জীবনে,
সাধেন দু'জনে তোমারি কাজ,
মম ভকতি প্রণতি, লও মা ভগবতী
লও তুমি দেব হে বিশ্বরাজ।
এলে বন পুরে মা জাহ্নবী তীরে
অভয় চরণে করি অর্ঘ দান,
প্রফুল্ল অন্তরে আমি দু'জনারে
শ্রীচরণামৃত করাইব পান,
ঐ মঙ্গল চরণ ফুলে, প্রভু সাজাইব কুতূহলে,
বাবার মাথায় দিব শুভ দূর্ব্বা ধান,
দু'জনার ললাটেতে, দিব বিভূ নিজ হাতে,
তব শুভ চরণ চন্দন;
মা জগজ্জননীর সিন্দূরাভরণ, করিয়া নিজে ধারণ,
পরাইয়া দিব মায়ে করিয়া যতন,
এই ভূষণে মা আমার, সেজে রহে গো ধরা'পর,
পূরে যেন মোর চির দিনের মনস্কাম,
যুগল পাদপদ্মে প্রাণ ভরে এই নিবেদন।

৺ জাহ্নবীতট বৃহস্পতিবার
বরাহনগর ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ সাল।

প্রার্থনা ও মঙ্গল গান।

——:০:০:——

মন আনন্দময়ীর নাম কররে কীর্ত্তন,
যাঁর করুণা গুণে শুভ সন্ধ্যা আগমনে
ব্রহ্ম জয় নাম গানে হইতে লণ্ডন,
স্বর্ণপ্রভা সনে সাজি নূতন দিনেতে আজি
এলেন স্থরেন মণি নিজ নিকেতন,
মন আনন্দময়ীর নাম কররে কীর্ত্তন।
জয় মাল্য শিরে পরা মুখখানি হাসি ভরা,
করিছেন সকলের সনে আলাপন,
মন আনন্দময়ীর নাম কররে কীর্ত্তন।
আনন্দিত বসুন্ধরা, আত্মীয় বান্ধব যাঁরা,
সকলেই ফুল্লমনে করিছেন সম্ভাষণ,
মন আনন্দময়ীর নাম কররে কীর্ত্তন।
বসে মা জাহ্নবী তটে দেখ শোভা চিত্ত পটে,
ঐ নীল নভে অর্দ্ধ চন্দ্র সাথে তারাগণ,
করিছেন এ সম্মিলনে আজি শুভ যোগদান।
জোছনা বসন পরি, প্রফুল্ল ধরা সুন্দরী,
আজি মা গঙ্গা লহরী তুলি গাহিছেন মধুর গান,
মন আনন্দময়ীর নাম কররে কীর্ত্তন।

শুভকামনা

মাগিতেছি মা তোমারে, আজি অনন্ত মূরতি ধরে
মোর সুরেন স্বর্ণপ্রভা শিরে আশিস কর গো দান,
দীর্ঘজীবী হয়ে রয় মা তব বরে এ ধরায়
যেন সর্ব্বত্র হয় বিজয় করি মা এই নিবেদন,
আমি নিতুই হেরি গো যেন ঐ দু'টি চন্দ্রানন।
আজি এ শুভ দিনেতে আশীর্ব্বাদ স্নেহ চিতে
দিতেছি ধর মাথাতে এই শুভ দূর্ব্বা ধান,
আদরেতে বাবা মণি মোদের সুরেন রতন।
থাক মা সতত সাজি, এ আনন্দ দিনে আজি.
দিতেছি সিঁথিতে প'র শুভ সিন্দূর ভূষণ,
স্বর্ণমণি চিরদিন এই দুর্লভ রতন।
দুজনেতে সুস্থ চিতে শান্তি লয়ে এ জগতে
দীর্ঘায়ু ধরিয়া গাও আনন্দময়ীর নাম.
তোমাদের পিতা মাতার এই চির আকিঞ্চন।

৮জাহ্নবীতট রবিবার
বরাহনগর ১লা জানুয়ারি ইংরাজী সন ১৯২৮

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

——:*:——

জয় জয় বিশ্বনাথ জয় বিশ্বেশ্বরী,
লণ্ডন হইতে ঘরে আনিয়াছ বক্ষে ধরে
প্রিয় সেবক ও সেবিকারে জলনিধি পার করি
নিরাপদে দুই জন এসেছেন তটাশ্রম
গাহিয়া মধুর নাম কমল বদন ভরি,
লও ধন্যবাদ জগতের নাথ
ওগো মা জগদীশ্বরী,
তোমার করুণা অসীম মহিমা
বাজাইলে বীণা হৃদয় বনে,
ফুটে প্রেম ফুল হৃদয় আকুল
নিরখি মোদের দু'টি হৃদয় রঞ্জনে,
ঝরে প্রেম জল ভকত বৎসল
কৃপা করে এস মা জাহ্নবী তীরে,
করি প্রক্ষালন অভয় যুগল চরণ
আজি এই আনন্দ নীরে,
বন ফুল তুলি দিয়ে প্রেমাঞ্জলি
শ্রীচরণামৃত করাই পান,

শুভকামনা

মম স্বর্ণপ্রভা ধনে, মোর সুরেন্দ্র রতনে,
কর শ্রীযুগল করে আশিস প্রদান,
সুদীর্ঘ জীবনে সুস্থ শান্তি মনে
যেন তোমার সুকার্য্য করেন সাধন,
সদা হাসি মুখে নাম গুণ করিয়া কীর্ত্তন,
ও রাঙ্গা পদ্ম পায় দয়াময়ী হে দয়াময়
প্রাণ ভরে এই নিবেদন,
ভকতি প্রণতি আজি করহ গ্রহণ।

শুভ মিলন গান

বসে মা গঙ্গার কোলে আজি মন-কুতূহলে
গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম নাম,
বিধি মোরে কৃপা করে আজি দেড় বৎসর পরে
করিল অন্ধ নয়নে দু'টি তারা দান
আজি হেরিনু তাই আনন্দে হৃদয় রতন
মন গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী নাম।
যে দিকে ফিরাই আঁখি সকলি প্রফুল্ল দেখি
তরুলতা বিভু পদে করিছে প্রণাম
শাখে পাখী হরষেতে গাহিতেছে গান
মন গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম নাম।

শুভকামনা

নীলাকাশে নানা ছবি প্রকাশিল যেই রবি
সাজিল প্রকৃতি দেবী আজি কিবা মনোরম,
বিধাতার বরে মোর দেখিল নয়ন,
মন গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম নাম।

এ দুখীরে নিরখি সুখী মা তরঙ্গিনী ফুল্ল মুখী
আজি নৃত্য করে, মধুর স্বরে ধরেছেন তান,
মন গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম নাম।

স্নেহময় বাবা মণি স্নেহময়ী মা জননী
আদরিণী স্বর্ণপ্রভা মোদের আদরের স্বরেন,
আজি হাসি মুখে এই তটাশ্রমে এসেছেন,
মন গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী নাম।

হৃদিবন শুষ্ক ছিল এবে প্রেম পদ্ম বিকশিল
সাজাও চরণ পুষ্পে আজি প্রাণের দুইটি ধন,
মন গাওরে সচ্চিদানন্দ বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম নাম।

এ তনয়া বনবাসী কোথা পাবে যোগ্য রত্ন রাশি
আদর করে বাবা মণি এই শুভ দূর্ব্বাধান,
কর মস্তকে ধারণ.

হরির পদ্ম চরণ চন্দন, পরাই ললাটে শুভ ভূষণ
প'র তুমি স্বর্ণমণি এই গহনা চিরদিন,

মা দুর্গা জগদীশ্বরী মঙ্গলচণ্ডী মাতা সিদ্ধেশ্বরী
অনন্তময়ীর শুভ সিন্দূরাভরণ
প'রে সেজে থাক মা রাজরাণী, করি এই আকিঞ্চন।

শুভকামনা

শ্রীচরণামৃত করে পান ধরিয়া দীর্ঘ জীবন
দু'জনে সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে গাও বিশ্বজয়ী ব্রহ্ম নাম
তোমাদের পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ এই মনস্কাম।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
১৮ই পৌষ ১৩৩৪ সাল

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ

জয় দয়াময়ী হে দয়াময়,
মম সুরেন রতনে মোর স্বর্ণমণি ধনে
দেখালে করুণা করিয়া আমায়,
দুস্তর সাগরে ধরি হৃদি'পরে
নির্ব্বিঘ্নে আনিলে দু'টিবে আগারে,
দু'টি চন্দ্রানন হেরি মন প্রাণ
শান্তিতে ছিল গো মা জাহ্নবী তীরে,
জগতের স্বামী জগত জননী
সে কথা বলে কি জানাব তোমারে ;
চারি মাস তরে এনে ছিলে ঘরে
দেখাইলে মোরে মাত্র চারিদিন,
করেছিনু মনে আনিয়া এখানে
দেখাবে আমারে মাগো প্রতিদিন,
না পূরিল আশা তব ভালবাসা
মা দেখিছ আমায় মায়া করে ক্ষীণ।
ফুরাইয়া ছুটি লইয়া ঝটিতি
যাইতেছ তাই আবার লণ্ডন

কি বলিব আর যুগল পদে তোমার
বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে পরাণ।
নাহি প্রেমফুল হৃদয় আকুল
আজি কি দিয়ে পূজিব রাঙ্গা পা তোমার,
আঁখি মায়া জল ঢালিছে কেবল
তাই সেবক বৎসল লও কৃপাধার,
অভয় চরণে নমি ভক্তি মনে
শ্রীযুগল রূপে করহ গ্রহণ,
মাগি আশীর্ব্বাদ রেখ নিরাপদ
তোমার এ দু'টি ভকত সন্তান,
বিনাক্লেশে পার হয়ে পারাবার
রাজ কার্য্য পুনঃ করেন সাধন,
রেখ সুদীর্ঘ জীবনে সুস্থ শান্তি মনে
যেন গো লণ্ডনে থাকেন দু'জন।
হৃদয়ের তার নিত্য সু-খবর
যেন মা আমারে করে গো প্রদান,
পুনঃ অন্ধ প্রায় এই বনালয়
পড়িয়া রহিনু রেখ তাহা স্মরণ,
কার্য্য হইলে সারা মা দয়াময়ী তারা
শীঘ্র এনো আবার বক্ষে ধরে এ দুইটি হৃদি রতন,
নেত্র পাইয়া মণি যেন গো জননী
চাঁদ মুখ দু'টি করি দরশন,
হাসি ভরা মুখে ধন্যবাদ সুখে
দিব মোরা মনে এই আকিঞ্চন।

শুভকামনা

প্রেম পুষ্প তুলে ও চরণ কমলে
করিব আবার অর্ঘ দান,
আনন্দিত মনে দু'টি হৃদয় রতনে
শ্রীচরণামৃত করাইব পান,
পুলকিত হয়ে শুভ ধান দূর্ব্বা লয়ে
মণি বাবার মস্তকে করিব দান,
প্রেমানন্দে গলে শ্রীচরণ ফুলে
সাজাইব দু'টি প্রাণের রতন।
শুভ চরণ চন্দন ভালেতে ভূষণ
পরাব দু'জনে আদর করে,
মা তব সিন্দূরাভরণ আপনি করিয়া ধারণ
পরাইয়ে দিব মাতা মণিস্বর্ণ শিরে,
দিও পুনঃ এই শুভ দিন
আজি যাচিতেছে দীন হীন।

ঐ মঙ্গল যুগল চরণ তলে
দিও গো অভয় সদা হইয়া নির্ভয়
গাহি প্রেমে নাম জয় মা গঙ্গার কূলে,
দুজনার সুধাবাণী যেন গো পুনঃ জননী
শুনিয়া জুড়াই মোরা শ্রবণ,
শ্রীচরণে প্রাণ মনে
আজি এই নিবেদন।

শুভকামনা

হৃদয় রতন　　　　　　　　　　　　স্নেহের স্বরেন
বাবা করিছ গমন পুনঃ লণ্ডনে,
জয় নাম গানে　　　　　　　　　　স্বর্ণমণি সনে
শীঘ্র আবার আসিও ভবনে,
রাজ কার্য্য ভার　　　　　　　　　তথাকার আর
যাদু লইও না, বলি করেতে ধরে,
চিন্তায় আকুল　　　　　　　　　সদাই ব্যাকুল
থাকিলে তোমরা সমুদ্র পারে।
রেখ তাহা স্মরণ　　　　　　　　ওহে বাপ ধন
মোরা ডুবিয়া থাকি যে সাগর নীরে,
লয়েছ যে কর্ম্ম　　　　　　　　পালিয়া তা ধর্ম্ম
নিরাপদে এস সেরে,
সবে করে খুসী　　　　　　　　হইয়া উল্লাসী
জয় মাল্য ধরি শিরে,
শুভ দূর্ব্বাধান　　　　　　　　জানি' আশিস প্রধান
ধরহ মস্তকোপরে,
বনবাসী কন্যা　　　　　　　　বাবা তব জন্য
কি দিবে গো আজি আর,
প্রাণের রতন　　　　　　　　স্বর্ণপ্রভা ধন
মণি চিরদিন করে দিয়াছি তোমার
রাখি তারে সাথে　　　　　　সুস্থ ও শান্তিতে
দীর্ঘ জীবনেতে ব্রহ্মনাম গাও অনিবার।
প্রাণের প্রতিমা　　　　　　　কি দিব তুলনা
আমার স্বর্ণমণি,

শুভকামনা

গুণাধার পতি সাথে যাবে সতী
আবার লণ্ডনে তুমি
ইহাতে আনন্দ নহে নিরানন্দ
থেক সদানন্দ হৃদে শান্তি লয়ে,
যেন শিবের দুর্গা তেন কর শোভা
মায়ের এই মঙ্গল সিন্দূর সিঁথিতে দিয়ে।
শিব সনে বসি যেন উমা শশী
করেন প্রেমানন্দে নাম গুণ গান,
তুমি মা নিয়ত প্রেমে বিগলিত
হয়ে কর সেই মত ব্রহ্ম উপাসন,
পতি সেবা ব্রত সাবিত্রীর মত
কর মা দীর্ঘ জীবন ভরে,
পিতা মাতার আশিস ধর এই শুভাশিস
মাগো আর কি দিব তোমারে।
এখন লণ্ডন তব পুরাতন
মিলিবে কতই প্রিয় বন্ধু জন,
তাঁহাদের সাথে প্রফুল্লিত চিতে
মা করিবে সদাই প্রিয় আলাপন।
শীলতার গুণে এখানে সেখানে
হয়েছ সবার প্রীতির ভাজন,
তোমার জননী হইয়াছি আমি
ইহাই আমার সার্থক জনম।
থেক না ভুলে দিও প্রতি মেলে
দুই জনে শুভ হাতের লিখন,

শুভকামনা

ডাকের গোল মালে সময়ে না পেলে
মোরা চিন্তা সিন্ধু জলে হইব মগন।
ঈশ্বরের সৃষ্টি নিরখিতে বাকি
যাহা তোমাদের রয়েছে এখন,
শীঘ্র তাহা দেখি মনে হইয়া সুখী
নয়ন করিয়া রঞ্জন,
ধন্য নাম লয়ে হরষিত হয়ে
মাগো বসি ধর্ম্মশীল পতির বামে,
ঈশ্বর চরণ করিয়া স্মরণ
এস নিরাপদে আপন ধামে,
দুইটি অমল শ্রীমুখ কমল
হেরিয়া আমরা নয়নে,
করি যোড় হাত দিব ধন্যবাদ
বিভুর মঙ্গল চরণে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ২১শে চৈত্র ১৩৩৪ সাল।

শুভকামনা

র পদে

প্রার্থনা

——:০:——

আশীর্ব্বাদ কর প্রভু কর্ত্তব্য পালনে,
তোমার সন্তান না পায় বেদন
মাগি এই ভিক্ষা শ্রীচরণে,
বুলায়ে কমল কর রত্ন হৃদয়'পর
ক্রমে সুস্থ করে দাও প্রভু নিজ কৃপাগুণে,
ভক্ত যদি তোমার হয় শ্রীচরণামৃত যে খায়
আমারে করুণা করে রাখিও সুস্থ তাহারে,
অভয় পদে নিবেদন করিতেছি দয়াময়,
মা জাহ্নবী তীরে থেক হৃদি আসন 'পরে
সতত থাকি হে যেন হইয়া নির্ভয়,
বনে শান্তি রাখিও চিত্তে হে করুণাময়।
জননী নাড়ীতে জ্বালা দিয়েছ প্রভু হে কালা
এ নাড়ী সুস্থ থাকে যেন মাগিতেছি পায়,
ভুলে না থাকি চরণ সদা এই আকিঞ্চন
এই বার শেষ বাসনা যেন পূর্ণ হয়,

শুভকামনা

জীবনের শেষ দিনে নিরখি সর্ব্ব সন্তানে
মাথায় পরিয়া শুভ সিন্দূর ভূষণ,
আত্মীয় স্বজন হেরি জয় রাধা কৃষ্ণ হরি
বলিয়া পদ যুগল করিয়া পূজন,
মাতা গঙ্গা নীরে প্রভু যায় যেন পরাণ।
শ্রীপদ কমলে করি ভকতি প্রণাম,
অভয় চরণে রেখ এই নিবেদন,
প্রেরণ ক'র না হরি আর ভবধাম,
চিন্তা সাগরেতে আছি সর্ব্বদা মগন।
রতনের সুসংবাদ পাইয়া হে কেশব
শান্তি পায় আজ আমার জীবন
করিও পূরণ প্রভু মম এই মনস্কাম।
এ বন কুটীরে স্নেহের রত্নরে
হেরি প্রাণ ভরে ধন্যবাদ করিব শ্রীপদে প্রদান,
চির সুস্থ থাকে যেন লয়ে সন্তানাদি গণ,
কৃপাময় দীর্ঘ আয়ু সকলকে কর দান,
শ্রীচরণে করি প্রভু এই নিবেদন।

৺জাহ্নবীতট রবিবার
বরাহনগর ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল।

শুভকামনা

হে জগতেশ্বর কল্য সন্ধ্যার পর
শুনিয়া রত্নর জ্বর ভাবনায় যে কাতর
আছি প্রভু দয়াময়,
সর্ব্বজ্ঞ তুমি, কি জানাব আর তোমায়।
হৃদয় রতন পাইছে বেদন
কর কষ্ট নিবারণ মাগিতেছি পায়,
এ পাপী গর্ভে ল'য়ে জনম, আছে মন দুঃখে সর্ব্বক্ষণ,
রাখ সুস্থ কায় হে করুণাময়
নিরাপদে কর সন্তান পালন।
তুমি হে অন্তর্যামী বলে কি জানাব আমি
থাকি যেন শান্তি হৃদে এই বনাশ্রম।
স্নেহের সন্তান মোরে করি দান
পাষাণী করিয়া এ বন মাঝারে,
এনেছ যখন ওহে নারায়ণ
বাঁধিয়া রেখেছ কেন আর মায়া ডোরে,
ছিন্ন কর প্রভু মায়ার বন্ধন,
দেহ হইতে পাপ হউক অন্তর্দ্ধান।
মা গঙ্গার তীরে ডাকি প্রাণ ভরে
হরি হে তোমারে করি প্রেমানন্দে শ্রীপদে প্রণাম
কর্ত্তব্য পালনে শক্তি দান কর ভগবান।

৺জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সাল।

চরণে ধন্যবাদ হে বিশ্বনাথ
কৃপায় গ্রহণ কর,
দয়া করে ঔষধ দিলে হে পরাৎপর,
কয় দিন জ্বর হয় নাই রত্নর
মোরে অনুগ্রহ এ তোমার।
বেদনারও উপশম হইয়াছে জনার্দ্দন
এই মহৌষধি ধারণে সম্পূর্ণ সুস্থ যেন হয়,
অভয় চরণে মাগি ভিক্ষা প্রভু দয়াময়,
মাতা ভাগীরথী কোলে জয় জগদীশ ব'লে
শান্তি মনে থাকি যেন এই সিংহাশ্রয়।
কন্যা পুত্র সনে আসি ভক্তি মনে
প্রভু, রতন তব চরণ করুক দর্শন
এই নিবেদন ওহে নারায়ণ
করিও বাঞ্ছা পূরণ.
সে দিন আবার শ্রীপদে তোমার
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ করিব প্রদান,
প্রভু পারি যেন করিবারে কর্ত্তব্য পালন।
শোন মা রত্ন ক'র না অযত্ন
তুমি আপনার কায়.
বৃথা রোগে ভুগে আছে কিবা ফলোদয় ?
বনে রহিয়াছে মাতা বৃদ্ধা জীবন মৃতা
যাতনা পাইছ ভেবে, সদা দুঃখ পায়।
বৃদ্ধ হয়েছেন তব পিতা
তোমাদেরই জন্য চিন্তা

শুভকামনা

সর্ব্বদা করিতেছেন রাখিও তাহা মনে,
শরীর তাঁর সবল থাকিবে কেমনে।
ঈশ্বর তব উপর বৃদ্ধ পিতার
সেবা ভার করেছেন অর্পণ,
রেখ সদা এ কথা স্মরণ।
পড়িয়া থাকিলে পরে কেমনে দেখিবে তাঁরে
দিয়াছেন গুরু ভার করিতে বহন,
করিতে হবে এখন সন্তান পালন,
তাহাদের মুখ পানে করি নিরীক্ষণ,
আপনি থাকিতে সুস্থ করিবে যতন।
সুস্থ দেহাপেক্ষা সুখ নাহিক ধরায়,
এ কথা রাখিও হৃদে সকল সময়,
রোগের যাতনা ভোগ নিজেই করিতে হবে,
ভাগ লইবার কেহ নাহি আর এই ভবে,
ভরসা করি এখন
হইবে তোমার জ্ঞান,
স্বাস্থ্যরক্ষা কর্ত্তব্যতা করিবে পালন,
আহার করিবে তুমি সময় মতন।
প্রতিদিন ধন্যবাদে পূজি এই জগন্নাথে
অগ্রে তাহা তাঁহারে করি নিবেদন,
বলিবে হে দয়াময় আজিও তব কৃপায়
এখন মহা প্রসাদ পাইনু আমি করিতে ভোজন,
প্রভু তব করুণায় পাই যখন যাহা প্রয়োজন
তাহা হ'লে অভাব আর হবে না কখন।

শুভকামনা

কৃপাময় বিধি   দিয়াছেন নিধি
তোমায় সর্ব্ব গুণময় মহাভক্ত রাজজামাতা
লয়ে তনয়া নাতিন নাতি   ভোগ কর বসুমতী
স্নেহময় পিতা সনে হয়ে রাজমাতা।

পতিব্রতা তুমি সতী   সেব নিত্য ভক্তি মনে জগৎপতি
হইবেক শুদ্ধান্তরে সতত হৃদয়ে শান্তি
আবার পাইবে বধূ সুরূপা গুণবতী,
হবে নব গুণময় পুনঃ ভক্ত রাজ জামাতা
করিছে শুভাশীর্ব্বাদ তব বনবাসী মাতা।
সুস্থ শরীরে সবে থাক এই আকিঞ্চন,
মাদুলি দিতেছি, লভি' দীর্ঘ জীবন, করহ ধারণ,
এতে মহৌষধি আছে অমূল্য রতন
বিশ্বাস ও ভক্তি চিত্তে
রাখিও সদা বক্ষেতে
তাহা হ'লে বেদনা আর হবে না কখন,
হারিয়ে না যায় কভু থেক সাবধান,
অশুচি থাকিলে দেহ হবে না ধারণ,
কাঁচা তেঁতুলাদি উৎকট টক খাবে না কখন,
সপ্তাহ শাক অম্বল নিষেধ, পরে করিবে ভক্ষণ,
স্বাস্থ্য ভঙ্গ নাহি হয় ইহাই নিয়ম।

গঙ্গা জল স্পর্শ করে   বিশ্বাস পবিত্রান্তরে
শুক্ল একাদশী বা পূর্ণিমায় করিবে ধারণ,
প্রাতঃ সন্ধ্যা ভগবান পদ স্মরণ,

শুভকামনা

করি শ্রদ্ধা ভক্তি মনে,
মাদুলিটি মহৌষধি জ্ঞানে,
গঙ্গা জলে ধুয়ে পান করিবে যাবজ্জীবন
প্রভুর শ্রীচরণামৃত,
দয়াময় ভগবান রাখিবেন সুস্থ।
সতত নিরাপদে থাক এই বাসনা করে মন,
দয়াময় ভগবান পদ কভু হইও না বিস্মরণ,
রতন তোমারে আর কি দিব মা উপহার,
দুঃখী জননীর স্নেহাদর হিতোপদেশ করহ গ্রহণ,
ধরি' কণ্ঠে সযতনে করিও পালন, রেখ একথা স্মরণ,
হেরিলে সুস্থ তোমায় প্রফুল্ল হইবে মন,
রাখিও যতনে তুলে মায়ের এই নিদর্শন,
দয়াময় হরি আমারে করুণা করি'
যদি দেন কভু এই শুভ দিন,
মা ভাগীরথী তীরে সিন্দূর পরিয়া শিরে
তোমাদের রেখে, ছেড়ে যেতে পারি বিশ্বধাম,
সে দিন এসে সকলে শুনাইও হৃদি খুলে
ভগবান ব্রহ্ম সনাতন,
হরির সুপবিত্র নাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার বনবাসী মা

৺জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ৫ই পৌষ ১৩২৭ সাল।

প্রার্থনা ও মঙ্গল গান

হরি তোমারি করুণে, আজি প্রফুল্লিত মন প্রাণ
মোর আদরের ভ্রাতা লয়ে দিদি, দাদা, মাতা
হইয়া হরষযুত মণি সমরেন্দ্র এসেছেন,
দিদিমারে হেরিবারে প্রভু এই তটাশ্রম।
কি দিব আদর করে মূল্য ধন নাহি ঘরে
এস নাথ দয়া করে ধোয়ায়ে পদ্ম চরণ
অমূল্য রতন তারে প্রাণ ভরে করি দান,
শ্রীচরণামৃত পান করে সুস্থ কায়ে এ সংসারে
চিরানন্দে গায় যেন প্রভু তোমার জয় নাম,
মনোমত পত্নী ভবে পায় যেন হে ভগবান।
মাগি ও কমল করে সমর মণির শিরে
আশিস কর হে আজি হয়ে কৃপাবান,
সর্ব্ব গুণে শ্রেষ্ঠ হয়ে পায় উচ্চাসন।
স্নেহময়ী জননী ও সকল ভ্রাতা ভগিনী
আত্মীয় স্বজন সনে হউক দীর্ঘ জীবন,
কৃপাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

শুভকামনা

আজি শুভ দূর্ব্বা ধান শিরে ধর দাদা ধন
দিদিমার স্নেহাশিস এই বন ফুল উপহার
লও, মা গঙ্গার কোলে বসে দিতেছি করি আদর।
আদরে যতন করে চির জীবনের তরে
রেখ ভাই কণ্ঠোপরে এ ক্ষুদ্র কবিতা হার
যাদু মণি সমরেন্দ্র স্মৃতি চিহ্ন এই দিদিমার
এস ঐ চাঁদ মুখ খানি চুমি আজি আনন্দেতে বার বার।

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সাল।

শ্রীহরি পদে

প্রার্থনা ও শুভাশীর্ব্বাদ।

:০:—

মা জাহ্নবী কূলে শ্রীচরণ তলে
প্রতিদিন মাগি হে প্রভু করহ উন্নতি দান,
বিদেশে আদরের শান্তিমণি রয়েছে অর্থ কারণ,
রেখ তারে নিজ ক্রোড়ে স্নেহেতে পিতৃ সমান,
প্রদানিয়া দীর্ঘ আয়ু কামনা করহ পূরণ।
দেহ তার সুস্থ রয় সতত ফুল্ল হৃদয়
ধর্ম্ম পথে চিত্ত যেন হয় ধাবমান,
অভয় চরণে মোর এই নিবেদন,
ধন্য তুমি দয়াময় তব মঙ্গল ইচ্ছায়
ছয় মাস পরেই দিলে শুভ প্রমোশন।
অমাবস্যা শুভযোগে জানাইলে নিশাভাগে
আমারে আনন্দের এই সুখবর,
পদ্ম পায় কি দিব আর প্রেম নীর উপহার
হরষে করুণাময় দিতেছি গ্রহণ কর।

শুভকামনা

মঙ্গল কমল হাতে আমার মণি শান্তি মাথে
কৃপাময় প্রভু আজি কর শুভ আশীর্ব্বাদ,
কার্য্যাক্ষম, উৎসাহ চিত্তে থাকে নিরাপদ,
দয়ায় ভক্তি প্রণাম লও হে মাধব
শুভদিন পেয়ে পুলকিত হয়ে
দিদিমা বলিয়া করেছ প্রণাম
স্নেহাশিস দাদাভাই লও গুণধাম,
শুভদূর্ব্বা ধান আদরে ধারণ করিও মাথার উপরে
দিদিমার স্নেহাদর ক্ষুদ্র এই কবিতা হার
যতনে রাখিও তুমি কণ্ঠের মাঝার,
প্রিয় শান্তিধন উন্নতি সাধন করিছ প্রসাদে যাঁর,
তাঁর পদযুগে নিত্য ভক্তি ভাবে দিও ধন্যবাদ বারংবার
সুদীর্ঘ জীবনে শান্তি, শান্তি মনে
চিরানন্দে থাক ভুবন ভিতর।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী দিদিমা তোমার।

৺জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ২৫শে মাঘ ১৩২৭ সাল

প্রার্থনা

শুভাশিস কর দান

——:০:——

মা গঙ্গার কোলে জয় হরি ব'লে
মঙ্গল চরণে করি এই নিবেদন,
যাইবেন প্রবাসেতে প্রিয় শান্তি ধন।
তনু সুস্থ তার রেখ কৃপাধার
দান কর প্রভু সুদীর্ঘ জীবন।
এসে ছিল বনপুরে বিজয়া প্রণাম তরে
সুখী হইলাম হেরে সুচাঁদ আনন,
চরণামৃত আনন্দে করাইনু পান,
উন্নতি সাধন করে থাকে প্রফুল্ল অন্তরে
আজি অভয় পদ কমলে ইহাই প্রার্থন।
জীবনের শেষ দিনে পাই যেন দরশন
কৃপাময় গ্রহণ কর মোর ভকতি প্রণাম ;
বনবাসী দিদিমার আশীর্ব্বাদ উপহার
ফুল, স্নেহ ধন আদরে কর গ্রহণ,

শুভকামনা

এই পুষ্প সম পত্নী পাও
দীর্ঘ জীবনে তার সনে গাও,
শান্তি সুখে আদরের দাদা ভাই হরির জয় নাম

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
১২ই কার্ত্তিক ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা

——:০:০:——

দিন ও যামিনী কত করিতেছ করুণা
কি জানে এ পাপী জনে
বিভু তব মহিমা।
চিন্তায় আকুল প্রাণ করিতেছে আন্ চান্
জানাতেছি ভগবান অভয় যুগল পদে,
মম আদরের ভ্রাতাধনে কান্তিচন্দ্রে দীর্ঘ আয়ু দানে
কর তুমি নিরাপদ, এ বিপদ হইতে,
পাইছে ভাই যাতনা কত পিতঃ স্মরি তাহা অবিরত
পড়ে আছি মৃতবৎ জাহ্নবীর তটে,
দিলাম শ্রীচরণামৃত মোর মুখ রেখ জগন্নাথ
মা চণ্ডী সর্ব্বমঙ্গলা মাগি কর পুটে।
কান্তিচন্দ্র হয় ভক্ত জন শ্রীচরণামৃত করে পান
প্রতিদিন বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে,
দুঃখিনী তাহার মাতা দিবা নিশি চিন্তান্বিতা
আশ্বাস দাও দেব দেবী কৃপাকরে তারে।
সকলি তোমার মায়া ভক্তেরে করিতে দয়া
প্রভু পাঠালে সাহেব তথাকারে,

শুভকামনা

পড়েছিল নাহি জ্ঞান ' নাহি ছিল আপন জন
হে দেব তব লক্ষ্য ছিল তা'র উপরে।
সকলেই তব জন যে আজ্ঞা যারে যখন,
শিরোধার্য্য করি সে করে তাহা পালন ;
ট্যাক্সি করে লয়ে তুলে শম্ভুনাথ হাঁসপাতালে
দিয়া এল করিয়া যতন।
ভবানীপুরে সুবিধা থাকিলে কান্তির মাতা
হেরিবে নয়নে সদা তনয় রতন,
তাই হে দয়াময়ী দয়াময় কান্তিচন্দ্রের মেসোমহাশয়
ও মাসীমারে আনিয়াছ হইতে লণ্ডন।
তাহাতে হয়েছে মোর কিছু চিন্তার উপশম
নিত্য সুসংবাদ দান করি' গঙ্গাতীরে শান্তি রেখ হরি
কান্তিচন্দ্রের মুখপদ্ম হেরি ধন্যবাদ করিব দান,
কৃপাময় কৃপাময়ী আজি লও ভকতি প্রণাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
কান্তিমণির দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

সোমবার
২১শে ফাল্গুন ১৩৩৪ সাল

শ্রীশ্রীজগদীশ পদে

প্রার্থনা ও শুভাশীর্ব্বাদ

——:o:——

বসে মা জাহ্নবী কোলে জয় ব্রহ্ম সনাতন ব'লে
ভক্তি ভরে চরণোপরে
নিত্য অর্ঘ করি দান,
মোর আদরের নাতজামাই, আদরের কন্যা ধন,
ও আদরিণী নাতিনীর কল্যাণ কারণ,
আর গর্ভস্থ সন্তানের মঙ্গলের জন্য,
প্রভু হে করুণাময় কর তাহা গ্রহণ।
যাচি যাহা পদতলে দুর্ব্বল সন্তান বলে
কৃপায় তাহাই কর দান,
বেদনা না শুনি কাণে হইল না চিন্তা মনে
দয়ালু কে বিশ্বনাথ তোমার সমান।
মঙ্গলে পৌষের শুভ কুড়ি দিনে
রাত্রি তিনটার শুভক্ষণে,
আমার আদরের শৈল ধনী নির্ব্বিঘ্নে,
প্রসবিয়াছেন একটি সুন্দর তনয়,
ভূতলে প্রকাশ মণি হলেন উদয়।

শুভকামনা

ফুল্ল চিতে ধন্যবাদ দিতেছি হে জগন্নাথ,
কৃপাময় তুমি করহ গ্রহণ,
সুস্থ রেখ সূতিকাগারে মাতা পুত্র ধন.
আজি শুভ শেঠেরা পূজার দিন,
প্রভু কর সুলিখন,
মাগি হে চরণ তলে,
মম আদরের পুত্র মণি প্রকাশের ভালে।
সর্ব্ব শুভ লক্ষণ সুদীর্ঘ জীবন
দান কর ধরাতলে,
সদা সুস্থকায় প্রফুল্ল হৃদয়
শান্তি লয়ে রয় এই ভূমণ্ডলে।
বিদ্যা মহানিধি ধর্ম্মে চির মতি
স্নেহ দয়া গুণ কর দান
সরল প্রকৃতি শ্রীপদে ভকতি
হয় যেন ক্ষমাবান,
মনোমত করে সাজাইও তারে
বিশ্বাস কিরীট শোভে শিরোপরে,
যেন শোভা পায় কণ্ঠ হরিনাম হারে.
চোখ পরে তার প্রেমের অঞ্জন
চরণ পাদক হৃদয় ভূষণ.
সুকৃতি বলয় দাও দয়াময়
করুক তাহার বাহুতে বেষ্টন,
কর জিতেন্দ্রিয় জগতের প্রিয়
পর হিতে হয় ব্রতী,

শুভকামনা

সদা সত্যবাদী প্রেমানুরাগী
সর্ব্ব গুরু জনে থাকে যেন ভক্তি,
হউক সুমিষ্ট ভাষী চন্দ্রাননে সুধা হাসি
রেখ তুমি নিরন্তর,
কল্যাণ করেন সবে মাগি যুড়ি কর।
যুবা হলে পরে যোগ্য কন্যা তারে
কৃপায় করিও তুমি দান,
রূপ গুণবতী ধর্ম্মে থাকে মতি
পতি পদে সেবা করে সাবিত্রী সমান,
সুদীর্ঘ জীবন প্রভু আজ সকলকে কর দান ;
ভক্তি নমস্কার হে অখিলেশ্বর
করুণায় কর গ্রহণ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা ও বড় মা

৺জাহ্নবীতট রবিবার
বরাহনগর ২৫শে পৌষ ১৩২৭ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রীঈশ্বর চরণে

শুভাশিস প্রার্থনা।

তব করুণায় হে জগৎ রায়
আজি পুত্রবর প্রকাশ মণির শুভ ষষ্ঠী পূজা,
মাতা ভাগীরথী কূলে জয় জয় বিভু বোলে
দিতেছি হে প্রাণভরে ধন্যবাদ, লও দয়াল রাজা,
হয়ে কৃতাঞ্জলি মাগি পদ ধূলি
এস এ বন কুটীরে,
ধোয়াই চরণ ওহে নিরঞ্জন
আজ শুভানন্দের প্রেম নীরে।
মঙ্গল পদে প্রেমার্ঘ দিয়ে শ্রীচরণামৃত
যতনে পাঠাব আমি সকলের তরে,
মূল্য ধনে প্রয়োজন নাহি আর ভগবান
আদরে অমূল্য রতন দিব প্রকাশচন্দ্র মণিরে
শ্রীচরণামৃত করে পান
রবে সুস্থ, হবে বলবান
এই মম আকিঞ্চন নিবেদি পাদপদ্মোপরে।

রাখিও দীর্ঘ জীবনে সতত আনন্দ মনে
ভগ্নী পিতা মাতা সনে গাইবে জয় ব্রহ্মনাম
স্বজন আত্মীয় আর লয়ে বন্ধুগণ,
আজি সকলকে দীর্ঘ আয়ু দয়াময় কর দান।

প্রেম প্রণিপাত প্রভু বিশ্বনাথ
কৃপায় কর গ্রহণ
অভয় চরণে মতি রেখ মোর অনুক্ষণ।

আদরের ভ্রাতা ভগিনী প্রভাসরতন শৈলরাণী
চন্দ্রানন চন্দ্রাননি তনয় তনয়া লয়ে,
দিদিমার স্নেহধন বন ফুলে সুশোভন
হও আজি শুভ দিনে, প্রফুল্ল হইবে হিয়ে।

পবিত্র প্রেম বন্ধনে থাক চির শান্তি মনে
সুদীর্ঘ জীবনে, করি প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ,
কন্যা পুত্র সনে প্রফুল্ল আননে
বিশ্ব জয়ী নাম গাও, হয়ে নিরাপদ,
আদরিণী শৈল ধনী
সেজে থাক এয়োরাণী,
সিন্দুর চন্দন আলতা পরিয়া শুভ ভূষণ,
তুমি সতী ভাগ্যবতী
হইয়াছ বুদ্ধিমতী,
করেছ ভুবনের সার প্রভাসতীর্থে মিলন।
হয়ে পতি সোহাগিনী চির সুখে এ অবনী
ভোগ কর, বিভু পদে এই নিবেদন

শুভকামনা

লাল সাজে শুভ দিনে মহাতীর্থ প্রভাস দর্শনে
প্রভু যাই যেন মোক্ষধাম
দিদি শৈলমণি শুনাইবেন সুধাময় হরিনাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

সোমবার
১১ই মাঘ ১৩২৭ সাল।

প্রার্থনা ও আশীর্বাদ

-:o:o:——

হরি পাদ পদ্মে ধন্যবাদ,
রেখ সতত নিরাপদ,
দেবী সুরধুনী কূলে এই করিতেছি নিবেদন
তোমার মঙ্গল ইচ্ছায়,
আনন্দেতে নিজালয়,
চাঁদ বদনী শৈলধনী করিলেন শুভগমন।

শুভকামনা

মণি নীহার বালার ধরে পাণি,
কোলে করে পুত্র প্রকাশ মণি,
পতি পূর্ণচন্দ্র প্রভাস সনে করিতে শুভ মিলন।
মস্তকে তার শুভ কর
রাখিও প্রভু শ্রীধর,
সতীরে করহ আজি শুভাশিস দান,
সুস্থাঙ্গেতে শান্তি চিতে
সর্ব্ব গুণময় পতি সাথে,
চিরানন্দে থাকে লয়ে কন্যা পুত্র ও আত্মীয়গণ
মাগিতেছি যুড়ি কর
চিরদিন সমাদর
প্রভু হে রাখিও তার তুমি,
মম আদরের শৈলরাণী অতিশয় অভিমানী
এ কারণে প্রাণভরে জানাতেছি আমি,
দীর্ঘায়ু প্রদান সবে কর ভগবান
অভয় চরণে মোর ইহাই জ্ঞাপন,
করুণাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।
পরিয়া শুভ্র সিন্দূর পবিত্র প্রেম বন্ধনে,
সুখে থাক দিদি শৈলধনী ঈশ্বরের নাম গানে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
২৩শে মাঘ ১৩২৭ সাল।

প্রার্থনা ও শুভাশীর্বাদ

-:o:---

জয় জয় হরি ব্রহ্ম সনাতন,
আজি নব বর্ষে, মাগি পাদ পদ্মে
রেখ নিরাপদে তোমার সন্তান।
মোর আদরের দাদামণি প্রভাস রতন.
দিদিমণি শৈলরাণী আদরের ধন,
শশিকলা, নীহারবালা,
প্রাণকুমার প্রকাশচন্দ্র মণি ;
ল'য়ে আত্মীয় স্বজন, থাকে ফুল্ল মন,
সবে দীর্ঘ জীবন আজ দান কর তুমি।
মা গঙ্গার তীরে, নমি প্রেমভরে,
অভয় পদে তোমার ;
করহ গ্রহণ, প্রভু নিরঞ্জন,
শেষ বাঞ্ছা পূর্ণ করিও আমার।
বনবাসী দিদিমার শুভ স্নেহাশিস হার
এই ক্ষুদ্র কবিতার।

শুভকামনা

নূতন দিনে আদরে কণ্ঠে পর দুইজন,
আদরিণী শৈলরাণী, প্রভাস রতন ;
বনফুলে হইও শোভন।
দীর্ঘায়ু ল'য়ে, দম্পতী আদর্শ হ'য়ে ;
ভোগ কর শান্তি সুখে এই ধরাধাম,
বালক বালিকা সনে, নিত্য হরষিত মনে
ভক্তি ভরে গাও হরি জয় ব্রহ্ম সনাতন ;
শ্রীচরণামৃত আনন্দে সকলে করিও পান
জেন বনবাসী দিদিমার ইহাই অমূল্য রতন।
সিন্দূর ভূষণে, দিদি সেজে থাক চিরদিন,
বিভু চরণে প্রাণভরে করি এই নিবেদন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
১লা বৈশাখ ১৩২৮ সাল।

প্রার্থনা ও শুভাশীর্বাদ

জয় জগদীশ্বর জয় সত্যনারায়ণ,
তোমার মঙ্গল নাম,
এনেছে এই শুভ দিন,
পুত্র মণি মোর প্রকাশ চাঁদের আজি শুভ অন্নপ্রাশন
বসে মা জাহ্নবী তটে,
ডাকিতেছি হৃদি পটে,
এস প্রভু জগদীশ জয় ব্রহ্ম সনাতন,
প্রেম জলে মঙ্গল পদ
ধুয়ে, দিই ধন্যবাদ
তোমার কৃপায় আজ এই শুভ কার্য্য সম্পাদন।
প্রকাশ মণির লাগি,
অভয় চরণে মাগি,
প্রিয় সন্তানেরে কর শুভাশিস দান,
চন্দ্রাননে সুধা হাসি,
থাকে যেন দিবানিশি,
সুস্থকায় রয়, হয় সুদীর্ঘ জীবন।

শুভকামনা

ভগ্নী পিতা মাতা সনে আত্মীয় স্বজন
গায় জয় জগদীশ্বর জয় সত্যনারায়ণ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
প্রকাশমণির বড় মা।

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সাল

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

:০:—-

প্রার্থনাশীর্ব্বাদ শুভ বিজয়ায়,
জগত জননী আনন্দ দায়িনী
জয় মা দুর্গার জয়।
মা গঙ্গার তীরে, প্রেম ভক্তি ভরে,
নমিতেছি দেবী শুভ রাঙ্গা পায়,
তুমি পরাৎপরা হর মনোহরা
শুভাশিস আজি কর দু'জনায়।

শুভকামনা

মোর আদরের দাদামণি প্রভাস রতনে,
মণি দিদি শৈলরাণী চির ফুল্ল মনে,
লয়ে পুত্র প্রকাশমণি,
নীহার বালা আদরিণী,
আত্মীয় স্বজন সনে সুদীর্ঘ জীবনে রয়,
পাদ পদ্মে এই নিবেদন শুভ বিজয়ায়।
তুমি সুস্থ রেখ মা সদা সকলের কায়,
আনন্দেতে গায় যেন মা জয় দুর্গা জয়,
বনবাসী দিদিমার,
আজি শুভ বিজয়ার,
স্নেহাশীর্ব্বাদ লও আনন্দে এই ক্ষুদ্র কবিতায়।
ভাই এই প্রসূন,
দাদামণি আদরের প্রভাসরতন,
দিদিমণি শৈলধনী পরিয়া সিন্দূরাভরণ,
থাক সেজে ধরা মাঝে, দেবী পদে এই নিবেদন,
আদরের চন্দ্রানন চন্দ্রাননি,
পুত্র কন্যা লয়ে সবে দীর্ঘজীবী হয়ে
চিরানন্দে ভোগ কর ধরা ধাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
৩০শে আশ্বিন ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা
ও
শুভ আশীর্ব্বাদ।

-:০:-

জয় দয়াময় হরি নিরাকার নিরঞ্জন,
জয় জগদীশ জয় ব্রহ্ম সনাতন,
বসে মা জাহ্নবী কূলে মঙ্গল পদ কমলে
প্রণিপাত করি দেব করহ গ্রহণ,
জয় দয়াময় হরি জয় সত্য নারায়ণ।
হে শ্রীধর পরাৎপর জয় জগত ঈশ্বর
আজি মাগি হে তব করুণ,
দাদামণি মোর, প্রভাসচন্দ্রের,
শিরে শ্রীকমল করে মঙ্গল আশিস কর দান,
নির্বিঘ্নে হয় পরীক্ষায় জয়,
যেন কয় দিনই প্রভু, এই আবেদন।
সে তোমার ভক্ত ভক্তি ভাবে নিত্য,
শ্রীচরণামৃত করে হে পান,
শ্রীচরণ পুষ্প দিয়াছি যতনে,
প্রভু রাখিও বিশ্বাস তাহার মনে

৩৭

শুভকামনা

উত্তীর্ণ সংবাদে সকলে আনন্দে
প্রাণভরে ঐ পাদ পদ্মে ধন্যবাদ করিব প্রদান,
কৃপায় হরি দিও মোদের এই শুভ দিন।
দাদাবাবু ও দিদিমার, স্নেহাশিস দু'জনার,
লও আদরের দাদামণি প্রভাসরতন,
মস্তকে ধর যতনে এই শুভ দূর্ব্বা ধান।
পূর্ণ হউক অভিলাষ নিরাপদে হও পাস,
ঈশ্বর চরণে এই প্রাণ ভরে নিবেদন।
শৈলরাণী সনে মণি পুত্র কন্যাগণে
লয়ে মাতা ভগ্নী ভ্রাতা আত্মীয় স্বজনে,
সুস্থ শান্তি মনে সকলে দীর্ঘ জীবনে
প্রেমানন্দে থাক হরি নাম গুণ গানে।

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ৩রা মাঘ ১৩২৯ সাল।

প্রার্থনা
ও
শুভাশীর্ব্বাদ।

জগত জননী অনন্ত রূপিনী
করুণাময়ী মা গো আমার,
দেবী সিদ্ধেশ্বরী জগত ঈশ্বরী
পূরাও মা তুমি বাসনা সবার।
থাক সর্ব্ব ঘটে, ভক্ত চিত্ত পটে
অনন্ত রূপেতে সকল সময়,
এই বসুন্ধরা মা গো সারাৎসারা
মোহিত হইয়াছে তোমারি মায়ায়।
তুমি কখন কমলা কখন বিমলা
কখন শীতলা সর্ব্বমঙ্গলা রূপে,
মা কভু দশভুজা তোমায় নিরখি গো ভবে,
আবার বাগ্‌বাদিনী, তুমিই মা বীণাপাণি,
মানব মঙ্গল তরে,
হও শিক্ষয়িত্রী শুভ ফল দাত্রী,
যাচি তাই আজি মা গঙ্গার তীরে,

শুভকামনা

করি যোড় হাত জয় বিশ্ব মাতঃ
বলি থেক মা প্রভাস মণির কণ্ঠ 'পরে,
জয় পরীক্ষায় প্রতিদিন হয়
যেন মা জননী তোমার বরে।
মাগো তব ভকত সন্তান দাদামণি মোর প্রভাস রতন,
হয় এই ধরাপরে,
অভয়া সদয় হইয়া অভয়
দান কর তুমি তারে।
দেবী ভগবতী কৃপায় লও মা মিনতি
প্রণমি মঙ্গল চরণোপরে,
মা পূর্ণ কর আশ প্রভাসচন্দ্র হ'লে পাস
ঐ পদ কমলে ধন্যবাদ দিব প্রাণ ভরে।

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ৩রা মাঘ ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীহরি চরণে প্রার্থনা

ও

শুভ আশীর্ব্বাদ।

——:o:o:——

করিতে ছিলাম মনে, আজি অক্ষয় তৃতীয়া দিনে,
পাদ পদ্মে ফুলমালা পরাতে নারিনু,
বনে রহিয়াছি একা, মালা এনে দিবে কেবা,
পূরাও সকল বাঞ্ছা হরি হে দেখিনু।
সন্ধ্যার সময়, তব করুণায়,
দিদি আদরিণী অমিয়বালা,
আদরের ভ্রাতা, সাথে লয়ে মাতা,
এল হাতে করি পুষ্পের মালা,
সাজাবে চরণ, এই আকিঞ্চন,
ভক্তিতে যুগলে কালা।
মা জাহ্নবী কূলে, শ্রীপদ কমলে,
করিলাম সমর্পণ,
প্রেম ভরে যোড় করে
এই নিবেদন।

শুভকামনা

রেখ চির সুখে, মণি অমিয়বালাকে,
প্রফুল্লিত থাকে যেন সদা চন্দ্রানন,
পায় পতি গুণাকর, যেন হে জগদীশ্বর,
করিও তুমি তাহার বাসনা পূরণ।
সিন্দুর চন্দন ভালে, রেখ এই মহীতলে,
আত্মীয় স্বজন সনে দাও হে দীর্ঘ জীবন,
ভক্তি ধন্যবাদ, অখিলের নাথ,
কৃপায় কর গ্রহণ,
তব দয়ায় আজি সকলে হেরে সুখী হইলাম।
ভুলে না থাকি চরণ আশীর্ব্বাদ কর দান
জয় জয় জয় প্রভু জয় সত্য সনাতন।

৺জাহ্নবীতট মঙ্গলবার
বরাহনগর ২৭শে বৈশাখ ১৩২৮ সাল।

প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ।

৺মহাদেব পদ কমলে ভক্তি পূজা।

নব বর্ষে মা গঙ্গা তীরে, পূজিবারে মহেশ্বরে
আদরের মণি দিদি খুকু এসেছেন আজ ;
মাতা ও ভ্রাতার সাথে, হেরিয়া খুকু দিদিকে
হৃদয়ে হয়েছে আমার বড়ই আহ্লাদ,
লও পূজা বিশ্বেশ্বর, মহাদেব মহেশ্বর
চন্দন দান করিতেছে পদে পুষ্প গন্ধরাজ।
মনোমত বর তারে, দিও প্রভু কৃপা করে
তব অনুগ্রহে থাকে সদা নিরাপদ।
মঙ্গল চরণে মাগি, চিরদিন হয় সুখী
বড় ঘরে দয়াময় করিও প্রদান,
বালিকার ধর্ম্মে মতি, রাখিও জগৎ পতি
দীর্ঘ জীবন পতি পায়, রূপ, গুণবান।

শুভকামনা

হয় যেন গুণবতী, সুশীলা সরল অতি
সতত রাখিও প্রভু তাহার হাস্য বদন,
সিন্দুর চন্দন পরে, সেজে থাকে ধরা 'পরে
অভয় পদ কমলে এই নিবেদন।
মাতা, ভ্রাতাগণ, ভগ্নী, ভগ্নীপতি, আত্মীয় স্বজন,
সবার সনে মম আদরের খুকু মণি ধনে
দাও বিশ্বনাথ সুদীর্ঘ জীবন।
কৃপাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

১লা বৈশাখ ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীহরি সহায়

সুধারাণীর মঙ্গল কামনায়

শ্রীহরি পদে প্রাণভরে প্রার্থনা।

রক্ষা কর হরি তুমি দয়া করি
প্রাণের ভগিনী মম সুধারাণী,
শুনিয়া অসুখ* মনে নাহি সুখ
সকলি জানিছ দেব অন্তর্যামী,
তাহা আর বলে কি জানাব আমি।
মাগিতেছি যোড় করে কৃপাময় কৃপা করে
দিনে তিল তিল করে দাও সুস্থ করে,
থাকে যেন তব দয়া আমার উপরে।
অতি অকিঞ্চন নাহি মোর ধন
পীড়া শান্তির কারণ
শ্রদ্ধা ভক্তি মনে জানাতেছি তব অভয় চরণে,
ব্যাধি উপশম হয় যেন শ্রীচরণামৃত পানে।

৺জাহ্নবীতট শুক্রবার
বরাহনগর ৩০শে ফাল্গুন ১৩২৫ সাল।

*নিউমোনিয়া।

শুভকামনা

শ্রীশ্রীহরি সহায়

তোমার প্রসাদে আজি নব বর্ষে
বসি সুধারাণী করিছে প্রার্থনা,
এদিন হইবে, মনে কোন আশা ছিলনা,
সকলি হয় তব ইচ্ছায় নাহি জানি কি না হয়
দয়া করে দিয়াছ সুধারাণীরে অমূল্য নব জীবন,
এই কথা কভু যেন নাহি হয় বিস্মরণ।
সতত মঙ্গলে রেখ, থাকে যেন তার সুস্থ কায়
পূত মনে মাগিতেছি বিভু তব রাঙ্গা পায়,
গ্রহণ করহ তুমি হইয়া মোরে সদয়।

৺জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ১লা বৈশাখ ১৩২৬ সাল

শ্রীশ্রীজগদীশ সহায়

শ্রীশ্রীহরি

চরণে. বনে প্রার্থনা, করিছে দীন দিদিমা,
আজিকার ধন্যবাদ লও দয়া করি।
আজি মা গঙ্গার কোলে, সতত হৃদি কমলে,
প্রভু হে থাক আমারি
ভুলে কভু নাহি থাকি মঙ্গল পদ তোমারি
আজ সুধারাণীর শুভ জন্ম দিবসে
জানায়েছে ভক্তি প্রণাম দিদিমা সকাশে
আদরে কি উপহার পাঠাব তাহারে আর,
তটাশ্রমে করিতেছি জীবন যাপন।
মাগি নাথ তব পায় দাও হে কৃপাময়
আমার মণি সুধারে সুদীর্ঘ জীবন,
রাখ সদা সুস্থ কায়, সদা চিত্ত ফুল্ল রয়,
কমল হাত শিরে দিয়ে, শুভাশিস কর দান,
একা যেন হয় মায়ের শতেক সন্তান।
প্রতিদিন পূত মনে, অর্ঘ দান করি চরণে,
ভাল ঘর. যোগ্য বর করিয়া প্রদান,

শুভকামনা

বাসনা করহে পূর্ণ করুণা নিধান,
শ্রীপাদ পদ্মে করিতেছি এই নিবেদন।
মম আদরের সুধা দিদিমণি,
তব শুভ জন্মদিনে, শুভ প্রার্থনা বিভু চরণে,
প্রাণভরে করিয়াছি আমি।
শরীর ভাল না থাকায়, সময়ে লিখিতে না পারায়,
অতি দুঃখিতা ও লজ্জিতা আছি তব ঠাঁই,
বৃদ্ধা ও দুর্ব্বলা দিদিমারে ক্ষমা ক'র ভাই।

তোমার দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
২৮শে পৌষ ১৩২৬ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

মা জাহ্নবী তীরে, রাখিও শান্তি অন্তরে
অভয়া মাগি অভয় ;
আজি শুভ বিজয়ায়,
সকল সন্তানে সুস্থ জননী রেখ ধরায়।
দীর্ঘ আয়ু সবে কর দান, কৃপায় ভক্তি প্রণাম
কর মা গ্রহণ,
সদা যেন হেরি তব করুণ চরণ।
পদ্ম হাত রাণীর গায়ে, দয়াময়ী দাও বুলায়ে
ব্যাধির যাতনা সব হউক নিবারণ,
সুস্থ যেন দেখি পুনঃ জানিও এই আকিঞ্চন।
প্রাণভরে রাঙ্গা পায়ে ধন্যবাদ করিব দান,
দাও মা মণি সুধারে যুগলে করি মিলন।
কুমারীর ভক্তি অতি, জানাতেছি ভগবতী
নিজ হাতে ফুল মালা গেঁথে নিত্য করে সমর্পণ,
থাকে যেন চিরসুখে পাদ পদ্মে এই নিবেদন।

শুভকামনা

আদরের দিদি ভাই সুধা মণি,
করেছিনু মনে, মায়ের সনে
আজ এখানে আসিবে তুমি।

নিরখিয়া চন্দ্রানন, প্রফুল্ল হইবে মন
আনন্দে শ্রীচরণামৃত নিজ হাতে করাব পান,
বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ শিরে দিব শুভ দূর্ব্বাধান।
সিন্দূর চন্দন ফোঁটা পরাইয়া দিব ভালে,
পরাব ভূষণ তোমায়, আদরে মোর বনফুলে।

এমনি ভাগ্য আমার, কল্য শুনিলাম মায়ের জ্বর
তদবধি পাইতেছি হৃদয়ে বেদন,
রেখ অতি সাবধানে, না করেন অনিয়ম।
সুসংবাদে শান্তি চিত্তে করিও প্রদান,
যুগলরূপে রাধাকৃষ্ণ যতনে করেছ দান।

শুভ সিন্দূরে পাইয়া তব বিজয়া প্রণাম,
অতি সুখী হইলাম,
আমার বিজয়ার ভক্তি প্রণাম,
দাদামণিকে করিও দান।

শুভাশিস জানাইও সবায়,
শুভ দূর্ব্বাধান তুমি রাখিও মাথায়
ললাট করিও শোভা সিন্দূর ফোঁটায়।

শুভকামনা

মায়েরে লইয়া এলে, তোমারে সাজাইব বনফুলে,
আজ কণ্ঠে পর বনবাসী দিদিমার এই শুভ স্নেহাশিস হার,
হরি চরণ পদ্মে শোভা হউক হৃদি তোমার।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
৭ই কার্ত্তিক ১৩২৭ সাল

প্রার্থনা ও আশীর্বাদ

জয় দেব জগদীশ
প্রণমি চরণে,
আজি সুখময় বনালয়
তোমারি করুণে।
অভয় কমল পায় লয়েছি আশ্রয়,
'প্রভু' মা গঙ্গার কূলে যেন থাকি হে নির্ভয়।
কিবা অপরূপ "যুগল রূপ" করিনু দর্শন,
সাজিয়া মধুর সাজ যেন হৈমবতী আজ
"হর সঙ্গে করিলেন" এ বিজনে আগমন

শুভকামনা

তুষিতে দুঃখীর মন এঁকি হ'ল আমার ভ্রম ?
না গো যেন কৃষ্ণ বামে রাধা
তেন গোপিকারঞ্জনে সুধা,
হেরি তটাশ্রমে করেছেন শুভ আগমন
দিদিমার সন্তোষ কারণ এখন ঘুচিল মোর ভ্রম
হৃদয় রতনে করি মঙ্গল আবাহন।

এস আদরের দাদামণি এস আদরিণী দিদিমণি,
আজি দুই জনে কোলে লয়ে জুড়াই জীবন,
ভাঙ্গা এ কুঁড়েতে হায় এ হেন রতন,
প্রাণাধিকা মম সুধারাণীর বর এলেন গোপিকারঞ্জন
প্রাণাধিকে সমাদর করি, দিয়ে শুভ দূর্ব্বাধান।

জগতের কর্ত্তা ঈশ তুমি কর শুভাশিস
এই মাগি দয়াময়
যুগলে দীর্ঘ জীবনে এ চির মিলনে রয়
দু'টি কমলাননে সুধা হাসি, সদা সুস্থ কায় খুসি,
প্রভু, যেন গো থাকে ধরায়।

নবীন সিন্দূর করে লয়ে সুধারাণী শিরে
পরাই আনন্দে আজি মহার্ঘ রতন,
হে বিভু এই ভূষণে ধরাধামে যেন সেজে থাকে চির দিন
মঙ্গল পায় কৃপাময় করিতেছি নিবেদন।

আজি এই শুভ দিনে কেন গো বিষাদ প্রাণে
জাগিয়া উঠিল যাহা ছিল বুকে ঢাকা
বাবা চারুচন্দ্রের মুখ খানি চিত্তপটে আঁকা

রয়েছে দশ বছর সে রূপ গুণ আধার
কেমনে ভুলিব আমি হায়
অকালে লইয়া গেল চাঁদে দেবালয়।

আঁধার করিয়া ধরা আমার নয়ন তারা
উজল করিতে স্বর্গ রাজ্য কিরণ মালায়
তমসাচ্ছন্ন হৃদি আকাশ তাই আজি হায়।

বাবা চারু তব তরে সন্ন্যাসিনী বেশ ধরে
মা আমার ইন্দুপ্রভা অঙ্গারের প্রায়,
হেরে তারে আমাদের বিদরে হৃদয়।

নাহি সে রূপ লাবণ্য প্রতিমা মোর ছিন্ন ভিন্ন
হইয়া রয়েছে পড়ে দেখ গো ধরায়,
অনাথিনী করে তুমি গিয়াছ তাহায়।

আজি শুভ ষষ্ঠী বাঁটা স্মরিয়া তোমার কথা
বাবা, বড়ই ব্যথিত হতেছে মম প্রাণ,
এসে অলক্ষিতে আশীর্ব্বাদ করহ গ্রহণ।
"জরা দুঃখ কোমলাঙ্গে না পশে কখন
নিত্যানন্দে ভোগ কর অমর ভবন"
এইবার দুখী শ্বশ্রূমায়ে যাও লয়ে শান্তি নিকেতন।

আশ্রয় করেছি "হরি" তব পদ কমল
হরিষে বিষাদ সিন্ধু কেন আজি উথলিল ?
এত কাল যাহা মোর হৃদি কন্দরে লুকায়ে ছিল।
বাবা মোর চারুশশী গোলক ধামেতে বসি
কি শোভা হয়েছে দেখ মা জাহ্নবী কূলে ;

শুভকামনা

শ্যাম বামে যেন রাধা তব আদরিণী সুধা
তেন বসেছে গোপিকা বামে আজি আমার কোলে।
হয়েছে তোমারি তুল্য জামাতা, কি কহিব গুণের কথা,
এত অমায়িক সরলতা হেরি নাই এ ভূমণ্ডলে।

জুড়াতে তাপিত প্রাণ স্বর্গ হইতে আগমন
করেছেন এ রতন, রাণী সুধা সুখী হবে বলে,
বাবা, আশীর্ব্বাদ কর দান সম লক্ষ্মী নারায়ণ
থাকেন দীর্ঘ জীবনে দু'জন এই ভূমণ্ডলে।

দিদিমার শুভাশীর্ব্বাদ লও স্নেহ ধন,
নব ষষ্ঠী বাঁটা আজ বন ফুলে কর সাজ
আদরের দাদামণি গোপিকারঞ্জন,
আদরিণী সুধারাণী বোন্, পর সিন্দূরাভরণ।

দুই ভাই বনবাসী আদরে কেমনে তুষি
নাহি মূল্য ধন, অমূল্য রতন করাই পান শ্রীচরণামৃত
দীর্ঘ জীবী হয়ে সুস্থ ও শান্তি লয়ে
চিরানন্দ ভোগ কর অবিরত।

মনে রেখ ভাই দু'জনে সদাই
মিলিত হয়েছে অনুগ্রহে যাঁর
বসি নিত্য একাসনে প্রেম ভক্তি দানে
পুলকে চরণ পূজিও তাঁর।

শুভকামনা

আজি কণ্ঠে ধর দিদিমার
এই ক্ষুদ্র কবিতাহার।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল।

প্রাণাধিক পুত্র চারুচন্দ্রের কন্যা সুধা
ও
গোপিকার মিলন গাঁথা

-:o:--

স্বরগ দেবতা তুমি হয়েছ এখন,
সাজিয়া মোহন সাজে এস নেমে ধরা মাঝে,
ধান দূর্ব্বা লয়ে হাতে, আজি গোপিকা সুধার মাথে
শুভাশিস দান করে যেও পুনঃ স্বর্গ ধাম,
স্বর্গের দেবতা তুমি হয়েছ যখন,

শুভকামনা

কেন ব্যথা পাই প্রাণে আজ এই শুভ দিনে
সুধা-গোপিকা সম্মিলনে আনন্দেও ধারা বয়
এমনি অদৃষ্ট মম হায়।

আয় দিদি সুধারাণী চন্দনে সাজাই আমি,
আল্‌তা পরায়ে শুভ সিন্দূর ভূষণ শিরে,
দিই বোন্, ফুলের মালা গলার উপরে।

নব সাটী পরিধানে, বস ভাই গোপিকা বামে,
হেরিয়া যুগল রূপ নয়ন জুড়াই,
জগদীশ পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাই,
দয়াময় দয়া করে,
মোর গোপিকা সুধারাণীরে,
আজি শুভ দিনে দাও সুদীর্ঘ জীবন।

লয়ে সুস্থ কলেবর শান্তি সুখে নিরন্তর
চির মিলনেতে রহে হাসি ভরা চন্দ্রানন,
লোটাইয়া ভূমি তলে প্রণমি পদ কমলে,
কৃপাময় বিশ্বনাথ করহ গ্রহণ।

তব অনুগ্রহে আজি গোপিকা সুধায় সাজি
আসিয়াছে দুখিনীরে করিতে সন্তোষ দান
তোমারি করুণে হ'ল এই শুভ দরশন।

শুভকামনা

দিয়াছ প্রভু আমারে   তুমি হে করুণা করে
এই দু'টি হৃদয় রতন ;
আমি কখন ভুলে না থাকি যেন তব শ্রীচরণ।

৺জাহ্নবীতট   বৃহস্পতিবার
বরাহনগর   ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

শ্রীশ্রী মা দুর্গার কৃপা বরে,
নূতন বিজয়া আজি আসিয়াছে বনপুরে,
এই শুভ মিলন গান
আনন্দে গাওরে মন
নয়ন সফল হ'ল যুগল মূরতি হেরে।
যেন শ্রীগোবিন্দ সনে রাধা,
তেন মম প্রাণ সুধা,
শ্রীগোপিকারঞ্জন পাশে
দাঁড়াইল মা গঙ্গা তীরে,

শুভকামনা

কিবা শোভা মরি মরি
দেখালে করুণা করি।
জয় মা জগদীশ্বরী, বিজয়া প্রণাম ছলে,
শ্রীচরণে প্রণমি দেবী জননী জাহ্নবী কূলে।
আজি শুভ বিজয়ার আদরে আশীর্ব্বাদ দিদিমার
এই বন ফুল দাদামণি ধর শুভ করে,
চিরদিন মঙ্গল সিন্দূর পর দিদিমণি শিরে।
শান্তি চির সুখে থাক দোঁহে জগত সংসারে,
সুদীর্ঘ জীবনে বসি একত্রে দু'জনে,
চন্দ্রাননে জয় নাম কর গান প্রেমানন্দ ভরে।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

সোমবার
১৫ই আশ্বিন ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা

ও

শুভাশীর্ব্বাদ।

জয় দয়াময় বিভু এ তোমার করুণ
আজি হ'ল সুধারাণীর শুভ জন্ম দিন,
সে আজ সতর ঘরে
বসিল আনন্দ করে
পতি অঙ্ক লক্ষ্মী করে দেব রেখ চিরদিন।
মনের মতন পতি
পাইয়াছে ভাগ্যবতী
প্রভু দয়ায় করেছ তুমি দান
সর্ব্ব গুণবান তিনি গোপিকারঞ্জন।
বসে মা জাহ্নবী তীরে,
এই মাগি প্রাণ ভরে,
শিরে আজি দু'জনার আশিস কর প্রদান।
সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে সুদীর্ঘ জীবনে
সুধা হাসি সদা হাসি রহে এ ভুবনে।

শুভকামনা

ভকতি প্রণাম করি লও হে দয়াল হরি
চির শান্তি রেখ প্রভু এই তটাশ্রমে।
দাদাবাবু ও দিদিমার স্নেহাশিস আজিকার
ধর মাথে আনন্দেতে শুভ দূর্ব্বা ধান
আদরের দাদামণি গোপিকারঞ্জন,
আদরিণী সুধারাণী পরি' চির সিন্দূর ভূষণ
প্রেমানন্দে উভয়ে গাও জগদীশ নাম।

৺জাহ্নবীতট শুক্রবার
বরাহনগর ২৮শে পৌষ ১৩২৯ সাল।

শুভকামনা

প্রার্থনা

ও

শুভ আশীর্ব্বাদ

দীন দয়াময় শ্রীহরির ইচ্ছায়
আজি হ'ল মোর শ্রীপঞ্চমী,
ঘরে আইলেন মা বীণাপাণি,
পতি সঙ্গে মন রঙ্গে
কন্যা পুত্র কোলে করি,
আমি যে দীন ভিখারী,
কি দিয়ে আদর করিব মায়েরে,
হরি পদে তাই মাগি যোড় করে,
দাও তুমি মোরে হে দেব চিরদিন তরে,
এই ধন দিতে পারি যেন মায়,
যাহা যাচিতেছি তোমার মঙ্গল পায়।
লৌহ শঙ্খ আর রুলি আভরণ শুভ সিন্দূর ও চন্দন
পরাইয়া দিব মায়ের ভালে,
লোহিত বসন, চরণে আল্‌তা, ফুল মালা দিব গলে।

৩১৩

শুভকামনা

মহা রত্ন ধন বিশ্বাস মুকুট পরাইয়া দাও তুমি মার শিরে,
জ্ঞানের কুণ্ডল দোলে যেন সদা আমার মায়ের কর্ণোপরে।
প্রেম রত্ন ধন, তব শ্রীচরণ,
সদা যেন মার হৃদি শোভা করে,
শুভ কর্ম্ম দান হাতের বলয় যেন সদা হাতে ধরে।
প্রেমের অঞ্জন মায়ের চোখেতে
পরাইয়ে দাও তুমি নিজ হাতে,
জগত জননী রূপেতে মা আমার সদাই যেন সাজিয়া থাকে।

স্নেহ দয়া লজ্জা গুণ নারীর চির ভূষণ
আমার মা যেন সতত পরেন,
ক্ষমা সত্য সরলতা সদা হাসি মুখে সুধাকথা
মা আমার যেন সকলকে বলেন।

রমণীর শ্রেষ্ঠ ধন সতীত্ব মহা রতন
আমার মা যেন আদরে রাখেন,
দিয়ে প্রেম ভক্তি ধন প্রভু তব ও পদ্ম চরণ
মনেতে মা আমার যেন সর্ব্বদা পূজেন।
দয়াময় দয়া করে দিয়েছ তুমি মায়েরে
মনোমত পতি গুণের আকর আমার ফণী,
সাজায়ে দিয়াছ তাহার মাথায় বুদ্ধি বিদ্যাধন জ্ঞান রত্ন মণি।
দয়া ক্ষমা গুণ সহাস্য বদন
সদাই প্রফুল্ল মন,
সত্য বিনয় শীলতা সদা মিষ্ট কথা
করিয়াছ তার অঙ্গের ভূষণ।

শুভ কর্ম্মে মতি গুরু জনে ভক্তি
এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছ দান,
কর অসীম সাহসী তোমাতে বিশ্বাসী
ধর্ম্ম যেন হয় প্রাণ।

কৃপাময় কৃপা করে দিয়াছ তুমি মায়েরে
মনোমত কন্যা ও পুত্র ধন,
তাহাদের লয়ে পতি সোহাগিনী হয়ে
শান্তি মনে মা আমার থাকেন চিরদিন।

দীর্ঘ জীবী করে রাখ মহীপরে
এই মম আকিঞ্চন,
চির সুখী করে সুস্থ কলেবরে
সদা রক্ষা কর এই চারি জন।

ধর্ম্মে থাকে মতি শ্রীপদে ভকতি
এই পরিবারে তুমি কর শুভাশিস দান,
মনের কামনা মম করিও পূরণ।

দেখে যেন মরি হে দয়াল হরি
এই শেষ ভিক্ষা কর মোরে দান,
সুরধুনী মায়ের কোলে জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে
মস্তকে ধারণ করে সিন্দূর ভূষণ।

শুভকামনা

অন্তিমেতে পাই যেন অভয় চরণে স্থান
করিতেছি প্রাণ ভরে এই নিবেদন,
ভক্তি প্রণিপাত লও বিশ্বনাথ
প্রেমময় প্রভু আমার জনার্দ্দন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
বীণাপাণির মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বুধবার
২২শে মাঘ ১৩২৫ সাল।

বিভুচরণে

বনবাসী দিদিমার প্রার্থনা।

আজি গাওরে আমার মন প্রেমেতে হয়ে মগন
মা গঙ্গা তীরে সুধাময় ব্রহ্মনাম বদন ভরে,
যাঁর দয়ায় পুত্র ধন লভিল মোর ফণী বীণা রতন
সাজাও তাঁহার পদ কৃতজ্ঞতা উপহারে।
কৃপাময় কৃপা করে দাও তুমি এ শিশুরে
সদা সুস্থ কায়,
তব পদে মতি যেন চির দিন রয়।
দয়া ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি সর্ব্ব শুভ কর্ম্মে নিজ শক্তি
দান কর হইয়া সদয়,
চির দিন দাস করে রেখ রাঙ্গা পায়।
দীর্ঘ জীবী করে রাখ ধরা'পরে
পিতা মাতার কোলে যেন সুখে রয়,
এই ভিক্ষা মাগিতেছি শ্রীপাদ পদ্মে দয়াময়।
এ দিন হইবে মম নাহি ছিল মনে,
তুমি মনে করিয়াছ হ'ল সে কারণে।

শুভকামনা

আনন্দে আজি খোকা মণি হৃদে লই তুলে
সুখে দুঃখে যেন অভয় চরণ নাহি থাকি ভুলে।
ও পদ কমলে মতি চির দিন রয়
দান কর এই দয়া জগতের রায়।
হে খোকা মণি
ধান দূর্ব্বা করে নিয়া তব মস্তকেতে দিয়া
শুভাশিস করিতেছি দান,
সুচন্দন বন ফুলে হও সুশোভন।
শ্রীরাধা কৃষ্ণ দাস হয়ে সদা সুস্থ কায় লয়ে
সুদীর্ঘ জীবনে কর হরি গুণ গান।
মম এই মনোরথ হয় যেন পূরণ,
দয়াময় বিভু পদে প্রাণ ভরে এই নিবেদন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
খোকা মণির দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বুধবার
২২শে মাঘ ১৩২৫ সাল।

শ্রীশ্রীবিভুর চরণ বন্দনা

ও

বীণাপাণির কন্যা পুত্র লইয়া বাঁকীপুর
শুভাগমনে প্রার্থনা।

জয় বিভু দয়াময়, তোমার শুভ ইচ্ছায়
নব বর্ষে আজি মম হইল সুদিন,
এ দিন পাইব আশা করি নাই (আমি) কোন দিন
ছিল তব মনে, হ'ল সে কারণে
নতুবা কেমনে পাইতাম আমি।
কৃপাময় হও তুমি জগতের স্বামী।
তব দয়া গুণে কন্যা পুত্র সনে
প্রেরণ করিতেছি আমি নিরাপদে বীণাপাণি
শুভ দিনে পতি পাশে।
তুমি শুভাশিস কর তার শিরে দিয়ে কর।
থাকে যেন শান্তি মনে পতি পুত্র কন্যা সনে,
সুস্থ দেহে তথা যেন সুখে করে বাস।
দীর্ঘ জীবী কর সবে এই মম অভিলাষ।

শুভকামনা

পবিত্র মনেতে করি শ্রীপদে প্রণাম,
কৃপা করে তুমি পিতঃ করহ গ্রহণ।
কন্যা পুত্র সনে প্রফুল্লিত মনে,
এস মাগো বীণাপাণি তুমি পতি পাশ।
ধান দূর্ব্বা মাথে দিয়া করি শুভ আশীর্ব্বাদ।
পতি কন্যা পুত্র ধন লয়ে সুখী হও অনুক্ষণ
শান্তি লক্ষ্মী দেবী সদা করুন বিরাজ মান।
অন্তরে সতত রেখ দয়াময় বিভু চরণ।
সুপুষ্প চন্দন আল্‌তা সিন্দূর ভূষণ,
পরিয়া সেজে থাক মা তুমি চিরদিন।
পতি পুত্র কন্যা ধনে রেখ অতি সাবধানে
পীড়া হয় অনিয়মে থাকে যেন মনে।
নিজেও থাকিবে তুমি অতি সুনিয়মে।
শরীর এখন তব সারে নাই ভাল করে,
তথাপি পাঠাইতেছি মা তোমায় বাঁকীপুরে।
মায়ের এই কথাটি রাখিও স্মরণে.
অবহেলা করিও না ঔষধ সেবনে।
সুস্থ কায়া বিনা সুখ নাহি আর,
সদাই রাখিবে তুমি প্রফুল্ল অন্তর।
মা বীণাপাণি,
তব শ্বশ্রূঠাকুরাণী দেবী সম হন তিনি
সর্ব্বদা তোমারে কত করেন যতন।
সে কারণে সুস্থ মাগো থাকে মোর মন,
তাঁহাকে জানাইও তুমি আমার প্রণাম।

প্রতি দিন প্রাতে দিও তুমি মাথে
শ্রদ্ধা ভক্তি করি তাঁর পদধূলি।
তাঁর আশীর্ব্বাদে থাকিবে মা সুখে
বলিও সকলে সুমধুর বুলি।
পদ সেবা কর পতির প্রফুল্ল অন্তরে,
চাহিও না কোন দ্রব্য তাঁ'কে অসন্তোষ করে।

এই কথা চিরদিন রাখে যেন তব মন,
আদরের হও বীণা, আমার কোলের ধন।
সেদিন চকিতের ন্যায় দেখে ছিনু ফণী ধনে,
তোমাকে লইতে এলে পুনঃ দেখিব নয়নে।
দূর পথ বলে তাহা সুবিধা হ'ল না
মনেই রহিল মম আশার কল্পনা।
যাহা পাঠাইতেছি একটি ফুল ও দূর্ব্বা ধান,

মম আদরের ফণী ধন তাঁহারে করিও দান,
এই মম শুভ আশীর্ব্বাদ,
শ্রীচরণামৃত পান করে হন যেন নিরাপদ।
আবার সুবিধা হলে পূজার সময়,
পতি পুত্র কন্যা লয়ে এস মা এথায়।
সকলকে দেখে পুনঃ সুখী হব মনে,
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিব ভগবানে।
গেঁথেছি যতনে আমি গোলঞ্চ ফুলের তোড়া,
স্নেহ করে পাঠাইতেছি হইয়া প্রফুল্ল ভরা।

শুভকামনা

বন ফুল আদরে লইয়া করে, পরিও মা হৃদি পরে,
আনন্দে সাজাইও পুত্র ধন ও বেবীবালারে।

ইতি তোমার মঙ্গলপ্রার্থী
মা

৮জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
৬ই বৈশাখ ১৩২৬ সাল।

শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

দয়াময় ভগবান করুণ কল্যাণ
পুনঃ সুসংবাদ মোরে করিও প্রদান।
মাগো বীণাপাণি
প্রায় পাঁচ মাস পরে মনে পড়েছে মায়েরে
দেখে বড় আনন্দিত হইয়াছি আমি।
হেরি তব হস্তাক্ষর যে প্রফুল্ল হ'ল অন্তর
তাহা কি জানাতে পারে এই সামান্য লেখনী,
তথাপি তোমাদের শুভ সংবাদ মা কিছুই দাওনি

শুভকামনা

বাঁকীপুর যাওয়াবধি সকলেরি শুনি ব্যাধি
স্থখবর কোন দিনও শুনি নাই,
ইহাতে হৃদয়ে আমি বড়ই বেদনা পাই।
অস্থখ সবারি হয় আবার সারিয়া যায়
(দশদিন পরে)
চিরদিন সুস্থ নাহি থাকে কোন নরে।

তোমাদের পীড়া হ'লে আমার অদৃষ্ট ফলে
ছাড়িতে চাহে না আর,
যতদিন আমি থাকিব জীবিত,
তোমাদের তরে রহিব চিন্তিত
দেখিতেছি এই বাঞ্ছা বিধাতার।
চির দিনের ঘর হইল সেখানে
সুস্থ আছ সবে জানিলে পরাণে
হইব আমি স্থখী,
এ লিপি কি কভু দেখিবে আমার আঁখি ?
থেক সাবধান মাগো, ওমা বীণাধন
অনিয়ম কিছু করিও না আর,
পিত্তি বড় পড়াও তুমি এই চিন্তা হয় আমার।
স্নেহের বীণাপাণি
খুলিয়া সে কথা লিখিও আমায়
আসিবে কি তোমরা পূজার সময়,
পূর্ব্বে শুনেছিনু আমি বেহান ঠাকুরাণী
পূজার সময় আসিবেন কলিকাতায়।

পাকা দেখিবেন মিনুকে তখন,
শারীরিক তিনি এখন আছেন কেমন ?
তাঁর স্নেহ যত্ন গুণে তোমাদের কারণে
অনেক সুস্থির থাকে আমার অন্তঃকরণ,
জানাইও তুমি তাঁরে আমার প্রণাম।

মোর খোকামণি আর মম বেবীরাণী
তাতগণের স্নেহলাভ করিতেছে জেনে
তোমার দিদিরাও অতিশয় ভালবাসেন শুনে
অতি প্রফুল্লিত হয়েছে আমার মন।
বাটীর শুভ সমাচারে করিবে আনন্দ দান
মম স্নেহাশিস কনিষ্ঠদের করিও প্রদান।
বেবীরাণী তার দাদাবাবু ও দিদিমাকে রেখেছে স্মরণ
তাহাতে অতি পুলকিত হইল মোদের মন।

মম স্নেহের ভাই বোন্ আর পিতা মাতা ধন
সবাকে হেরিতে বাঞ্ছা করিছে নয়ন।
পূজার সময় যদি আসা হয়
হেরি তোমাদের জুড়াইব প্রাণ,
আমার আদরের বাবা ফণী
আদরের বেবী ও খোকামণি
সকলকেই রেখ অতি সাবধান।
শ্রীচরণামৃত সকলকে দিও প্রতি দিন
ভক্তি পূর্ব্বক আপনি করিও পান

শুভকামনা

সর্ব্ব ব্যাধি কৃপাময় ভগবান করিবেন নিবারণ,
মহৌষধি চরণামৃত এই বিশ্বাস যেন রাখে মন।
এই শুভ আশীর্ব্বাদ করিতেছি দান
সদা হৃদয়ে জাগ্রত হউক অভয় চরণ।
ঈশ্বর চরণে আমি করি এই প্রার্থন।
পতি পুত্র কন্যা সনে সতত আনন্দ মনে
সুস্থ দেহে চিরদিন সুখে থাক আদরের বীণা ধন।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
২৫শে ভাদ্র ১৩২৬ সাল।

শ্রীহরি চরণে

প্রার্থনা।

আজ হেমন্তে মা বীণাপাণি
পতি কন্যা খোকামণি
লইয়া এসেছেন মোরে দিতে দরশন,
ধন্যবাদ তাঁরে দাও হৃদি পূরে
যাঁর দয়ায় এই বনালয় হইল সুখধাম।
আদরে লয়ে মায়েরে
কোলের ধন কোলে করে,
অদর্শন যাতনা এবে কর নিবারণ,
জুড়াও এখন তুমি তাপিত পরাণ।
আদরের ~~বাবা ফণী~~ দিদি বেবী খোকামণি
দু'জনার চাঁদ মুখ আদরে কর চুম্বন,
হয়েছে এখন তব প্রফুল্ল আনন।
আদরে কি দিবে আর
স্নেহ নীরে সবাকার
করাও আজি গো তুমি স্নান
ইহাই সম্বল তোমার জীবনের ধন।

শুভকামনা

বন ফুল শুভ চন্দন
আদরেতে এই ভূষণ
পরাইয়া সুখী কর মন,
মায়েরে পরায়ে দাও সিন্দূর রত্নাভরণ।
ধান দূর্ব্বা বাবার শিরে
দাওরে আনন্দ ভরে
প্রেমানন্দে শ্রীচরণামৃত সকলকে করাও পান
দয়াময় করিবেন সবার কল্যাণ।
রাখিও প্রভু আমার এই শুভ দিন
মাগিতেছি পদে সবে নিরাপদে
থাকে যেন চিরদিন।
আসি দেবী গঙ্গা তীরে
আজ কমল শ্রীকরে
সকলের শিরে শুভ আশীর্ব্বাদ করহ অর্পণ।
চির শান্তি রয় ওহে কৃপাময়
দান কর সুদীর্ঘ জীবন।
প্রভু হইয়া তুমি জননী
খালাস করিয়া দিও মম স্নেহের বীণাপাণি।
নিরাপদে মা ষষ্ঠী দেবী করি পূজা,
বসন্তে বীণাপাণি মাতা,
পতি সনে ফুল্ল মনে
আসিলে পুনঃ এখানে
লয়ে তিনটী সন্তানে
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিব অভয় চরণে।

শুভকামনা

পূর্ণ হয় যেন এই বাসনা জানাতেছে দীন কন্যা
হরি হে তব সদনে
আদরের মা মণি বীণাপাণি
আদরের বাবা মণি মোর ফণী
বনবাসী মার স্নেহাশিস হার
আদরে কণ্ঠে করহ ধারণ।
লয়ে খোকামণি আর বেবীরাণী
সতত স্মরণ কর দয়াময় হরি চরণ
ঈশ্বর কৃপায় লভ' আবার নব সন্তান।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের জননী

৺জাহ্নবীতট শনিবার
বরাহনগর ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল

জয় জয় শ্রীশ্রীজগদীশ জয়

——:o:o:——

চরণ পঙ্কজে কর ধন্যবাদ দান ওরে মন, ভরে প্রাণ
যিনি কৃপা করে জননী হয়ে খালাস করে
দিলেন নিরাপদ করি বীণাধন।
কল্য সন্ধ্যা হ'তে নয়টা অবধি ছিনু অতি উচাটন,
তার পর স্নেহের ভ্রাতা আসিয়া নলিন,
করিলেন মোরে সু-সমাচার দান,
তখন পাইল শান্তি আমার জীবন।
শুনি নাই ব্যথা কবে এখানে আসিবে মাতা
তাহাই ভাবিতেছিল মোর মন ;
জানিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মন প্রভু হয়ে অতি কৃপাবান,
নিশীথে দেখালে তাই কোন চিন্তা আর নাই
হয়েছে মা বীণাপাণির একটি পুত্র সন্তান,
আশ্চর্য্য হইলাম তখন হেরি ফলে ফুলে
প্রাতে এই শুভ সংবাদ পুনঃ প্রেরণ করিলে।

৩২৯

শুভকামনা

পাই যেন চির দিন

বিশ্বনাথ তব দয়া   সুখে দুখে না থাকি ভুলিয়া

কভু অভয় চরণ,

হৃদয়াসনে সতত থাকিও বিরাজমান।

মাগিতেছি এই ভিক্ষা   করুণাময় দীন সখা

করে দাও উপশম ভেদাল ব্যথার যাতনা

শুনি যেন হইয়াছে সুস্থ, মোর আদরের বীণা।

নিরাপদে মাতা পুত্রে রাখিও সূতিকাগারে,

কৃপাময় যাচি এই তোমার শ্রীপদ 'পরে,

করি মা ষষ্ঠীর পূজা   এথা এলে বীণামাতা

পতি কন্যা পুত্র দু'টি সনে,

হেরি সুস্থ সবার চাঁদ বদন   প্রফুল্লিত হইবে মন

মহানন্দে ধন্যবাদ দিব অভয় চরণে,

ইতি বীণাপাণির জননী

৺জাহ্নবীতট   মঙ্গলবার

বরাহনগর   ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রীজগদীশ

চরণে প্রার্থনা করিতেছে বীণাপাণির মা
বীণাপাণির শুভ জন্ম দিন।

বরাহনগরে   জননী জাহ্নবী তীরে

আজি প্রাণ ভরে মন গাওরে
জয় জয় জয় জগদীশ নাম।
যাঁর কৃপায় বীণাপাণি করিলেন
নিরাপদে একুশ বৎসরে আজ আরোহণ,
সেই চরণ সরোজে করি ভকতি প্রণাম,
প্রেমানন্দে গান কর জয় ব্রহ্ম সনাতন।
হে প্রভু মঙ্গল ইচ্ছায় তোমার
রাত্রি ৮টা ১মিনিটে তেরই পৌষ মঙ্গলবার
অষ্ট বৎসর পরে ১৩০৫ সনে
চন্দ্রগ্রহণ দিনে
ডায়মণ্ড হারবারে   পাইনু ধন কোলের উপরে,
কতই যাতনা সয়ে, মাতা বীণাপাণি।

শুভকামনা

তখন তব কৃপায় হইতে ছিল জয় জয়
সকল ভুবনময় শুভ হরি ধ্বনি।
বাজিল মঙ্গল বাদন কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ রতন,
পিতঃ, তব করুণায় সে সময় আনন্দময়
হয়ে ছিল জগজ্জন
ধরায়ে এলেন যখন মা আমার বীণাধন।
নিরখি হইনু সুখী জননীর চন্দ্রানন,
সকল বেদনা তখন হইল উপশম,
মায়া দেবী হৃদি রাজ্যে করিলেন আগমন,
আদরে লইনু বক্ষে জুড়াল জীবন।

মঙ্গলবারে করেছেন মাতা সর্ব্ব মঙ্গলা শুভাগমন
প্রভু তব শুভ আশীর্ব্বাদে পালিয়াছি নিরাপদে
দিয়াছ তুমি মায়েরে সর্ব্বগুণময় স্বামী।
দয়ায় তোমার আজি মা আমার
বসিয়া সূতিকাগারে খোকা মণি কোলে করে
হইয়া জননী

মাগিতেছি পায় ওহে কৃপাময়
নির্ভয়ে সূতিকাগারে রক্ষা কর তুমি।
হে দেব আজ কর শুভ আশীর্ব্বাদ,
দিয়ে মার মাথে শ্রীকমল হাত।
পতি কন্যা পুত্র দু'টী লয়ে মোর বীণা সতী
সুদীর্ঘ জীবনে সবে শান্তি সুখে যেন রয়,

শুভকামনা

ধৰ্ম্মে রাখিও মতি তব শ্রীপদে ভকতি

থাকে যেন সকলের চির সুস্থ কায়,

যাচি আজ অভয় পদে এই দয়াময়।

নিরাপদে ষষ্ঠী দেবী রূপে পূজা

করি মোর বীণামাতা

পতি সনে ফুল্ল মনে লয়ে তিনটী সন্তানে,

নির্ব্বিঘ্নে এলে এখানে,

প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিব করুণ চরণে।

পরাব মায়েরে আল্তা সিন্দূর ফুল চন্দন,

শ্রীচরণামৃত আনন্দে করাব পান,

সকলের মাথায় দিব শুভ দূর্ব্বাধান,

বনবাসী হই আমি, এই আমার মহাদান।

প্রভু হে রাখিও চির মোর এই শুভ দিন,

আজি শুভ জন্মদিনে কি আছে দিব গো আর,

বীণাপাণি, কণ্ঠে পর মায়ের শুভ স্নেহাশিস হার।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
১৩ই পৌষ ১৩২৬ সাল

জয় জয় শ্রীহরি জয় জগদীশ

-:o:—

আজি এই শুভ দিনে প্রেমেতে আনন্দ মনে
করি গান জয় জয় জয় পরমেশ,
নিরাপদে বিভাবরী করিনু প্রভাত,
জয় জয় শ্রীহরি জয় জগদীশ।

যাঁহার কৃপা বলে মণি নব খোকা লয়ে কোলে
ধরে কন্যা পুত্র কর সহিত নিজ পিতার,
করেছেন মা বীণাপাণি শুভ আগমন,
পুনঃ ষষ্ঠীতে আজ শ্রীপঞ্চমী হইল মম ভবন।

জগত জননী কমলা হয়ে মা ষষ্ঠী শীতলা
রাখিতে শীতল এ তাপিত প্রাণ,
অতি দয়াশীলা সাথেতে আনিলা
আমার কোলের ধন,
আদরে লয়ে সবারে কোলের ধন কোলে করে
জুড়াই এবে জীবন!

শুভকামনা

হেরিনু যাঁর করুণায় সকলের চন্দ্রানন,
শান্তিময়ী মাতা গঙ্গা তীরে
বসি আজ আঁখি প্রেম নীরে
ধোয়াইয়া দাওরে মন মঙ্গল চরণ তাঁর,
প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দান কর প্রেম উপহার।
যাঁর দয়ায় এই বনালয় হইল আজি সুখময়
মায়েরে পরায়ে দিয়ে শুভ চন্দন সিন্দূরাভরণ,
বন ফুল শ্রীচন্দনে ভগিনী ও ভ্রাতাগণে
আনন্দে কর সাজন।

ফুল্ল মুখে চাঁদ বদন করবে তুমি চুম্বন
আদরে আজি সবার,
বনবাসী দিদিমার মূল্য ধন কি আছে আর
যতনে প্রদানিবে শুভ উপহার।

প্রাণ ভরে বক্ষে ধরে দাওরে প্রেমালিঙ্গন,
প্রেম ফুলে সাজাও আজি দয়াময় বিভুচরণ,
কানাই বলাই কোলে করে
ভক্তি ভরে নমি তাঁরে সার্থক করি জীবন।
মাগি প্রভু পায় ওহে দয়াময়
কৃপায় করিও দান এ দু'টী শিশুরে তুমি প্রেমধন,
তব অনুগত হয় যেন মহাভক্ত এই দুই জন,
মোর দাদামণি কৃষ্ণদাস আর মণি ভাই রাধানাথ
প্রাণ ভরে করিতেছি এই নিবেদন।

শুভকামনা

মম লক্ষ্মী বেবী দিদিমণি হে জগৎস্বামী
প্রেমিকা হয়েন যেন তুল্য রাধারাণী।
লয়ে শ্রীচরণামৃত হয়ে অতি হৃষ্টচিত
এই অমূল্য রতন করি সকলকে প্রদান,
পান করে হও সবে সুস্থ ও বলবান।
বনবাসী দিদিমার এই স্নেহ ধন,
মঙ্গল প্রার্থনা করি ঈশ্বর সদন।
আজি দয়াময় হইয়া সদয়
শ্রীকমল করে সকলের শিরে
শুভাশিস কর দান,
সুদীর্ঘ জীবনে সুপবিত্র মনে
সুস্থ থাকে যেন শান্তিতে চিরদিন
মঙ্গল পদে করি ইহা নিবেদন।
বাবা ফণী সনে পুনঃ করাইও সবে শুভ দরশন,
ধান দূর্ব্বা দিয়া মাথে শুভ স্নেহাশিস করি সবাকে
সতত ভক্তিতে রাখিও চিতে
দয়াল হরির অভয় পদ, থাকিবে সদা নিরাপদে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা ও দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
২৩শে মাঘ ১৩২৬ সাল।

জয় শ্রীজগদীশ জয়

:০:০:-

হে বিভু করুণাময় তোমার মঙ্গল নাম
আনিয়াছে নব বর্ষে আজি এই শুভ দিন।
পতি সনে বীণাপাণি রবি ছবি দু'টি মণি
সাথে লয়ে বেবীরাণী তোমার কৃপায়,
ফুল্ল মনে মা আমার চলিলেন নিজালয়।
হইবে হেন সুদিন করেনি মন একদিন
হইল কেবল প্রভু তোমার দয়ায়,
এর চেয়ে সুখ মোর আর কি আছে ধরায়।
তথাপি যাইবার কথা শুনি ব্যাকুল হয়েছে প্রাণী
যদিও আমি পাষাণী জানাব কি আর,
সেই দিন হ'তে আঁখি ঝরিছে সদা আমার।
নিত্য কারে পাঠাইব ক্ষীর ও সর,
পাষাণেতে মায়া কেন রহিয়াছে আর,
এস নাথ দয়া করে বনে এ দীন কুটীরে,
আজ বিমিশ্রিত নীরে ধুয়েদি পদ কমল,
কৃপায় হৃদয়ে রাখ অভয় পদ যুগল।

শুভকামনা

মাগি হে চরণে মায়েরে যতনে
চির দিন সাজাইব সিন্দূর ফুল চন্দনে,
যত দিন জীবিত থাকিব এ ভুবনে,
নাহি কোন আর প্রয়োজন আমার মূল্য ধনে ।
শ্রীমঙ্গল করে আজি মার শিরে
শুভ আশীর্ব্বাদ কর প্রভু দান,
পতি শিরোমণি তনয়া হৃদয় মণি
নয়ন মণি দু'টি সন্তান,
সকলের সনে সুস্থ শান্তি মনে
বীণাপাণি মা আমার রহে যেন সুখে
সুদীর্ঘ জীবন প্রভু, দান কর তুমি সবে ।
জননী জাহ্নবী তীরে আজি আমি প্রাণ ভরে
অভয় চরণ'পরে করি এই নিবেদন
করুণায় কর গ্রহণ ভকতি প্রণাম ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
মা

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ৮ই বৈশাখ ১৩২৭ সাল।

প্রার্থনানন্দ গান

ভরসা মঙ্গলময় শ্রীহরি চরণ।

শুভ উষা বলিছেন গাও জয় ব্রহ্ম নাম
আজ মণি ছবি ধনের শুভ অন্নপ্রাশন,
দয়াল নাম সুধা রসে মনরে হও মগন,
যাঁর কৃপায় আজ মণি ভাই
ছবি ধনের শুভ অন্নপ্রাশন।
বলরে মন জয় জয় হে সচ্চিদানন্দময়
করুণা করে আমারে এস এই বনাশ্রম,
বসে মা গঙ্গার কোলে আনন্দের প্রেম জলে
কমল পদ ধুয়ে দিয়ে প্রেমার্ঘ করি প্রদান।
যাচিতেছি পায় প্রভু দয়াময়
তব প্রিয় সন্তানে দাও সুদীর্ঘ জীবন
মঙ্গল কর শিরে তার করহ অর্পণ।

করি এই নিবেদন আজ শুভ অন্নপ্রাশন,
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন
লয়ে থাক্ সুখে মণি ছবি ভবে
অধরে তার সুধা হাসি রেখ অনুক্ষণ।

শুভকামনা

জানাতেছি শ্রীপদে রাখিও তারে সুস্থ দেহে
প্রভু তুমি কর এই দান,
দয়া ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ক্ষমা জ্ঞান শক্তি,
বিশ্বাস ও বিদ্যানিধি সরলতা ও শান্তি,
প্রেম রত্ন অমূল্য ধন,
তার চন্দ্র মুখে সুধা হাসি করাও মোরে দরশন,
হেরিয়া প্রফুল্ল হউক আমার অন্তঃকরণ।

সুপ্রভাত হ'ল রজনী উদিল শুভ দিনমণি
আজ ভাই মণি ছবি ধনের শুভ অন্নপ্রাশন
উঠ আমার বাবা ফণী
উঠ মাতা বীণাপাণি
কন্যা পুত্রগণে তুলে সকলকে লইয়া কোলে
প্রাণ ভরে গাও জয় জগদীশ নাম,
যাঁর অনুগ্রহে আজি শুভ অন্নপ্রাশন।
ভক্তি ভাবে তাঁর পদে
করিয়া প্রণাম
তবে সবে নিজ কার্য্যে হস্ত কর দান।
হাসি মুখে মা বীণাপাণি, কোলে লয়ে ছবি মণি,
করিয়ে দাও গো শুভ স্নান,
শ্রীচরণামৃত তার মুখে দিয়ে দুগ্ধ পান করাইয়ে,
শুভ নব পট্ট ধুতি পরাইয়ে,
হইয়া প্রফুল্ল মন

শুভকামনা

আদরে যতন করে সাজায়ে দাও মা তা'রে
আজি শুভ দিন বরের মতন ;
পাউডার ও সুগন্ধি মাখাইয়া,
নাসিকায় তিলক দিয়া,
পরাইয়ে দাও মাগো ললাটে শুভ বর চন্দন ।

আজি শুভ দিনে সাজিছে আদরের ছবি ধন
পদ্ম চরণ পদক দাওহে হরি হৃদয় ভূষণ,
পদক রতনে হৃদি হউক সুশোভন.
প্রভু মোর এই আকিঞ্চন,
সুন্দর তারে দেখে যেন জগতের জন,
পরিয়ে দিয়ে শুভ ফুলের মালা, শোভা করে দাও মা গলা,
দাও গো মা টোপর তুলে মস্তক উপর,
তব কোলের ধন মা, ছবিমণি সাজিতেছে আজ বর
নিরখিয়া অতি সুখী হইতেছে মম অন্তর,
চন্দ্র মুখখানি সুধা হাসি ভরা হেরিতেছি তার ।

ঈশ্বর কৃপায় পুনঃ
শুভ বিবাহের দিন
সিন্দুর পরে আনন্দে মা সাজাইও তারে আবার,
যাচি এই ভিক্ষা বিভু পাদ পদ্ম 'পর ।
আজ ভাই মণি ছবি ধনের শুভ অন্নপ্রাশন,
দাদা ভাই রবি মণি মণি দিদি বেবীরাণী
সাজায়ে দাও আনন্দে আজি শুভ দিন ।

শুভকামনা

ভাই ছবি মণির সনে, তাহারাও দুই জনে,
করিবে হরষ মনে প্রসাদ ভোজন,
শ্রীচরণামৃত তোমরা সকলে করিও পান।
ভাই ছবি মণি করিয়াছেন ঠাকুর প্রণাম
জগদীশ শুভাশিস কর তারে দান।

প্রসাদ ভোজন পরে ধান দূর্ব্বা দিয়া শিরে
করিলে সকল গুরুজনে শুভ আশীর্ব্বাদ,
মোর আদরের বাবা ফণী আদরের মা বীণাপাণি,
স্মরিয়া মঙ্গলময় পরমেশ পদ
ফুল্ল মনে দুইজনে মস্তকে ধান দূর্ব্বা দানে
মণি আদরের ছবি ধনে কর স্নেহ আশীর্ব্বাদ।

আদরের রবি মণির আদরের বেবী রাণীর
মাথে দাও ধান দূর্ব্বা শুভ স্নেহাশিস হাত।
শুভ দূর্ব্বা ধান সোনার বোতাম
দিয়ে হর্ষান্তরে করিছেন আদরে
ছবি মণির দাদাবাবু শুভাশিস প্রদান
দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে থাক চির দিন।
দিদিমা আদরের ধনে শুভ ধান দূর্ব্বা দানে
পুলকিত হয়ে করিছেন এই স্নেহাশিস দান
লয়ে প্রীতি ও সুদীর্ঘ জীবন
অমূল্য রতন অভয় হরিচরণ,
মণি ভাই ছবি হও ভকত প্রধান।

শুভকামনা

আসিলে এথায় সাজাব তোমায়
সে দিন বনফুলে চন্দনে মনের মতন,
আদর করিয়া কমল হাসি বদন,
হৃদে তুলে করিব চুম্বন,
মহানন্দে শ্রীচরণামৃত করাইব পান।
সুস্থ থাক চির দিন এই বাসনা করে মন
মণি ভাই ছবি ধনের আজ শুভ অন্নপ্রাশন।
মাগি এই যোড় করে ভগবান কৃপা করে
আজি এই পরিবারে সবে দাও দীর্ঘ জীবন।
সুমঙ্গল কর দান শান্তিময় থাক্ ধাম
নিত্যানন্দে তব জয় নাম হউক কীর্ত্তন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা ও দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
৯ই শ্রাবণ ১৩২৭ সাল

প্রার্থনা

হে নিরাকার প্রভু পরাৎপর
দেখিনু প্রভাতে স্বপনে
হৃদয়ে ধরেছি আমি আদরের মা বীণাপাণি
আমার কোলের ধন হৃদয় রতনে।
তদবধি মম চিত্ত তৃষিত চাতক মত
যাচি হে শান্তি বারি তোমার শান্তি চরণে।
দেখায়ে মায়েরে মোর আঁখি তৃষ্ণা কর দূর
বিশ্ব পিতা এই ভিক্ষা তব বিদ্যমানে।
পতিরত্ন পুত্রগণ আদরের কন্যা ধন
লয়ে আসেন মা বীণাপাণি যেন হাস্য বদনে।
তোমার কৃপায় হেরিয়া সবায়
আনন্দে বসি মা গঙ্গার কোলে,
দিব ধন্যবাদ যুড়ি দু'টি হাত
জয় বিভু দয়াময় সত্য সনাতন ব'লে।
এই নিবেদন প্রভু নিরঞ্জন
দীর্ঘ আয়ু দান কর সর্ব্বজনে,

শুভকামনা

শান্তি সুখ রয় স্বস্থ দেহ হয়
যেন শ্রীচরণামৃত পানে
বনবাসী হই আমি কি দিব আর যতনে।
পিতাকে আদরে স্নেহেতে দিব বন ফুল উপহার
ভগ্নী ভ্রাতাগণে চাঁদ মুখ চুম্বনে
দিয়ে বন ফুল করিব আদর,
আদরে মায়েরে পরাব শুভ সিন্দূরাভরণ,
আজিকার এই প্রার্থনা করিও পূরণ।
অভয় চরণে রাখিও এ দীনে
প্রভু এই আকিঞ্চন
শ্রীপদে বিশ্বাস যেন থাকে চিরদিন।
করুণায় গ্রহণ কর ভগবান
হরি মোর ভকতি প্রণাম।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
২১শে আশ্বিন ১৩২৭ সাল

প্রার্থনা

ওহে হরি দয়াময়,
আশায় নৈরাশ কেন করিলে হে আমায়,
কাল সারা দিন আশা করে
নিরাশ হইনু সন্ধ্যা'পরে
লিখেছেন বাবা ফণী যাইবেন কৈলোয়ারে।
ঘুচাও আমার ভ্রম তব পদে রাখ মন
মায়া যেন বলবতী হ'তে আর নাহি পারে,
তুমি হে মঙ্গলময়,
চিনিতে কে পারে তোমায়
অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে দেখি কোন্‌টা লেগে যায়।
এনেছ মা গঙ্গার তীরে,
কৃপায় জ্ঞান জ্যোতিঃ দাও আমারে,
তমো যেন নয়ন হইতে অপসারিত হয়,
হেরি হে সত্যের জ্যোতিঃ মঙ্গলময় মূরতি
অভয় পদে এই ভিক্ষা মাগি হে করুণাময়,
বনাশ্রমে শান্তি যেন হৃদয়ে সতত রয়।

তোমার সন্তান সবে　　　　　স্বস্থ যেন থাকে ভবে,
　সম্পূর্ণ সারিয়া যেন আসেন হইতে কৈলোয়ার,
পুনঃ পদ্ম হাত বুলাইয়ে,　　　　দাও প্রভু সবার গায়ে,
　ভাই মণি রবি ছবি মণির লুকায়ে যাক্ লিভর।
আদরের বাবা ফণী　　　　　মণি দিদি বেবীরাণী
　মা মণি বীণাপাণি থাকে স্বস্থ শান্তি মনে,
　দীর্ঘায়ু করহে দান সবে নিজ দয়া গুণে।
　শ্রীচরণে করিতেছি এই নিবেদন
　শেষ বাঞ্ছা হয় যেন পূরণ,
ভক্তি প্রণিপাত　　　　　হে বিশ্বনাথ
　কৃপাময় প্রভু করহে গ্রহণ।

৺জাহ্নবীতট　　　　　শনিবার
বরাহনগর　　　　　২৩শে আশ্বিন ১৩২৬ সাল

শ্রীহরি সহায়

——:o:o:——

মা মণি বীণাপাণি তোমার স্নেহ লিখন
পাইয়া বহুদিন পরে প্রফুল্ল হয়েছে মন।
তোমাদের কোন কথা তাহাতে নাহিক লেখা,
আমাদের কথা লয়েই পত্রখানির আয়তন,
তোমরা কেমন আছ লেখ নাই এক লাইন
ইহা কি মায়ের ভাল লাগে মা কখন ?
এই বার প্রত্যুত্তরে তোমাদের সুখবরে
ভগবান কৃপায় করিও মায়েরে সন্তোষ দান।

মোদের তরে বৃথা চিন্তা করে
কেন সদা কষ্ট পাও মা বীণা ধন,
বেশী জলে আমি আর যাই না এখন,
জানত সময় মোর না থাকায়
লিখিতে বিলম্ব হয়,
পাও তব পিতার পত্রে সংবাদ প্রায়।

তাহার কারণ চিন্তা অকারণ
তবে কেন কর আর,

বিশ্বাস নির্ভর রেখ ঈশ্বর উপর।
তোমার ছোট পিসিমা সাড়ে তিন বৎসর পর
দেখেছেন চেহারা কিছুই খারাপ হয়নি' আমার।

অধিক আর কি লিখিব হৃদয় রতন,
বেহান ঠাকুরাণীকে জানাইও আমার ভকতি প্রণাম,
মম আদরের কনিষ্ঠদের প্রদানিও কল্যাণ।

বনবাসী মার মা দুর্গাপূজার
স্নেহ উপহার পরিও মাথে, আদরের সিন্দূর ভূষণ
শুভ দূর্ব্বা ধান বাবা ফণীর কারণ
আর ভগ্নী ভ্রাতাদের তরে,
বন ফুল পাঠাতে নারিলাম দূরে
আল্‌তা পরিও নিজে আর পরাইও বেবীরাণীরে
শ্রীচরণামৃত ভক্তিতে সকলকে করিও দান,
ও আপনি করিও পান
পাঠাইনু যতনে,
দিয়াছি পবিত্র মনে জগদীশ চরণে
হরি দয়াময় হইয়া সদয় রাখিবেন সুস্থ সন্তানে।
জননীর স্নেহাশিস করহ গ্রহণ।

শুভকামনা

পতি সনে ফুল্ল মনে

লয়ে পুত্রদ্বয় ও কন্যাধন

আনন্দেতে গান কর পরমেশ নাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

তোমাদের মা

৺জাহ্নবীতট শনিবার

বরাহনগর ৩০শে আশ্বিন ১৩২৭ সাল।

শ্রীহরি পদাম্বুজে প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ।

পাষাণী হয়ে বনেতে করিতেছি বাস,
প্রভু ছিঁড়িতে নারি তথাপি এ মায়ার ফাঁস,
বেবীরাণীর পত্র পেয়ে মোহিত হয়েছে হিয়ে,
মাগি হে চরণে পুনঃ দেখাও শ্রীনিবাস।
আদরের বেবী দিদিরে বাবা মা ভাই দিগরে
হেরি বরাহনগরে এই অভিলাষ।

শুভকামনা

দীর্ঘায়ু সবে দানে   শান্তি রেখ হে মনে
মা গঙ্গার তীরে মম এই আকিঞ্চন।
আদরের সকলে সুস্থ থাকে যেন ভগবান
গঙ্গা মার তীরে   অভয় পাদপদ্মোপরে
করি হে ভক্তি প্রণাম।

কৃপায় করহ গ্রহণ   প্রভু নিরঞ্জন
শেষ বাঞ্ছা কৃপাময় এই বার কর পূরণ
পদ্ম চরণে হরি করি নিবেদন।
আদরিণী বেবী মণি   তোমার লিপি খানি
পাইয়াছি কত দিন ভাই,
সকলে ভাল আছ জেনে   সুখী হইয়াছি মনে
সময়ের অনাটনে লিখিতে পারি নাই
বিলম্ব কারণে তব কাছে ক্ষমা চাই।

মণি দাদা রবি   ভাই মণি ছবি
দিদি দাদাবাবু বলিছে দিদিমা
এ মধুর কথা শুনিতে হতেছে বড় বাসনা।
দিদি বেবীরাণী,
আজ কাল বেশ ফুল হইতেছে ভাই,
পাঠাতে পারি না বলে বড় ব্যথা পাই,
এখানে আসিলে পরে   মনের মতন করে
সাজাব সকলে ফুলে এই ইচ্ছা সদাই,
যাচি বিভু পদে তাই।

শুভকামনা

নিত্য তুমি মার কাছে লেখা পড়া করিও বসে
শিখিলে আপন হাতে লিখিবে উল্লাসে,
মাকে লিখে দাও ব'লে বলিতে হবে না আর
হইব প্রফুল্ল আমি দেখে তব হস্তাক্ষর।
হও তুমি বিদ্যাবতী গুণময়ী বুদ্ধিমতী,
সময়ে লভিবে পতি রূপ গুণাধার,
রাখিও ধর্ম্মেতে মন পাইবে যোগ্য ভবন
করিতেছি নিবেদন হরি পদে অনিবার।

বালিকাকে রেখ সুখে
চির দিন হে ঈশ্বর
আত্মীয় ও ভ্রাতাগণে পিতা আর মাতা সনে
শান্তিতে দীর্ঘ জীবনে থাকে নিরন্তর,
সিন্দূর কৌটায় সেজে অবনী ভিতর।

আদরের বেবীরাণী দাদিয়া ঠাকুরাণী
তোমাদেরে লয়ে আসিবেন কলিকাতায়
দয়াময় বিভুর কৃপায়
শুনে পুলকিত হইয়াছে চিত
নিরখি সকলে, মোরা হইব প্রফুল্লময়।
আমার ভক্তি প্রণাম তাঁহার চরণে দান
করিও ভাই তুমি।
সকল আদরের কনিষ্ঠদের
স্নেহাশীর্ব্বাদ করিতেছি আমি,

শুভকামনা

কুশল সংবাদ দানে সুস্থ রেখ প্রাণী,
মোরা সবে আছি ভাল জানিও ভাই তুমি।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের দিদি মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
২৯শে বৈশাখ ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা, শুভাশীর্ব্বাদ
ও
আনন্দোৎসব

জয় জয় জয় জগদীশ্বর জয়
মা গঙ্গার তীরে প্রাণ ভরে গাওরে হৃদয়।
যাঁর মঙ্গল নাম করিল আনন্দ ধাম
আজি এই বনাশ্রয়,
আদরের বাবা ফণী এসেছেন মা বীণাপাণি
ভগিনী মোর বেবীরাণী,
ভাই রবি ছবি মণিদ্বয়,
প্রেমানন্দে গাওরে মন জগদীশ জয়।

শুভকামনা

যাঁর করুণার নীরে শুষ্ক হৃদি সরোবরে
ফুটিল কমল দল, ধন্যবাদ দাও তাঁরে,
প্রেম জলে নয়ন নদী বহিছে হে কৃপানিধি,
ধুয়েদি পদ কমল এস তুমি দয়া করে।
দীনের কুটীরে আজ হইয়াছে বিশ্বরাজ
তোমার কৃপায় শান্তি ধাম,
দুখীরে নেহারি সুখী মা গঙ্গা প্রফুল্ল মুখী
তুলিয়া প্রেম লহরী গাইছেন জয় ব্রহ্ম নাম।

তরুবর প্রেম ভরে নমিছে পাদ পদ্ম'পরে
বিহঙ্গমে গাহিতেছে বৈকালিক গান,
জয় জগদীশ্বর জয় সত্য সনাতন।
বন লতা সখী যত তোড়া মালা ধরে কত
দাঁড়ায়ে রয়েছে সবে পূর্ণ মনস্কাম।
মাতা ভাগীরথী কূলে সমীরণ কুতুহলে
ব্যজন করে সুবাস করিতেছে বিতরণ।
আদরের লয়ে সকলে বসে মা জাহ্নবী কোলে
সন্ধ্যাকালে অভয় পদতলে করি হে প্রণাম।
জয় জগদীশ্বর জয় নিরঞ্জন
কর প্রভু আশীর্ব্বাদ সন্তানগণেরে আজ
থাকে সদা নিরাপদ লইয়া দীর্ঘজীবন।
কায় যেন সুস্থ হয় চিরদিন শান্তি রয়
এই ভিক্ষা দয়াময় মাগি তব স্থান,
সিন্দুরাভরণে সেজে থাকে মা ধরার মাঝে
শুভ সিন্দূর ভূষণ আমি করিছে প্রদান।

শুভকামনা

আদরে বাবার মাথায় দিই শুভ দূর্ব্বাধান।
ভগিনী ও ভ্রাতাগণে বন ফুলে সুশোভনে
আদরে লইয়া চন্দ্র বদনে করি চুম্বন।
বনবাসীর এই শুভ দিন রেখ কৃপাময় চিরদিন
আজি মঙ্গল চরণে প্রাণ ভরে করি নিবেদন।
আনন্দে শ্রীচরণামৃত নিত্য করাইব পান
পিতা মাতার কোলে পুনঃ শোভে নব সুসন্তান।
বৎসর পরে এলে মা আগারে
আনন্দ করিতে দান প্রফুল্ল বদনি আজি,
পতি শিরোমণি সাথে বীণাপাণি
কন্যা পুত্রগণে লইয়া সাজি।
বনবাসী মাতা কি দিবে আদরে,
মায়ের শুভ আশিস ধর গো মা শিরে,
চির শোভা করি' সিঁথি মঙ্গল সিন্দূরে,
রতন পতি সনে তুমি সতী
গাও পরমেশ জয় আনন্দ ভরে।
তনয়া তনয়দিগরে লয়ে আদরে
দীর্ঘজীবী হয়ে সবে থাক ধরা'পরে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা ও দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ সাল।

প্রার্থনা

দর্শন শুভ কামনা।

হরি দয়াময় দীনের আশ্রয়
পড়ে আছি সিংহ বনে,
করুণা সাগর জগত ঈশ্বর
রাখিও হে তাহা মনে।
যে ক'দিন প্রাণ পাখী থাকে এ দেহ পিঞ্জরে
শান্তিময় শান্তি বারি প্রদান করিও তারে।
চিন্তা বিষে জর জর হইতেছে কলেবর
জান হে পরমেশ্বর জানাব কি আর তোমারে,
নিত্য অসুখের কথা নয়ন না ছাড়ে ক্ষুধা
কি হবে বিশ্বের পিতা মাগি হে চরণোপরে।
বুলাইয়া পদ্ম কর মণি রবির লিভার উপর
সুস্থ করে দাও শ্রীধর, মণি ছবি ও বেবীরাণীরে।
মা বীণাপাণি নিরাপদে সকলকে লয়ে সাথে
আসি দরশন দিয়ে জুড়ায় এ ব্যথিত প্রাণ,
এই ভিক্ষা পাদপদ্মে মাগিতেছি ভগবান।

বসে মা গঙ্গার কোলে কোলের ধন লয়ে কোলে
ধনের ধন লয়ে সকলে গাইব তব জয় নাম,
জয় হরি আনন্দময় হইল তব কৃপায়
আজি আনন্দিত বনাশ্রম।

কি দিব চরণে আর লও প্রেম অশ্রু ধার
ইহাই মম জীবনে আছে সার ধন।
তোমার মঙ্গল হাতে মা মণি বীণার মাথে
মঙ্গল আশিস কর দান,
চিরদিন পরিবেক সিন্দূর ভূষণ।

নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে চারিটি সন্তান লয়ে
পতি সনে পুনঃ এসে করিবে আনন্দ দান
দাও সকলকে হে প্রভু সুদীর্ঘ জীবন।

সিন্দূর মায়ের শিরে ফুল্ল চিতে নিজ করে
দিব সবার মাথায় আমি শুভ দূর্ব্বা ধান,
বন ফুলে সাজাইব করিয়া যতন,
পরাইয়া দিব ভালে সুগন্ধি চন্দন।
প্রেমানন্দে করাইব পান
অমূল্য চরণামৃত আমার রতন,
অভয় পদে ধন্যবাদ প্রাণ ভরে জগন্নাথ
করিব প্রদান মম এই নিবেদন
বাসনা করিও পূর্ণ প্রভু নিরঞ্জন।

শুভকামনা

গ্রহণ কর হে আজি ভকতি প্রণাম
জয় হরি দয়াময় ব্রহ্ম সনাতন।

৺জাহ্নবীতট — সোমবার
বরাহনগর — ৯ই শ্রাবণ ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা

মাগি হে জীবন ভিক্ষা।

দয়াময় হরি — করুণা তোমারি
নিরাপদে মোর রবি চাঁদে করহ প্রভু রক্ষা।
শ্রীচরণামৃত যখন পান করে,
ভক্তি ভরে — যোড় করে
প্রণাম তখনই করে.
শিশুর ভকতি — শুনিয়া শ্রীপতি
অতি বিস্মিত হ'ল আমার মন।
পেটে লাগাইবার তরে — অমনি জামা তুলিয়া ধরে
ভিতরে মহৌষধি রয়েছে তাহার জ্ঞান,

হইবে তোমার ভক্ত নতুবা কি এই মত
বুদ্ধি হয় দুগ্ধ পোষ্য বালকের, ভগবান ?
তুমি মোরে দয়া করে
দীর্ঘ পরমায়ু দাও তারে,
করিবে ভুবন মাঝে প্রভু তব গুণ গান।

সেবককে না রাখিলে বল এই ভূমণ্ডলে
কে আর গাহিবে হরি প্রেমে তব জয় নাম,
যাচিছে জীবন ভিক্ষা আজি অভয় পদে নিরঞ্জন।
হরি তোমার চরণে ফেলিয়া রবি রতনে
রেখেছে মা বীণাধন,
তুমি তারে কৃপা করে
তুলে দাও হাতে ধরে,
হৃদয়ে ধরুক পুনঃ হৃদয় রতন।

দিয়াছ তুমি তাহারে যতনে পালন তরে
প্রাণপণে করিতেছে তোমার কার্য্য সাধন
জীয়ন্তে মা মাতৃহীনা হয়েছে স্নেহের বীণা
করিও তুমি করুণা প্রাণ ভরে এই নিবেদন।

লয়ে পতি সন্তানাদি
চির শান্তি সুখে থাকে যেন,
সুদীর্ঘ জীবন প্রভু কর দান
সকলকে মণি রবির সাথে করাইও দরশন।

শুভকামনা

মা গঙ্গার তীরে   প্রেম ভরে

ধন্যবাদ করিব দান,

মঙ্গল চরণে আজি ইহাই প্রার্থন,

দয়াল হরি গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

রবি চাঁদের দিদিমা

৺জাহ্নবীতট   রবিবার

বরাহনগর   ১৫ই শ্রাবণ ১৩২৮ সাল।

র সহায়

৺কালী কৃষ্ণ ভিন্ন নয়।

মা গঙ্গার তীরে   মনরে প্রাণ ভরে

গাও তুমি জয় জয় মা কালীর জয়,

আজি এই শুভ দিনে   বাহুতে রবি ধনে

ধরেছেন কালী মায়ের মঙ্গল বলয়।

হেরিতে বাসনা কত   করিছে হৃদি অবিরত

দেখাইবেন জগম্মাতা সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোমায়

নির্ভয়েতে বিশ্বাসেতে
বল জয় জয় মা কালীর জয়।
রবি চাঁদে নিরাপদ করিবেন নাহি সন্দেহ
করুণা-গুণে মা কালী হয়েছেন যে প্রচারিত,
"সাধনের মায়ের" মুখে আজি তাহা শুনিলে কত।

দয়াময়ী কর দয়া দাও মোরে পদ ছায়া
শান্তিতে রাখিও হিয়া রক্ষ মাতা রবি ধন,
সুদীর্ঘ জীবন দানে তোমার ভক্ত সন্তানে
পদ্ম হস্তে কৃপাময়ী আজি শুভাশিস কর দান।
হউক সুন্দর কায় যেন পূর্ব্ব মত হয়
হাসি ভরা তার চন্দ্র বদন
শক্তিময়ী তার শক্তি রাখ এই নিবেদন।
রবি চাঁদের হাতে তব শুভ বালা মা থাকে যেন চিরদিন
ইহাই আজি প্রার্থন।

দাস করে রেখ তারে
আনন্দে গাহিবে মা কালী নাম।
দেখাইও কৃপা করে, রবি মণির কোমল করে
মা তোমার বালা ধরে হয়েছে কিবা শোভন।
লয়ে জনক জননী ভ্রাতা ও ভগিনী
এলে রবি মণি এই বনাশ্রম,
জয় মা আনন্দে ঐ অভয় পদে
করিব ধন্যবাদ অর্পণ,

শুভকামনা

এই আকিঞ্চন পূরে মনস্কাম
গ্রহণ কর মা আজি ভকতি প্রণাম।
ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
রবি মণির দিদিমা

আমার রবি রতন
মা কালীর শুভ বালা করেছ আজি ধারণ।
করি শুভাশীর্ব্বাদ থাক সদা নিরাপদ
লইয়া দীর্ঘ জীবন,
কালী কৃষ্ণ দাস হয়ে সতত ফুল্ল হৃদয়ে
জগৎ মাঝারে কর জয় নাম ঘোষণ।
মা কালীর দয়ায় আসিলে এথায়
তব চাঁদ মুখে করিব চুম্বন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

সোমবার
২৩শে শ্রাবণ ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা

হে জগদীশ্বর কৃপায় তোমার
প্রফুল্ল হইল মন,
নির্ব্বিঘ্নে মা বীণাপাণি প্রসবিয়াছেন
একটি তনয়া রতন।
প্রভু লও ধন্যবাদ রেখ নিরাপদ
মাতা ও কন্যায় সূতিকাগারে,
এই নিবেদন শ্রীমধুসূদন
তোমার অভয় চরণোপরে।
নিত্য সুসংবাদ দিও বিশ্বনাথ
শ্রীধর, আমার বন কুটীরে,
দীনের শরণ ঐ পঙ্কজ চরণ
যেন প্রেমানন্দে পূজি মা জাহ্নবী তীরে।
ভুলে নাহি থাকি দিবানিশি ডাকি
থেক হৃদি পদ্মাসনে,
বীণাপাণি মা মাতা ষষ্ঠী পূজা
করিয়া কোলেতে তনয়া রতনে।

শুভকামনা

লয়ে বেবীরাণী ও ছবি মণি
পতি গুণমণি সহ আসেন আমার বনে,
এই আকিঞ্চন সেই সহাস্য বদন
হেরি সকলের আনন্দ মনে।
শ্রীচরণামৃত পান করাইয়া ভগবান
আমি গাহিব জয় ব্রহ্ম নাম সবার সনে।
আজি এই প্রার্থন দাও সবে দীর্ঘ জীবন
কৃপাময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
বীণাপাণির মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
৯ই আশ্বিন ১৩২৮ সাল

শ্রীহরি

জয় সত্য সনাতন।

আদরের মা বীণাপাণি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব তুমি
হইয়াছে জেনে অতি সুখী আছে মন,
ভেদাল ব্যথায় কষ্ট মা তোমায়
দিয়াছে বড়ই এই কয় দিন।

মঙ্গলময় ঈশ্বর কৃপায়
ভরসা করি মাতা কন্যা সুস্থ আছ দুই জন ;
আজি শুভ পাঁচুটের দিন,
শুভ লাল সাড়ী প'রে,
আদরে হররাণী কোলে করে,
মা তুমি চোরা পথ্য করিও ভোজন,
সতত প্রফুল্ল রেখ মাগো তব মন।
এ মেয়ে সামান্যা নয় আসিয়াছেন ধরায়
তোমাদের জুড়াতে জীবন
সদা কাঁদে ওমা ওমা
স্নেহে ডাকে তোমায় জগতের মা,

শুভকামনা

আদরেতে স্তন্য সুধা করাইও পান,
এসেছেন নিতে তব আদর স্নেহ যতন।
রেখ তারে সাবধানে থেক তুমি সুনিয়মে·
নিরাপদে মা ষষ্ঠীর শ্রীপদ করি পূজন।
পতি সনে হৃষ্ট মনে লয়ে পুত্র কন্যাগণে
আসিয়া আমায় বনে আনন্দ করিবে দান,
আমার হৃদয় মণি মা বীণা ধন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বৃহস্পতিবার
১৩ই আশ্বিন ১৩২৮ সাল।

মঙ্গল জয় গান

——:o:o:——

জ্বালরে মঙ্গল দীপ, হ'ল শুভ সন্ধ্যার আগমন,
ছিটিয়ে দিয়ে পূত গঙ্গা জল
শুদ্ধ কর ঘর সকল,
ধূপ ধূনা দিয়ে কর আনন্দ বর্দ্ধন ও মঙ্গলাচরণ,
ভগবান করিবেন শুভ অধিষ্ঠান।

আজি হইল হররাণীর আটকৌড়ের শুভ দিন
অষ্ট শিশু অষ্ট কাটী
ধর করে পরিপাটি
বাজাও কুলা হাসি হাসি মধুর বাজন।

হইল আজি হররাণীর শুভ আটকৌড়ের দিন
ছড়িয়ে কড়ি জলপান
শুভ কার্য্য কর সমাপন
কুলা খানি ভাঙ্গ সবে করিয়া যতন।

শুভকামনা

আজি হইল হররাণীর আটকৌড়ের শুভ দিন
জলপান মিষ্টি সনে
খাও সকলে ফুল্ল মনে
আশিস কর তাহারে সুখে থাক চিরদিন।

হইল আজি হররাণীর শুভ আটকৌড়ের দিন
মাগি বিভু পাদপদ্মে
রেখ সদা নিরাপদে
হররাণী সনে সবাকে দাও হে দীর্ঘ জীবন।
হে প্রভু গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম
আজি হইল হররাণীর আটকৌড়ের শুভ দিন।

৮জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
১৬ই আশ্বিন ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা

——:o:o:——

জয় জগদীশ্বর দয়ার সাগর
তোমার দ্বারে ভিখারী আমি দেব নিরন্তর
মণি ছবি ধনের একশ' তিন জ্বর
কুঁচকিটি পাকিবে শুনে চিন্তায় আছি কাতর
মাগি এই দীন কন্যা অভয় চরণে
রক্ষা কর নিরাপদে মোর ছবি রতনে
হে শ্রীধর বিশ্বেশ্বর
কৃপায় কমল কর বুলাইয়া দিয়ে,
দুর্ব্বল অবোধ শিশু সুস্থ করে হে প্রভু
রাখহ শান্তিতে তুমি সকলের হিয়ে।
মা গঙ্গার তীরে এই বনপুরে
করযোড়ে প্রাণ ভরে করিতেছি নিবেদন,
ঐ মঙ্গল পদে মণি ছবি চাঁদে
দাও হে নাথ সুদীর্ঘ জীবন।
পিতা মাতা ভগিনিগণে লয়ে আসে যেন তটাশ্রমে
হেরি' সবার চন্দ্রানন ধন্যবাদ করিব দান,

শুভকামনা

লইয়া কোলেতে তুলে সাজাব চরণ ফুলে
আদরে দিব ভাই মণির ভালে শ্রীপদ শুভ চন্দন।
মা মণি ও ভগ্নিগণে মঙ্গল সিন্দুরাভরণে
সাজায়ে দিব হে বাবা মণিরে শুভ দূর্ব্বাধানে
শ্রীচরণামৃত সকলকে আনন্দে করাব পান
কৃপাময় গ্রহণ কর আজি ভকতি প্রণাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
ছবি চাঁদের দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বুধবার
১৯শে আশ্বিন ১৩২৮ সাল

প্রার্থনা

জয় জগদীশ্বরী জয়।

কত রূপে কত স্থানে কত নামে বিরাজ ধরায়
এস বাগ্‌রাণী কণ্ঠে ব'স
প্রণমি জননী তব রাঙ্গা পায়।
কর আশীর্ব্বাদ দিয়ে পদ্ম হাত
বাসনা যেন গো পূরণ হয়,
আজি গাই মা লক্ষ্মী দেবী ও দেবী কালী মায়ের জয়।

এসেছ মা লক্ষ্মী তুমি শুভ এই প্রদোষ কালে
মা গঙ্গাতীরে বন ভিতরে
কি দিব শুভ পদ কমলে,
লও মাতা ভক্তি পূজা প্রেম নয়ন জলে।
শ্রীচরণে করি স্তুতি থাকে যেন কৃপা দৃষ্টি
মা অভাব না হয় কখন, থাকিও হৃদি মন্দিরে
অলক্ষ্মী লইয়া পূজা যাও মা নিজ আগারে।
জয় জয় জয় মা কালী নামের জয়
গাওরে আজি হৃদয়

শুভকামনা

শুভ এ অমা নিশীথে এলেন মাতা ধরণীতে
দুর্ব্বল সন্তানগণে করিতে নির্ভয়,
আনন্দে গাও সকলে অভয়ার জয়।

জয় ত্রিলোকেশ্বরী এলে মা করুণা করি
আদরে কি দান করি চরণ সরোজে,
পড়িয়া রয়েছি দেখ এই সিংহ বন মাঝে।

মাগো

সদা চিন্তায় আকুল প্রাণ মণি ভাই ছবি কারণ
কিছুতেই জ্বর টুকু যাইছে না আর,
অভয় পদে নিবেদন তাই মা আমার।

দয়াময়ী কর রক্ষা পাদ পদ্মে এই ভিক্ষা
জ্বর যেন নাহি আর থাকে বাছার কায়,
মোর হৃদয় রতন ছবি দীর্ঘজীবী হয়।

মা বীণাপাণি শান্তি মনে পতি পুত্র কন্যাগণে
লয়ে থাকে ধরাধামে হয়ে নিরাপদ
তব শুভ হস্তে দেবী কর শুভাশীর্ব্বাদ।
সুদীর্ঘ জীবন সকলে প্রদান
কর মাতা দয়া করে,
সবারে দর্শন করাইও একদিন
আমারে এই বন পুরে।

শুভকামনা

মা জাহ্নবী কোলে লয়ে শান্তিতে সকলে
ধন্যবাদ দিব হৃদয় ভরে,
ভক্তি প্রণিপাত লও বিশ্ব মাতঃ
ও শুভ চরণ আজি পূজি প্রেমাসারে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
ছবি মণির দিদিমা

৺জাহ্নবীতট রবিবার
বরাহনগর ১৩ই কার্ত্তিক ১৩২৮ সাল।

প্রার্থনা

হে বিভু মঙ্গলময় আজি তব করুণায়
এসেছেন হররাণী হেরিবারে দিদিমায়
লয়ে ভ্রাতা ভগ্নী মাতা
প্রভু এই বনাশ্রয়
আসে মণি যেন পিতা সনে পুনঃ
নিবেদন এই বাঞ্ছা দয়াময়।
নিরখিয়া মুখ শশী আনন্দ সাগরে ভাসি
সুখে দুঃখে বিমিশ্রিত করেছ সংসার

শুভকামনা

হই আমি বনবাসী আদরে কি দিয়ে তুষি
ডাকিতেছি প্রাণ ভরে ওহে কৃপাধার।
এস নাথ দয়া করে জননী জাহ্নবী তীরে
শুভাশিস কর শিরে দিয়ে হে মঙ্গল কর
চন্দ্রাননে সুধা হাসি থাকিবে অহর্নিশি
আদরিনী হয়ে রবে চিরদিন ধরা'পর।

শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞান শক্তি
হইবে ধর্ম্মে মতি নিরন্তর
সিন্দূর পুষ্প চন্দনে সাজিয়া রবে ভুবনে
মাগি হে, মণি আমার
সুস্থ রহে তার কায় হে ঈশ্বর
স্নেহ দয়া ক্ষমা গুণে প্রফুল্ল সদা অন্তর
সুদীর্ঘ জীবন প্রভু কর তারে দান
জনক জননী আত্মীয় স্বজন সনে ভগ্নী সহোদর।

জয় পরমেশ জয় রাণী নিত্যানন্দে গায়
করি মঙ্গল চরণে আজি ইহাই প্রার্থন,
লও ধন্যবাদ ওহে দীন নাথ
কৃপাময় মোর জুড়ালে নয়ন।
প্রক্ষালন করি প্রেম নীরে হরি
তোমার অভয় শান্তি চরণ
এই বনাশ্রমে নাম গুণ গানে
হয় যেন হে শেষ বাসনা পূরণ,
দয়াময় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

শুভকামনা

পায় হররাণী মনোমত স্বামী

যেন সময়ে হে প্রভু এই আবেদন

দীর্ঘায়ু লইয়া সুখী হয় দুই জন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

হররাণীর দিদিমা

৺জাহ্নবীতট বৃহস্পতিবার

বরাহনগর ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৮ সাল।

প্রার্থনা ও মঙ্গল গান

-:o:-

জয় মুরারি রূপে মা শঙ্করী

দিয়াছ শুভ বালা কোমল করে,

পরায়ে আদরে নূতন বৎসরে

নিয়ম তাই পালন করে,

হরষেতে হররাণী দেখাইতে দিদিমারে,

দাদামণি দিদিমণি মা মণিরে সঙ্গে করে,

প্রভু তোমারি কৃপায় আজি

নবীন সাজেতে সাজি,

হাসি মুখে এসেছেন এই বন পুরে।

শুভকামনা

কি দিয়ে আদর করি হই আমি বনচারী
এস হে দয়াল হরি, মাতা ভাগীরথী তীরে।
দিয়ে আঁখির প্রেম জল ধোয়ায়ে পদ কমল
আজ মঙ্গল চরণামৃত পান করাই আদরে সবারে,
সুদীর্ঘ জীবন হবে কায় সদা সুস্থ রবে
চির শান্তি ভোগ সবে করে যেন সংসারে।
এই শুভাশিস হরি, কর সকলের শিরে,
মাতা ভগ্নী সনে শুভ সিন্দূর চন্দনে
সেজে থাকে হররাণী যেন ধরা'পরে,
পুনঃ আনন্দ করিও দান আনিয়া বাবা ফণীরে.
শ্রীপাদ পদ্মে নিবেদন আজি এই প্রাণ ভরে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
হররাণীর দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

সোমবার
১১ই বৈশাখ ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা

আশীর্ব্বাদ কর দান

জয় ব্রহ্ম নারায়ণ

বাড়ী যাবে বলে মন কুতূহলে
মোর আদরের বেবী দিদিমণি
লয়ে পিতা মাতা ভগিনী ও ভ্রাতা
হাসিতে হাসিতে এলেন ঐ বিধু বদনি।
আজি বনালয় আনন্দিত ময়
তব করুণায় ওহে চক্রপাণি
সকলের হেরে চন্দ্রানন অতীব প্রফুল্ল মন
হইয়াছে জনার্দ্দন, এস যদু মণি।
আনন্দের প্রেম জলে মঙ্গল পদ কমলে
ধোয়ায়ে চরণামৃত আদরে করাব পান,
হইবে দীর্ঘ জীবন এই মাগি ভগবান
সুস্থ দেহে সবার চির শান্তি থাকে যেন।
জননী ভগিনী সনে শুভ সিন্দূর পুষ্প চন্দনে
সেজে থাকে মণি বেবীরাণী প্রভু হে ধরণী'পরে
প্রাণ ভরে এই নিবেদন আজি মা জাহ্নবী তীরে।

৩৭৭

শুভকামনা

নির্ব্বিঘ্নে এনে সবারে পুনঃ এই বন পুরে
বলি হরি কর যোড়ে সন্তোষ করিও দান,
অভয় পদ্ম চরণে কৃপায় লও হে ভক্তি প্রণাম।
সবে মিলি করতালি
দিয়ে গাইব জয় নাম,
বাসনা পূরণ হয় যেন ব্রহ্ম সনাতন।

দিদি আদরিণী ভাই বেবীরাণী
তুমি যাইতেছ বাঁকীপুরে,
লয়ে ভ্রাতা ও ভগ্নী জনক জননী
হয়েছ ফুল্ল অন্তরে।
কত দিনে পাব পুনঃ দরশন
মুখ কমল সবার হেরিবে নয়ন,
ভাই আজি হ'তে তাই ভাবিতেছে মন।

তোমাদের কথা স্মরিয়া সর্ব্বদা
হৃদয় কতই পাইবে বেদন,
তুমি একটু করে লেখা পড়া করে
পাঠাইবে মোরে হাতের লিখন।
মনে রেখ ভাই এ কথা সদাই
দিদিমা পড়িয়া রয়েছেন বনে,
তব হস্তাক্ষর আঁখির উপর
দেখে কত পুলকিত হইবেক মনে।
স্নেহ উপহার লও দিদিমার
সামান্য এই কুসুম, বনবাসীর অমূল্য ধন ;

শুভকামনা

ভালে কর শুভ সাজ মাতা ও ভগ্নী সাথে আজ
পরাই চিরদিন তরে সিন্দূর চন্দন মঙ্গল ভূষণ।
পিতা আর ভ্রাতা সনে শুভ দূর্ব্বা ধান দানে
করি মঙ্গল আশীর্ব্বাদ,
শ্রীচরণামৃত পানে সকলে দীর্ঘ জীবনে
সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে থাক নিরাপদ।
মঙ্গলময় ঈশ্বর চরণে মাগি যুড়ি দু'টী কর,
তুমি সময়ে পাইবে সর্ব্ব গুণাকর বর,
ভক্তি মনে বিভু চরণে করিও নিত্য নমস্কার।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
বেবীরাণীর দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

রবিবার
১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা

——:o:o:——

প্রণমি চরণে প্রভু নিজ গুণে
ল'য়ে করহে মঙ্গল আশিস দান,
তোমারি করুণে আজি শুভ দিনে
আমার হৃদয়মণি মা বীণা ধন,
গুণময় পতি সাথে যাবে সতী
লয়ে আদরের পুত্র কন্যাগণ,
পাট্‌না বাঁকীপুরে তাই যোড় করে
মা গঙ্গার তীরে মাগি জনার্দ্দন,
অন্তরেতে শান্তি রয় সুস্থ সবার কায়
দাও আজি দয়াময় সকলে দীর্ঘ জীবন।

রোগে শোকে অভিভূত হৃদয়েতে অবিরত
জাগিতেছে মণি রবি ধনের চন্দ্রানন,
সেই হাসি ভরা মুখ খানি স্মরিয়া সদা জননী
পাইতেছে হৃদি মাঝে কতই বেদন,
দশ মাস বালকের না হেরে চাঁদ বদন।

শুভকামনা

বসে দেবী জাহ্নবীর তীরে কল্য নয়নের নীরে
বীণাপাণি মাতা মোরে করেছে মগন,
স্মরণে ফাটিছে দেব আমার পরাণ।
বাঁকীপুর হইতে মণি রবি ধন সাথে
এসেছিল ভগবান,
এবে যাইবার সময় ভাগ্যে পুনরায়
আমি রবি প্রাণ ধনে দিতে নারিলাম,
পড়িতেছে মনে যাদুর অমৃত সেই বচন
আছে অঙ্গুলিটি তার শ্রীমুখ কমলোপর
যেন করিতেছি দরশন।

রেখেছ কত আদরে পারিজাতে শোভা করে
অসাধ্য ও তব সাধ্য হে নারায়ণ।
আবার মায়ের কোলে বাছারে দিও হে তুলে
ভূতলে নব সুস্থ কায় দিয়ে সুদীর্ঘ জীবন,
অভয় মঙ্গল পায় প্রাণ ভরে কৃপাময়
করি আজি এই নিবেদন
করুণায় জুড়াইও প্রভু তাপিতের প্রাণ।

পেয়ে পুনঃ হারাধন মধুর সেই হাসি সেই আনন
হেরে পিতা মাতা, হয় যেন পুনঃ আনন্দে মগন।
দু'টি তনয় তনয়াদ্বয়
লয়ে চির প্রীতি পায়
গায় বিভু নাম জয় এই আকিঞ্চন।

শুভকামনা

কন্যাগণ সাথে   শুভ সিন্দূরাভরণ মাথে
পরি সাজিয়া থাকেন জননী
পতি পুত্র সনে   কুসুমে চন্দনে
রহেন শোভিতা চির এ মেদিনী
আদরিণী মম মাতা বীণাপাণি।
আজি এই প্রার্থন   প্রভু করিও পূরণ
জান হে, সকলি অন্তর্যামী
আর মায়া ডোরে   বাঁধিও না মোরে
যেন লাল সাজে ধরা এই বার ছেড়ে যাই আমি,
গেয়ে জয় নাম   ওহে শ্রীমধুসূদন
দেখাইও সে দিন সকলকে এনে বাছাদের এই বনে,
ঐ শান্তিময় পায় হে করুণাময় রেখ এ পাপী তনয়া দীনে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
বীণাপাণির মা

৺জাহ্নবীতট   সোমবার
বরাহনগর   ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সাল।

জগজ্জননী

ষষ্ঠী দেবী শীতলা চরণে প্রার্থনা।

ওগো মা করুণাময়ী মাগি রাঙ্গা পায়
মা শীতলা শীতলে রেখ আমারে কৃপায়।
জগত জননী তুমি   অনন্ত রূপিনী
সুরাসুর ত্রিজগৎ সবার বন্দিনী,
জ্ঞান হীনা হই মাতা অতি মূঢ় মতি
জানিনা কি বলে তোমা করিব স্তুতি।
লোহিত বরণে আজি এসেছ ধরায়,
পদ কমলেতে শোভা ধরেছ জবায়,
শ্রীমুখের কিবা শোভা   শান্তিময়ী মনোলোভা
নিরখি জুড়াল মম নয়ন ও পরাণ।
ব'স মা হৃদি আসনে   কি দিয়ে তুষি যতনে
কি দিয়ে পূজিব দেবী দু'খানি চরণ,
আজ চিত্ত বনে নাহি ফুল   মা চিন্তায় হয়েছে আকুল
পরায়ে দিই সীমন্তে সিন্দুর ভূষণ,
এই রত্ন রেখ ঘরে   কৃপাময়ী কৃপা করে
লও মাগো ভকতি প্রণাম।

শুভকামনা

পড়ে আছি মা গঙ্গা তীরে ভগ্ন এ বন কুটীরে
চিন্তার সমুদ্রে দেবী হইয়ে মগন,
মা বীণাপাণির ফোড়া হয়েছে জননী তারা
ইহার কারণ।
পাইছে মা যাতনা কত ভাবিতেছি অবিরত
বুলায়ে দাও মা পদ্ম হস্ত আপনি ফেটে যায় যেন,
শুখায় যেন নিরাপদে এই ভিক্ষা অভয় পদে
মায়ের শুভ লেখা দেখে আনন্দে ধন্যবাদ করিব দান
পতি পুত্র কন্যাগণে লয়ে সুস্থ শান্তি মনে
শুভ সিন্দূরাভরণে যেন দীর্ঘ জীবনে
মা বীণাপাণি গায় দেবী তোমার জয় নাম
শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ ভরে আজি এই নিবেদন।

৺জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ৮ই মাঘ ১৩২৯ সাল :

প্রার্থনা

——:o:o:——

কত রূপ ধরি হে দয়াল হরি
পূরাও বাসনা তুমি হে মুরারি,
হও পরাৎপর জগত ঈশ্বর
কি জানি মহিমা আমি হে তোমারি,
হীন অকিঞ্চন জানিনা ভজন
তথাপি কতই করুণা হেরি।

পড়ে আছি বনে অশান্তি জীবনে
মম বীণাপাণি মাতা হৃদয় রতনে,
কয় দিন হ'ল ফোড়ার পীড়নে,
পাইছেন কষ্ট কত স্মরিয়া তাহা নিয়ত
যে ভাবনা হ'তেছিল মনে,
বাছা কত দূরে আছে বাঁকীপুরে
হেরিতে নারিনু মায়েরে নয়নে,

৩৮৫

শুভকামনা

যাতনা বিষম হইবে অপারেশন
মোরা ব্যাকুল হইয়াছিলাম শুনে।
দয়াময় হরি তুমি কৃপা করি
ফাটাইয়া দিলে ও কমল করে,
দিয়ে পদ ছায়া কর কত দয়া
দেখিলাম আমি আঁখির উপরে।

ভোঁড় সাহেব নামে জানালে স্বপনে
প্রভু আমার মা মণি বীণাপাণিরে,
ওহে বিশ্ব ভূপ অনন্ত স্বরূপ
কে তোমায় চিনিতে পারে ?
তুমি কভু পিতা মাতা হও গুরু জ্ঞানদাতা
কভু ভগ্নী ভ্রাতা সুহৃদ্ সংসারে,
জয় জগৎপতি করি ভকতি প্রণতি
লও দেব আজি করুণ অন্তরে।

আশীর্ব্বাদ কর প্রভু বিশ্বেশ্বর
চির সিন্দুর ভূষণ পরে বীণাপাণি শিরে,
সুস্থ হয় কায় নিরাপদে রয়
সতত প্রফুল্ল মনে,
পতি রত্ন ধন মণি পুত্র কন্যাগণ
আত্মীয় স্বজন সনে।
দীর্ঘায়ু হয় গায় নাম জয়
শান্তিতে যেন এ ভুবনে

শুভকামনা

মাগি অভয় চরণে এই তটাশ্রমে
প্রভু রাখিও শান্তি পরাণে।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শুক্রবার
২৬শে মাঘ ১৩২৯ সাল

প্রার্থনা

—:o:-

মা গঙ্গা তীরে, প্রাণভরে
করিতেছি পাদ পদ্মোপরে
ধন্যবাদ লও নাথ জগত জীবন,
করুণা করি, হে দয়াল হরি
দাস ব'লে দিলে হ'ল নূতন প্রাণ।
পলকে প্রলয়, না জানি বাপ মায়
ধুতুরার বীজে হরিল জ্ঞান,
সে অবোধ শিশু, নাহি জানি' কিছু
বাদাম বলিয়া করিলা ভক্ষণ।
পাগলের প্রায়, সারাটী নিশায়
অতি যাতনায় করিল রোদন,

শুভকামনা

প্রভু ৬ই ফাল্গুন, দিদিমণি বেলার শুভবিবাহের দিন
তোমার কৃপায় ওহে দয়াময়,
বরের পিতা সহিত ডাক্তার কয় জন বাড়ীতে তখন,
বহু যত্ন করি তাঁরা বিষ উঠাইয়া, করিয়া দিলেন ইন্‌জেকসন
হে মঙ্গলময়, তব বাসনায় হইল তাহাতে কুশল সাধন,
পিতা মাতার প্রাণ মণি হরিদাস ধন।
প্রভু তোমার অনুগ্রহে পরদিন কহিল কথা,
এ সব মোরা কিছুই না জানি হেথা।
ভাবিতেছিলাম বুঝি বিবাহ কার্য্যের কারণ,
বিলম্ব হতেছে, আসিতে বীণাপাণির লিখন।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বুধবার
১১ই ফাল্গুন ১৩২৯ সাল।

শুভকামনা

প্রার্থনা

হে করুণাময় হরি তোমার কৃপায় হেরি
আজি মাতা বীণাপাণির হাতের লিখন,
অন্তরে আনন্দ কত নহ তুমি অবিদিত
তুমি হে অন্তর্যামী প্রভু জনার্দ্দন।
লও দেব ধন্যবাদ দয়া করে শ্রীমাধব
রেখ সদা নিরাপদ, করি এই নিবেদন,
সিন্দুর চন্দন ভালে মা আমার ধরাতলে
সেজে থাকে কুতুহলে সাজাইয়া কন্যাগণে,
পতি রত্ন পুত্র ধন তনয়াদি বন্ধু জন
আত্মীয় সবার সাথে বিভু দাও মাকে দীর্ঘ জীবন,
সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে থাকে যেন মা অনুক্ষণ।
জননী জাহ্নবী কূলে মাগি নির্ভয়েতে পদতলে
থাকি সদা গাই যেন প্রেমে জয় হরি নাম,
ভকতি প্রণতি প্রভু করহ তুমি গ্রহণ।
স্নেহময়ী জননী মা আমার বীণাপাণি
সকলের সুস্থতা সংবাদ মোরে কর নাই দান,

শুভকামনা

মা গো কত দিন পরে তব হস্তাক্ষর হেরে
তথাপি আমার আজি জুড়াইল প্রাণ।
ফোড়াটি তোমারে চারি মাস ধরে দিল গো কতই যাতনা
স্মরি নিরন্তর ব্যাকুল অন্তর করি মা কতই ভাবনা।
ভাই মম আদরের হরিদাস মণি
আদরিণী ভগ্নী মণি হররাণী
ভুগিতেছেন কয় মাস নিত্য নিত্য জ্বরে,
সে কারণে চিন্তাযুক্ত আছি বনপুরে।
ভরসা করি আদরিণী মোর দিদি বেবীরাণী
আর আমার বাবা ফণী মণি ও বাটীর সকলে
দয়াময় বিভু কৃপায় আছেন কুশলে
বেহান ঠাকুরাণীকে জানাইও আমার ভক্তি প্রণাম
মাগো কনিষ্ঠ সবারে দিও ও লইও মম আশিস কল্যাণ
মোরা ভাল আছি জেনে সুখী রেখ মন
সুখবরে শান্তি দিও মা এই আকিঞ্চন।

৮জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ৭ই চৈত্র ১৩২৯ সাল।

প্রার্থনা
ও
আশীর্ব্বাদ।

জাগ জগত বাসী, ডাকিতেছে বিহঙ্গম,
নিরাপদে যাঁর প্রসাদে হ'ল নব বর্ষ আগমন।
নির্জ্জনে এই তটাশ্রমে মন থাকিও তাঁর চরণে
নমি, চির শান্তি হরি নাম জয় গানে পাই যেন অনুক্ষণ।
নব বর্ষে দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ শান্তিতে রয় জগজ্জন
শ্রীপাদপদ্মে প্রাণ ভরে আজি মাগিতেছি জনার্দ্দন।
মঙ্গল আশিস কর প্রভু মোর বীণাপাণি কোলের ধনে,
পতি রত্ন লয়ে সতী পুত্র ধন ও কন্যাগণে।
সদা জয় নাম গায় ভগবান, সুস্থ চির শান্তি মনে
সুদীর্ঘ জীবনে সবে আত্মীয় স্বজন সনে।
আমার মা মনি বীণাপাণি হৃদয় রতন,
লও নব বর্ষের আশীর্ব্বাদ মাগো সদা থাক নিরাপদ
শুভ সিন্দুরাভরণ পর হয়ে চির ফুল্ল মন।
লইয়া মম আদরিনী বেবীরাণী হররাণী ভগিনী দু'জন,
মোর স্নেহের বাবা ফণী গুণমণি,
আদরের ভাই আমার হরিদাস মণি

শুভকামনা

দু'জনার কল্যাণ তরে দিলাম শুভ দূর্ব্বাধান,
নব বর্ষে সকলে লও বনবাসীর স্নেহ ধন
বন ফুল পাঠাইতে দূরে নারিলাম।
মাগো সে কারণ গেঁথে মালা
মা সিদ্ধেশ্বরী ও মা ষষ্ঠী দেবী মাতা শীতলা,
আর শ্রীধর দেব চরণে তোমাদের মঙ্গল জন্যে
করেছি আমি প্রেরণ।
কুশলে রাখিবেন প্রভু কৃপাময় ভগবান্।
আজি এ নূতন দিনে প্রণমি প্রেম চরণে
দীর্ঘ জীবনে গাও সবাই বিভুর জয় নাম।

৺জাহ্নবীতট শনিবার
বরাহনগর ১লা বৈশাখ সন ১৩৩০ সাল

শুভকামনা

প্রার্থনা

-:o:o:——

হরি দয়ায় তোমার মম বীণাপাণি মার
কল্য নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে অপারেশন,
মা গঙ্গা কিনারাতে মাগি যোড় হাতে
হে শ্রীধর দেব রেখ নিরাপদে, সুস্থ হয় যেন,

মা কতই কাতর ছিল নিরন্তর
ভাবি তাহা মনে মনে,
কতই আকুল ছিলাম ব্যাকুল
প্রভু হে আমি এ মৃত-জীবনে

জানাব কি আর দয়ার সাগর
পড়ে আছি এই সিংহ বনে,
অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল
তাই হেরিতে নারিনু নয়নে।

৩৯৩

শুভকামনা

সারা নিশি দিনে অভয় চরণে
জানাতেছি প্রাণ ভরে
মায়ে সুস্থ করি হে দয়াল হরি
এনে দেখাইও সকলকে মোরে।

বাবা মণি ফণী ও মা বীণাপাণি
আসিবে ফুল্ল বদনে,
দুইটি ভগিনী রাণী বেবী হররাণী
সাথে মণি ভাই হরিদাস আসিবেন প্রফুল্লিত মনে।

আজি সুদীর্ঘ জীবন বিভু সবারে প্রদান
কর আত্মীয় স্বজন সনে,
করি প্রণিপাত লও বিশ্বনাথ
তুমি হে করুণা গুণে।
এই নিবেদন প্রভু জনার্দ্দন
তোমার মঙ্গল চরণে।

মাতা ভগ্নিগণে শুভ সিন্দূর ভূষণে
সাজাইব ফুল্ল মনে চিরদিন,
পিতা ও ভ্রাতার মস্তকোপর
দিব আদর করে শুভ দূর্ব্বাধান।

শুভকামনা

বন ফুল তুলে ও পদ কমলে
আনন্দে করিব অঞ্জলি দান।
প্রেম ভক্তি দিয়ে আর সুচন্দন,
ঐ চরণ পুষ্পে সাজাব সবাকে
আসিলে আমার হৃদয় ধন।
শ্রীচরণামৃত, হয়ে হৃষ্ট চিত, করাব সকলকে পান।
এ দীনের বাসনা হরি করিও পূরণ,
প্রতিদিন সুসংবাদে শান্তি পাই যেন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
বীণাপাণির মা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
২৩শে চৈত্র ১৩৩০ সাল

প্রার্থনা

জয় জগদীশ জয় প্রভু তব করুণায়
আজি এই বনের ভিতর,
নূতন দিনে শান্তি প্রাণে দিল মায়ের হস্তাক্ষর।
যে যাতনা ছিল প্রাণে
জানাব হরি তাহা কেমনে
আমারে করেছ ভবে তুমি যে পাষাণী মা।

ভুগিছে কোলের ধন,
মা বলিয়া অনুক্ষণ
ডাকিছে বাছা কাতরে শুনে যাইতে নারি তথা,
কি বলিব প্রভু আর আমার ভাগ্যের কথা।
জীয়ন্তে মৃতের প্রায়
পড়ে আছি বনালয়
করিয়াছি কত পাপ নাহি নিরূপণ,
নতুবা কি এত দণ্ড পাইত হে মন,

শুভকামনা

আজি মাতা সুরধুনীতে প্রণমি মঙ্গল পদে
কৃপাময় করহ গ্রহণ,
লাল সাজে নব বর্ষে মোর পাপ কর বিমোচন।
মাগিতেছি যোড় হাতে মা মণি বীণাপাণি মাথে
আশীর্ব্বাদ কর পদ্মপলাশ লোচন,
নির্ব্বিঘ্নে ঘা খানি শুকায়ে যায় দিন দিন বল পায়
মা চির সুস্থ শান্তি সুখে রয় হাসিভরা চন্দ্রানন।
ইতি বীণাপাণির মা

৺জাহ্নবীতট সোমবার
বরাহনগর ১লা বৈশাখ সন ১৩৩১ সাল।

শ্রীশ্রীহরি সহায়

আমার মা মণি বীণাপাণি তব হস্তাক্ষর হেরে,
যে শান্তি পাইল হৃদি তা জানাব মা কেমন করে?
তব যাতনার কথা স্মরি সদা পাই ব্যথা
ভাবি কি করিব আর উপায় ত নাই
অমনি আশ্চর্য্য আমি দেখিবারে পাই।
দুঃখহারিণী জগৎপালিনী
বিশ্ব জননী বসে তব বিছানায়,
বুলাইয়া দিতেছেন পদ্ম হাত গায়।

শুভকামনা

আমি কি করিব আর　　　　　তুমি মা সন্তান যাঁর
তিনি সেবা করিছেন দেখিয়াছি তাঁরে
মাগো আমি তাঁর দাসী বনে আছি মরে।
বিশ্বাস থাক্ তোমার　　　　　আশীর্ব্বাদ মা আমার
চিরদিন হৃদাসনে দেখা পাও তাঁর,
জগতের ধাত্রী দেবী জননী দুর্গার।

তব মাতৃভক্তি গুণে　　　　　আমায় অভয় দানে
এসেছেন এ আশ্রমে মঙ্গল চণ্ডী মা আমার,
বীণাপাণি জননী গো যতনে তোমার।
মায়েরে হেরে নয়নে　　　　　পাইয়াছি শান্তি মনে
নিত্য পাঠে শুনি মার বচন মধুর,
তাহাতে আনন্দ হয় অন্তরে প্রচুর।
বিশ্ব বিমোহিনী　　　　　কল্যাণদায়িনী
করুন তোমার আপদ খণ্ডন
প্রতিদিন শ্রীপাদপদ্মে করি নিবেদন।

প্রাণ পতি সনে　　　　　আদরের পুত্র কন্যাগণে
লয়ে নির্ব্বিঘ্নে এস মা দেখি ও চাঁদ বদন,
শুনাইব মধুময়ী চণ্ডী চরিত্র জুড়াইব মন প্রাণ।
মণি বীণাপাণি মা আমার
একটু ভাল আছ　　　　　দালানে গিয়াছ
জানিয়া এই শুভ সমাচার,
অতি পুলকিত হইয়াছে হৃদয় আমার।

শুভকামনা

থেক খুব সাবধানে এখন মা নিশিদিনে
যেন গো নরম স্থানে না লাগে আঘাত,
চলিও বসিও লয়ে গোপিকার মত।
দিয়ে সুধা ধন অমূল্য রতন
পেয়েছ জামাতা মনের মতন,
ডাক্তার এম্, বি অভিধান গোপিকারঞ্জন।

নিত্য কষ্ট করে আসিয়া তোমারে
সাহেব কতই যতনে ড্রেস করিছেন,
সে জন্য নিশ্চিন্ত কত রহিয়াছে মন।

মাগি বিভু পদে সদা নিরাপদে
থাকিয়া করুন উন্নতি সাধন,
সুদীর্ঘ জীবনে প্রফুল্ল বদনে
রাণী সুধা সনে লউন কোলে পুত্র রত্ন ধন।

মা আমার বীণাধন

দাইটি পেয়েছ ভাল শুনে প্রাণ জুড়াইল
সেবার জন্য মা বড় চিন্তিত ছিলাম,
আজ মোর সে চিন্তার হ'ল অবসান।

নিজ পিতার খরচে ব্যথা পাইছ মনেতে সদা
মাগো তবে কেন হও নাই পূর্ব্বে সাবধান ?

শুভকামনা

মা তুমি ব্যাধিতে কষ্ট পাইলে. তাঁর অর্থের কি প্রয়োজন ?
মাগো সুস্থ হয়ে এস কোলে করি আমার হৃদি রতন।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার মা

৺জাহ্নবীতট — রবিবার
বরাহনগর — ১৪ই বৈশাখ ১৩৩১ সাল

শ্রীবাগ্‌দেবী বন্দনা
ও পাদপদ্মে শুভাশিস

প্রার্থনা।

এলে দয়াবতী দেবী সরস্বতী
আজি পূরাতে বাসনা জগৎ জননী,
বীণাখানি ধরে সুমধুর স্বরে
বাজাতে বাজাতে অবনী,
শুক্ল পঞ্চমীতে শুভ খড়ি হাতে
প্রিয় সন্তানেরে দিতে হে শুভ্র বরণী।
ও বিধু বদন করি দরশন
বনে এ ভগ্ন কুটীরে ফুল্ল মন প্রাণ

শুভকামনা

নূতন বৎসরে মা গঙ্গাতীরে
আজি বীণার ঝঙ্কারে জুড়াল শ্রবণ
অমল কমল শ্রীপদ যুগল
নিরখি সফল হইল নয়ন।

সরোজ বাসিনী দেবী বাগ্‌রাণী
মোর হৃদি শতদলে বস মা এখন,
শুভ সিন্দূর চন্দনে আদরে সাজাই যতনে
রেখ জগন্মাতা দীনের এই মঙ্গলাভরণ।

প্রেম নেত্র নীরে ধুয়ে রাঙ্গা পা
বন ফুলে হার গেঁথেছি সুন্দর
দিতেছি অঞ্জলি জগতের মা।
ভকতি প্রণতি লও ভগবতী
আজি আশিস কর প্রদান,
মা তোমার পদ্ম করে হরিদাস মণির শিরে
তা'র দাদা বাবু দিতেছেন শুভ দূর্ব্বা ধান
মাগি মহামায়া দাও পদ ছায়া
আমার হরিদাসেরে সুদীর্ঘ জীবন,
ভব কৃপা বলে এ ধরণী তলে
পায় ধন বিদ্যা বুদ্ধি অমূল্য রতন জ্ঞান।
মাতঃ করিও যশস্বী ভব ভূতি আদি
যেন হয় কবিবর কালীদাস সম,

৪.০১

শুভকামনা

মম ফণী বীণাপাণি সুত দেবী হয়ে তব বর পুত
সতত হাসি মুখে হরিদাস থাকে চিরদিন যেন।
পিতা মাতা ভগ্নিগণে আত্মীয় বন্ধুর সনে
সুস্থ কায়ে শান্তি লয়ে করে যুগল রূপ ধ্যান,
ও যুগল পদাম্বুজে সদা প্রেম মধু করে পান।
দীর্ঘ আয়ু জননী আজি সকলকে কর দান,
শ্রীচরণে মন প্রাণে করি এই নিবেদন।
শুভ খড়ী হাতে আজ দাদামণি কর সাজ
ধর দিদিমার আশীর্ব্বাদ এই বন পুষ্পের মালা গলে,
শতাধিক বর্ষ থাক সুখে তুমি মহীতলে।
ললাটে হরির শুভ চন্দন পরিয়া লাল বসন
হরিদাস ভক্তি ভরে কর প্রণাম অভয়ার পদ কমলে
মাগি আমি যুড়ি কর মা আদ্যাশক্তি দাও বর
মহাধন বিদ্যা রতন থাকে সদা তা'র কণ্ঠোপরে,
যেন হয় দীর্ঘ জীবন মা ধর্ম্ম করি উপার্জ্জন
গায় জয় নাম অনুক্ষণ তোমার কৃপায় দেবী
যেন এই চরাচরে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার দিদিমা

৺জাহ্নবীতট — শুক্রবার
বরাহনগর — ২৬শে বৈশাখ ১৩৩১ সাল।

প্রার্থনা

ও

আশীর্ব্বাদ।

-:o:o:—

আজি শুভ জন্ম দিনে আছ তুমি নিজ ঘরে,
হরিদাস দাদামণি তাই বন ফুল আমি
পাঠাইতে ভাই নারিলাম দূরে।
দাদাবাবুর ও দিদিমার
শুভাশিস এই দূর্ব্বা ধান,
হরষেতে মস্তকেতে করহ ধারণ।

শ্রীচরণামৃত করে পান হও তুমি বীর বলীয়ান
সুদীর্ঘ জীবনে গাও ঈশ্বরী ঈশ্বর নাম,
পিতা ও মাতার বক্ষে চিরানন্দে থাক সুখে
আত্মীয় জনের সনে লইয়া ভগিনিগণ।

শুভকামনা

ও চন্দ্র বদনে হাসি নিরখি জগৎবাসী
সকলেই যেন তোমার করেন কল্যাণ,
গুরু জনে শ্রদ্ধা ভক্তি কনিষ্ঠ সবারে প্রীতি
দুঃখী দরিদ্রে ভাই হইও কৃপাবান।
এ ক্ষুদ্র কবিতা হার যতনেতে দিদিমার
সুকণ্ঠেতে চিরদিন করিও ধারণ,
মন দিয়া লেখা পড়া কর যাদুধন ;
নীহারের মার মত সুন্দরী পাবে গুণবতী নারী
নীহারের বাবার মত হও তুমি গুণবান।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার দিদিমা

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৩২ সাল।

শুভকামনা

প্রার্থনা

-:o:-

নূতন দিনেতে আজি   প্রেম ফুল দিয়ে পূজি
মা গঙ্গার কূলে দেবদেবীর চরণে,
ভকতি প্রণতি করি   যুগল রূপে বংশীধারী
কৃপাময় কৃপাময়ী করহ গ্রহণ।
তোমার সন্তানগণে   শান্তি ধন বিতরণে
দয়াকরে দাও সবারে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন,
মাগি ও রাঙ্গা চরণে   আজি এ নূতন দিনে
পায় দিদিমণি বেবীরাণী সুবিদ্যা জ্ঞান রতন।
সদা হাসি মুখে রয়   যেন কমলের প্রায়
মনোমত পতি পায় সুন্দর সুঠাম।
পিতা ও মাতার কোলে   ভ্রাতা ভগিনী মিলে
আত্মীয়জনের সনে গায় গো মধুর নাম।
জননী ও ভগ্নী সনে   সিন্দূর শুভ চন্দনে
সেজে থাকে ধরাধামে আশীর্ব্বাদ কর দান,
বেবীরাণীর দিদিমার প্রাণ ভরে এই নিবেদন।

শুভকামনা

দিদি আদরিণী মণি বেবীরাণী
ইংরাজী বৎসর শেষে,
দিদিমারে মনে করেছ যতনে
তুমি ভাই ভালবেসে।

তব শুভ হস্তাক্ষরে এই বনালয়ে হেরে
অতি পুলকিত হইয়াছি আমি,
নিত্য ফুল্ল মনে লিখিলে যতনে
হইবে দেখিতে মুক্তার গাঁথনি।

লেখা পড়া কর হবে বড় ঘর
পাইবে সুন্দর গুণবান স্বামী,
সংসার ভিতরে প্রফুল্ল অন্তরে
সতত শান্তিতে রহিবে তুমি।

গুরু জনে সেবা করিবে সর্ব্বদা
শুনিবে সবার বাণী,
ছোট ভাই বোনে অমিয় বচনে
তুষিবে দিবা যামিনী।
দরিদ্র দুঃখীরে নয়নেতে হেরে
করিবে সদা করুণা,
ক্ষতি আপনার করিয়া স্বীকার
তথাপি সকলে করিবে ক্ষমা,

শুভকামনা

মাতা ভগ্নী সাথে সিন্দূর ভালেতে
পর চির দিন শুভ অলঙ্কার
সুদীর্ঘ জীবনে বিভু জয় নামে
সুখে কর গান ভুবন ভিতর।

আজি এই নূতন দিনে ক্ষুদ্র কবিতা প্রসূনে
গাঁথিয়াছি যতনেতে হার
স্নেহাশিস ধর বোন্ আদরে দিদিমার।

৺জাহ্নবীতট শুক্রবার
বরাহনগর ১৬ই পৌষ ১৩৩২ সাল

শ্রীশ্রীঈশ্বরী দুর্গা সহায়

আমার আদরিণী বেবী দিদিমণি

ভাই পাইয়া তোমার শুভ হস্ত লিপিখানি,

অতি আনন্দিত হইয়াছে চিত

এসেছেন শুভ সপ্তমীতে মহামায়া মায়ের কোলে শুনি।

দিদিমার আশীর্ব্বাদ ইহাই প্রার্থন

মহামায়ার সহিত পাও সকলে দীর্ঘ জীবন।

মা ষষ্ঠীর পূজা হ'লে মহামায়া লয়ে সকলে

আসিয়া করিও আমায় আনন্দ প্রদান।

বসে মা গঙ্গার কোলে প্রেম রসে সবে মিলে

গাহিব দয়াল হরির সুমধুর নাম।

দিলাম শ্রীচরণামৃত মায়েরে দু'বেলা নিত্য

দিও ভাই ভক্তি মনে, তোমরা করিও পান।

সুস্থ রাখিবেন সকলে কৃপায় ভগবান।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

তোমার দিদিমা

৺জাহ্নবীতট বুধবার

বরাহনগর ২৬শে আশ্বিন ১৩৩৩ সাল।

শ্রীশ্রী মাতুর্গা চরণে প্রার্থনা

——:o:o:——

জগত জননী দুর্গা আসিয়াছ ভবধাম,
মা তব শুভ আগমনে ফুল্ল ভারত সন্তান।
ডাকিছে মা দুর্গা বলে সকলেই কুতূহলে
কি দিব চরণোপরে রয়েছি মা গঙ্গাতীরে
রাঙ্গা পায় পুষ্পাঞ্জলি করিতেছি অর্পণ,
শ্রীপদ কমলে মাগো লও ভকতি প্রণাম।

জগতের দুঃখহরা প্রেমময়ী মা তারা
প্রেম মূরতি তোমার করাইতে দরশন,
সপ্তমীতে নিশাকালে জোঁছনাতে আসি কোলে
এলে শুভক্ষণে মা বীণাপাণির লইতে যতন।
মা বীণারে করে দয়া আনিয়াছ মহামায়া
মা মা বলে স্তন্য সুধা করিবারে পান,
বাবা মা মধুর বোলে ডাকি এই ধরাতলে
ওগো হর মনোহরা আনন্দ করিও দান।

শুভকামনা

দাদামণি দিদিমণিদ্বয়ে ডাকিও ফুল্ল হৃদয়ে
সদা থাকিও প্রফুল্ল হয়ে, ভবানী এই আকিঞ্চন
সিন্দূর আল্‌তা ফুল চন্দনে সেজে থাক এই ধরাধামে
তিনটি ভগিনী মোর মা মণির সনে,
এই মাগি দয়াময় ঈশ্বর চরণে।
জনক জননী লয়ে দাদামণি দু'টি দিদিমণির সনে মায়ারাণী
পায় যেন দেব সুদীর্ঘ জীবন,
মায়ারাণীর দিদিমার এই নিবেদন,
কৃপায় গ্রহণ কর ভকতি প্রণাম।

৺জাহ্নবীতট বুধবার
বরাহনগর ২৬শে আশ্বিন ১৩৩৩ সাল।

প্রার্থনা ও শুভাশীর্বাদ

মা গঙ্গার তটে থাকি আনন্দাশ্রুনীরে ভাসি
শ্রীযুগল পাদ পদ্মে করিতেছি দান,
প্রেম পুষ্পে মাখাইয়া ভকতি চন্দন,
দয়াময় দয়াময়ী করহ গ্রহণ।
মোর মহামায়া মহারাণী কোলে লয়ে মা বীণাপাণি
যাইছেন পতি সনে আপনার ধাম,
যেন হাসি মুখে থাকে কমল সমান,
মাগি দেব দেবী, কর আশিস প্রদান।
আদরিণী বেবীরাণী মণি হরিদাস হররাণী
সুস্থ থাকিয়া সদা শান্তি রাখে মন,
আমার মা মণিকে চিরসুখে রেখ ভগবান,
সিন্দূর ভূষণে মাতা সাজে চিরদিন।
লও প্রেম প্রণিপাত বিশ্বেশ্বরী হে বিশ্বনাথ
যাচিতেছি দীর্ঘ আয়ু আজি সবারে করহ দান,
আর আমারে মায়া ডোরে করিও না হে বন্ধন,
অভয় রাঙ্গা চরণে করি এই নিবেদন।
মা আমার বীণাপাণি, লয়ে কোলে মায়ারাণী
পতি সাথে আনন্দেতে যাইছ বাঁকিপুরাগারে,
আজি বিভুর কৃপায় মম আহ্লাদ কত অন্তরে।

তথাপি আঁখিতে জল ঝরিছে মা অবিরল
কতদিন আর না হেরিব ও চন্দ্র বদন,
তাহাই ভাবিয়া আজি ব্যাকুলিত মন।
সদা মা ডাকিতে কত মা বলে মা অবিরত
সর্ব্বদা করিত মম কর্ণ সুধাপান।

কতদিন সদামৃত খাবে না গো কাণ
ইহা ভাবি বিচলিত হইতেছে মোর চিত
কেমনে একেলা আমি থাকিব তখন,
তোমার মায়ারাণী করেছেন মা আমারে বন্ধন।

আসি দুদিনের তরে মা সুরধুনীর তীরে
আপনার রাজ্যখানি করিয়া বিস্তার,
বাঁকিপুরে যাইছেন আপনার ঘর।
তার সে অমিয় হাসি নিরখিয়া দিবানিশি
কতই আনন্দ হইত হৃদয়ে আমার
সেই চন্দ্রাননী কত দিনে দেখিব আবার।

অতি সুলক্ষণা মেয়ে রাখিও সদা হৃদয়ে
যতনেতে করিও মা তাহারে পালন,
এসেছেন মহামায়া মহেশ্বরী রাখিও স্মরণ।
আদরিণী বেবীরাণী দিবস কত রজনী
ফুল্লমুখে করিতেন কত শত কাজ
সে সকল ভার মোরে দিয়া চলিলেন আজ।

শুভকামনা

মণি হরিদাস হররাণী প্রভাত হলে যামিনী
হাসিমুখে কত সেবা করিত আমার,
আজি হইতে সে যতন কে করিবে গো আর।
বিভাবরী পোহাইলে দিদিমা দিদিমা বলে
ডাকিয়া আনন্দ আর কে করিবে দান,
বিচ্ছেদ বিষাদ আজি ঘেরিল জীবন।

ঘরদ্বার অন্ধকার ভাল না লাগিছে আর
কত কলরবে ভরাছিল এ ভবন,
সর্ব্বদাই পুলকিত থাকিত এ মন।
আজিকার কষ্ট যত লেখনী লিখিবে কত
শুন মাগো বীণাপাণি আদরের ধন
পূর্ব্ব মত হইলাম আবার নির্জ্জন।
তথাপি ও বিভুপদে মাগিতেছি করপুটে
পুত্র কন্যাত্রয় সুস্থ লয়ে নিজ ঘরে
পতিসেবা কর তুমি থাক ফুল্লান্তরে।

কতদিনে শ্রীচরণে
করিয়া প্রণাম
লইবে মা শ্বশ্রুঠাকুরাণীর আশিস বচন,
সাধ্যমত তাঁর সেবায় করিবে যতন।
জা গণে মা নমস্করি তাঁদের আশিস ধরি
তুষিয়া সকলে সদা মিষ্ট আলাপনে,
চিরসুখে থাক মা এই মরত ভুবনে।

শুভকামনা

পিতামাতার আশিস ধর মঙ্গল সিন্দূর পর
এই নারীর অলঙ্কার চির জীবনের মত,
সকলকে নিত্য ভক্তি মনে দান পান করিও চরণামৃত
পতি সন্তানাদি সনে থাক রত নাম গানে
সতত রেখ মা মতি ঈশ্বর চরণে।
দীর্ঘায়ু লয়ে সকলে থাক মর্ত্ত্যভূমে,
তটবাসী মায়ে মাগো রাখিও স্মরণে।

৺জাহ্নবীতট শুক্রবার
বরাহনগর ২৭শে ফাল্গুন ১৩৩৩ সাল

প্রার্থনা
ও
আশীর্ব্বাদ।

ভকতি পূর্ণ প্রণাম   কৃপাময় জনার্দ্দন
দেব করহ গ্রহণ,
আজি শুভ ষষ্ঠীবাঁটা জামাতুরর্চ্চনং।
সকলেই হর্ষযুতা   হেরিবে জামাতা সুতা
সকল ঘরেই আজ আনন্দোৎসব
কেবল আঁধার ঘর মোর কেশব।
কত দূরে   বাঁকীপুরে
মম গুণময় জামাতা ফণী
গুণবতী সাধ্বী কন্যা আমার বীণাপাণি
কেমনে এ আঁখি আর   দেখিবে প্রভু আমার
তথাপিও আজিকার দিনে তটাশ্রমে,
হতেছে বাসনা হেরি দু'টি চন্দ্রাননে;
মণি হরিদাস হররাণী   বেবীমণি মোর মায়ারাণী
এ চারিজনের পদ্ম মুখ করিতে দর্শন,
হইতেছে বাঞ্ছা অতি, দেব নারায়ণ।

শুভকামনা

কি করি, নাহি উপায়　　　　নিবেদি তাই রাঙ্গা পায়
আজি শুভ ষষ্ঠীবাঁটায় শুভাশিস কর দান
হাসি মুখে যেন থাকে এ মরত ভুবন।
দুর্দ্দান্ত গরম তথা　　　　তাই মাগি বিশ্বপিতা
আবরণ দিয়ে রেখ সকলের সুস্থকায়।
চির শান্তি লয়ে যেন থাকেন নিজ আলয়
কমল হাত মাথে দিয়া　　　　এক করে রেখ দু'টি হিয়া
সন্তানাদি সনে দাও দু'জনে দীর্ঘ জীবন,
পুনঃ সুখ সম্মিলনে মোরা ধন্যবাদ করিব দান।
মোর বাবামণি　　　　আদরের ফণী
পাটনা সহরে আছ লয়ে মম বীণাপাণি,
নিরখিতে তোমাদের ব্যাকুল আজি পরাণী,
শুভ ষষ্ঠীবাঁটা দিনে　　　　শুভ ধান দূর্ব্বা দানে
আজি মোরা শুভাশিস করিতেছি দান,
লয়ে সন্তানাদিগণ
ও চাঁদ বদনে　　　　সুদীর্ঘ জীবনে
বাবা, বীণাপাণি সনে সুখে গাও ব্রহ্মনাম,
মণি মঙ্গলে মা বীণাপাণি পর চির সিন্দূর ভূষণ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মাতা

৺জাহ্নবীতট　　　　রবিবার
বরাহনগর　　　　২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ সাল।

প্রার্থনা

:o:o:

মোর হরিদাসেরে রক্ষা কর, যুগল রূপে আমার দয়াল হরি
মা জাহ্নবীর তটে বসে জানাতেছি প্রাণ ভরি
ক্রমে জ্বর কমিতেছিল কেন আবার বেশি হইল
যুগল কর কমল বুলিয়ে দাও হে সুস্থ করি।

শুনে টাইফয়েড ফিবার মোদের চিন্তিত সদা অন্তর
প্রভু জানিতেছ হে শ্রীধর ও গো মা চণ্ডী জগদীশ্বরী,
পাঠিয়েছি মা চরণ মালা চরণ তুলসী চিক্কণ কালা
চিন্তার সাগরে ভেলা হও দয়া করি।
শ্রীচরণামৃত করে পান দীর্ঘায়ু সে ধরে যেন
শক্তি রেখ তার ভগবান্, আমারে করুণা করি,
ওহে ত্রিজগত ভূপ কতই তোমার রূপ
কত স্থানে কত নামে রয়েছ বিরাজ করি।
বাবা ভোঁড় সাহেবের ধুল ফুল ও সিন্নি
চেয়েছেন হরিদাস মণি আপনি

৪১৭

শুভকামনা

তাহাও পাঠানু দেব তোমার ভক্ত কারণ,
ভক্তরে করিও রক্ষা পাদ পদ্মে এই ভিক্ষা
যেন পিতা মাতা ভগ্নিত্রয় লয়ে এসে করে অভয় পদ দর্শন ।
সেদিন আনন্দ মনে ধন্যবাদ শ্রীচরণে
দিব মোরা, আজি লও যুগলে ভক্তি প্রণাম,
এই নিবেদন বিভু সুদীর্ঘ জীবন কর সকলকে দান ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
হরিদাস মণির দিদিমা ।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
২৭শে আষাঢ় ১৩৩৪ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রী মাদুর্গার পদ কমলে প্রার্থনা

শুভাশীর্ব্বাদ।

শুভ বিজয়া দশমী আজি যাবে মা কৈলাস ধাম,
এসেছেন লইতে তোমায় আনন্দেতে ত্রিলোচন।
কি দিয়ে হই গো খুসী হই আমি বনবাসী
যতনে গেঁথেছি তাই বন কুসুমেতে মালা,
প্রেমানন্দে সাজিয়ে দিই মা তাহাতে তোমার গলা।
মাথে সিন্দূর ভূষণ ও চাঁদ কপালে সুচন্দন
পরাইয়া দিই কুতূহলে
আল্‌তায় রঞ্জিত করি শ্রীপাদ পদ্ম তলে।
ভকতি প্রণতি লও মা ভগবতী
দেবী তুমি কৃপা করে,
তব বিচ্ছেদ বেদনা দিবে মা যাতনা
সতত মম অন্তরে।
মা দুর্গা দুর্গা বলে ডাকিব যখন,
দেখাইও মোরে ঐ কমল চরণ,
ভয়ে অভয় করিও মা দান, এই মা জাহ্নবী কূলে,
মাগি তোমার ও কর কমলে।

শুভকামনা

আশীর্ব্বাদ কর মা দান　　　　লইয়া দীর্ঘ জীবন
আমার ফণীন্দ্র মণি　　　　মণি মোর বীণাপাণি
চির সুস্থ শান্তি লয়ে সাথে পুত্র কন্যাগণ
গায় মা আনন্দ মনে যেন তোমার জয় নাম ।
নির্ব্বিঘ্নে এনে সবারে　　　　দেখাইও মা গঙ্গা তীরে
ছয়টি মুখ-পদ্ম হেরে মোরা জুড়াই যেন নয়ন,
গাই মা আনন্দে জয়　　　　বসে এই বনালয়
আনন্দময়ী দুর্গা নাম করি গো কীর্ত্তন ।
কর দয়াময়ী আজি সকলকে দীর্ঘায়ু দান
হে দেবী রাঙ্গা পায় বনাশ্রয়ে এই নিবেদন ।
হৃদয় রতন মণি　　　　আদরের বাবা ফণী
শিরে আজি ধর তুমি শুভ দূর্ব্বা ধান,
মণি হরিদাস সনে বিজয়ার
আশিস মোদের স্নেহ ও কল্যাণ ।
মা মণি বীণাপাণি　　　　তনয়া রতন মণি
মায়ারাণী হররাণী মণি বেবীরাণী সাথে,
মা গো শুভ সিন্দূরাভরণ প'র চির দিন মাথে ।
বেহান ঠাকুরাণীকে দিও মা আমার ভকতি প্রণাম,
আদরের কনিষ্ঠ সবারে দিও মম আশিস ও কল্যাণ ।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমাদের মা ।

৺জাহ্নবীতট　　　　বৃহস্পতিবার
বরাহনগর　　　　১৯শে আশ্বিন ১৩৩৪ সাল ।

শুভকামনা

প্রার্থনা

শুভ আশীর্ব্বাদ।

হে অখিলেশ্বর অখিল ঈশ্বরী
মা জাহ্নবী তীরে শ্রীচরণোপরে
ভক্তি প্রণিপাত লও করুণা করি।

তোমার দাসেরে আজি কৃপা করে
উঠাইলে দশ বছর উপরি,
আশিস প্রদান কর ভগবান
যুগল করেতে হে ভুবনেশ্বরী।

মা চণ্ডী কমলা শ্রীচরণ মালা
দিয়াছি তাহার তরে,
তোমার কৃপায় ফুল্ল এ হৃদয়
মাগি আজি তাই পরাণ ভরে,
শ্রীরূপ যুগলেতে হরিদাসের অন্তরেতে
থাকি চির সুস্থ ও শান্তি দিও মা তারে।

শুভকামনা

জনক জননী তিনটী ভগিনী
লইয়া আত্মীয় স্বজনে,
নাম গুণগান প্রেমে অবিরাম
যেন গায় মণি হরিদাস দীর্ঘ জীবনে।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
হরিদাস মণির দিদিমা।

৬জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল

শুভকামনা

শুভাশীর্ব্বাদ

আদরের দাদামণি হরিদাস ভাই

রয়েছ ঝামাপুকুরে, বসে মা গঙ্গার তীরে

গেঁথে বনফুলে শুভ মালা শ্রীচরণে দিয়ে তাই

আজি তব জন্ম দিনে পাঠাইনু সযতনে

আদর করে বনমালা গলে তুমি দিও ভাই,

নিত্য ভক্তি ভরে ঠাকুর প্রণাম করিও মণি সদাই।

ললাটে শুভ চন্দন শিরে ধর দূর্ব্বা ধান

তোমার দাদাবাবু ও দিদিমার এই আশীর্ব্বাদ জেন।

সুদীর্ঘ জীবন লয়ে বিদ্বান সুবুদ্ধি হয়ে

সুস্থ শান্তি ধন লয়ে ভোগ কর ধরাধাম,

শ্রীচরণামৃত পান করে প্রেম ও আনন্দ ভরে

পিতা মাতা ভগ্নিত্রয়ে গাও ব্রহ্ম নাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী

তোমার দিদিমা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

শনিবার
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সাল

প্রার্থনা ও শুভাশীর্বাদ

জয় বিশ্বনাথ জয় জয় মাগো বিশ্বেশ্বরী।

মাতা ভাগীরথী কূলে ও রাঙ্গা পদ যুগলে
প্রেমার্ঘ হৃদয় খুলে আজি দিতেছি লও কৃপা করি।
প্রেম ভক্তি প্রণিপাত বিশ্বেশ্বরী হে বিশ্বনাথ
যুগল কমল পদে লও গো করুণা করি;
করি যোড় হাত ত্রিভুবননাথ
ও গো মা ভুবনেশ্বরী।

আজি দয়া করে তিরিশ বছরে
উঠালে আমার মণি বীণাপাণি,
পদ্ম হাত মাথে জগতের নাথে
কর আশীর্ব্বাদ জগত জননী।
শুভ জন্ম দিনে সুস্থ শান্তি মনে
সুদীর্ঘ জীবনে পতি পুত্র সনে,
লয়ে কন্যা তিনে আনন্দ বদনে
যেন রত থাকে মা বীণাপাণি সদা নাম গুণ গানে।

শুভকামনা

মা তোমার শুভ সিন্দূর চির শোভে তার শির
শ্রীচরণ পদ্মে আজি মোর এই নিবেদন,
চন্দ্রানন হেরে সুখী হয় যেন মন প্রাণ।
শ্রীচরণ ফুলে সাজাইব এই করি আকিঞ্চন,
পূর্ণ হয় দেব দেবী যেন আমার মনস্কাম।

প্রাণাধিকা বীণাপাণি আদরিণী মা জননী
শুভ জন্ম দিন তব হ'ল মাগো আজি,
নিরখিতে চন্দ্রানন বড়ই ব্যাকুল মন
পতি পুত্র কন্যাত্রয়ে লয়ে এস সাজি।
বনবাসী মা তোমার আদরে কি দিব আর
মা চণ্ডী সর্ব্ব মঙ্গলার সিন্দূরাভরণ,
ধর শুভ স্নেহাশীর্ব্বাদ সর্ব্ব সুখে থাক মা নিরাপদ
ইহাই প'র মাথায় চিরদিন।
শ্রীচরণ ফুলে কর সাজ পতি সন্তানাদি লয়ে আজ
তব পিতার শুভাশিস শিরে ধর দূর্ব্বা ধান,
চির সুস্থ শান্তি ধন ভোগ কর এই ভব ধাম।
কর শ্রীচরণামৃত সকলকে লয়ে পান,
দীর্ঘ জীবনে গাও মিলে সবে ব্রহ্মনাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার মা।

৺জাহ্নবীতট শুক্রবার
বরাহনগর ১৩ই পৌষ ১৩৩৫ সাল।

প্রার্থনা
ও
শুভাশীর্ব্বাদ।

জয় জগত জননী জগতের নাথ
মা ভাগীরথী কূলে করি ভক্তি প্রণিপাত।
যুগল চরণে লও কৃপা গুণে
আজি মা বীণাপাণির মাথে কর আশীর্ব্বাদ,
পতি পুত্র সনে লইয়া তনয়া তিনে
যাইছে মা নিজ ভবনে, রহে তথায় নিরাপদ।
সুদীর্ঘ জীবন দানে চির সুস্থ ফুল্ল মনে
রেখ হে দেব দেবী ছয় জনে এই আজি নিবেদন
পরিবে মা বীণাপাণি চির সিন্দূর আভরণ।
দুদিন দেখায়ে মোরে . কেন আর মায়া ডোরে
আবার বাঁধিয়া দিলে হৃদয়ে বেদন।
নিত্য সুসংবাদ দিয়ে শান্তিতে রেখ এ হিয়ে
শুভ দর্শন পুনঃ পেয়ে ধন্যবাদ করিব দান.
পূরাইও দয়াময় দয়াময়ী এই মনস্কাম।

শুভকামনা

হৃদি রাণী বীণাপাণি স্নেহ ময়ী মা জননী
নির্ব্বিঘ্নে যাইছ আজি আপনার ঘর,
পতি পুত্র কন্যা তিনে লয়ে থাক শান্তি মনে
ঈশ্বর কৃপায় ফুল্ল মোদের অন্তর ;

তথাপি হৃদয় বীণে কত দিন চন্দ্রাননে
মা হেরিতে পাবে না জেনে হতেছে বিকল
মা গঙ্গার কোলে বসি ওগো মা হৃদয় শশী
নয়নে কেবল মোর বরষিছে জল

দুদিন দেখা দিয়া মোরে মায়ারাণী মায়া ডোরে
বেঁধে রেখে বাঁকীপুরে করিছেন গমন,
হররাণী হরিদাস খাইতে এসে প্রসাদ
মা, দিয়ে গলে স্নেহ ফাঁস ঘরে এখন যাইতেছেন।

আদরিণী বেবীরাণী যেন গো প্রেমের খনি
এলে পরে যত্ন করে দিদিমারে কত কাজ করিতেন,
এ সব স্মরি এখন মা কষ্ট পাইতেছে মন
দিদিমণি কত গল্প দিদিমাকে শুনাতেন।

শুভকামনা

নিরানন্দ তটাশ্রম হইল মাগো এখন
মঙ্গলে এসে আবার সকলে মিলে আনন্দ করিও দান,
প'র মা চির শুভ সিন্দূর, ধর সকলে মাথায় দূর্ব্বা ধান,
দীর্ঘায়ু লইয়া সবে গাও পরব্রহ্মের জয় নাম।

ইতি মঙ্গলপ্রার্থী
তোমার মা।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর

বুধবার
৩রা মাঘ ১৩৩৫ সাল

প্রার্থনা

——:o:o:——

ওহে দীন সখা

এ অমা নিশিতে কেন হে বনেতে

আজি আমারে রাখিলে একা

সারা দিন থাকি বিজন আশ্রমে,

আশা করে মন ব্রহ্ম সনাতন

মিলিয়া নিশীথে প্রাণ পতি সনে

হয়ে প্রীত মন গাহিব হে নাম

চিত শান্তি পাবে হরি গুণ গানে,

আর সকলের সুখবর শুনে

কেন হে তাহাতে করিলে বঞ্চিত।

জানিনা যে দন্তে আছয়ে বেদন

কেন বা হঠাৎ হইল এমন,

শুনিয়া আকুল হতেছে পরাণ

প্রভু সুস্থ করে দাও দিয়ে পদ্ম হস্ত।

শুভকামনা

সুদীর্ঘ জীবন কর তাঁরে দান
সন্তানাদি সনে হে ভগবান
মা গঙ্গার কোলে নমি শ্রীপদ কমলে
মাগি অভয় আমায় কর হে দান।

৺জাহ্নবীতট শনিবার
বরাহনগর ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সাল।

প্রার্থনা

-:o:—

সাবিত্রী চতুর্দ্দশী দিনে গত সনে দুই জনে
একত্রে ছিলাম সুখে এই তটাশ্রম,
মনোকুতূহলে বন ফুল তুলে
সাজাইয়া দিনু নাথ তোমার পদ্ম চরণ।

আজি তাহা পূরিল কই তুমি আমি ভিন্ন ঠাঁই
সকলি আমার কর্ম্মফল,
তুমি আছ ঝামাপুকুরে আমি পড়ে মা গঙ্গাতীরে
আসিও পাইলে দেহে বল।
মাগি ঈশ্বর শুভ চরণে থাক তুমি চির শান্তি মনে
সুদীর্ঘ জীবনে লয়ে সন্তানাদি বন্ধুগণ,
আমি জীবনের শেষ দিনে যেন নিরখি তব চরণে
আনন্দে জয় নাম গেয়ে যাই ছেড়ে ভবধাম।

শুভকামনা

প্রার্থনা

——:০:০:——

আজি এ নূতন দিনে পুষ্প নাই হৃদি বনে
কি দিব চরণে বিভু লও ভক্তি নমস্কার,
আমার হৃদয় নাথে রাখিলে যদি দূরেতে
তবে দাও হে এ হিয়া মাঝে অভয় পদ তোমার।

সুদীর্ঘ জীবন তাঁরে দাও তুমি কৃপা করে
সন্তান ও আত্মীয় সনে হে পরমেশ্বর।
একা পড়ে আছি বনে রাখিও শান্তি পরাণে
নিরখি দুদিনে যেন সুস্থ তাঁর কলেবর
মা গঙ্গা তীরে কর যুড়ি মাগি আজি হে দয়াল হরি
লাল সাজে অভয় পদে এইবার স্থান যেন হয় আমার।

প্রিয়তম,

নূতন দিনেতে আজি দুজনাতে নাহি দেখা
আমার করম ফল কি আর হইবে বল
নিরাপদে সুস্থ হয়ে দেখা দিও হে প্রাণসখা।

শুভকামনা

নূতন দিনের সম্ভাষণ করিনু আমি গ্রহণ
আজি মোর ভক্তি প্রণাম লইও চরণ তলে
এই ক্ষুদ্র কবিতা কুসুমমালা ধরিও অধীনা ব'লে।

ইতি
তোমার চিরদাসী পম।

৮জাহ্নবীতট
বরাহনগর

মঙ্গলবার
১লা জানুয়ারি ১৯২৯ সাল।

৪৩৩

শুভকামনা

শ্রীশ্রীজগদীশ্বর

—ঃ০ঃ—

অভয় চরণে মাগিতেছি বনে
বসি মাতা সুরধুনী তীর
যুড়ি দুটি কর হে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর
মস্তক শীতল রাখ এ দীন কন্যার।
হৃদয় কমলাসনে থাক পিতঃ নিশিদিনে
ভয় যেন নাহি পায় আমার অন্তর,
নির্ভয়ে রাখিও এই বনের ভিতর ;
ভুলে কভু নাহি থাকি শ্রীপদ তোমার
এই আশীর্ব্বাদ কর মাথে দিয়ে পদ্ম কর।
রমণীর শিরোমণি মম স্বামী গুণমণি
মাথার ফোড়াটি তাঁর দাও সুস্থ করে
বুলাইয়া প্রভু তব শ্রীকমল করে।
সবল রাখিও কায় হৃদে যেন শান্তি রয়
পিতা ও মাতার ভার করেছ অর্পণ
সুদীর্ঘ জীবন দেব কর তাঁরে দান
নিরাপদে তব কার্য্য করুন সাধন।

শুভকামনা

স্বস্থ রাখ সকল সন্তানে আর মোর বীণাপাণি ধনে
কৃপায় এনেছ মোরে জননী জাহ্নবী কোলে
সদা প্রেমানন্দে ডাকিব তোমায় জয় জগদীশ বলে।
এমনি পাপের কায় নিত্য মায়া চিন্তায়
এখনও জড়িত করে রাখিয়াছে মন
মায়া ও চিন্তা হইতে প্রভু কর পরিত্রাণ,
এই বার কৃপায় অভয় চরণে প্রভু পিতঃ, দাও মোরে স্থান।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর ২০শে পৌষ ১৩২৬ সাল

শুভকামনা

শ্রীশ্রীঈশ্বর সহায়

—ঃ০ঃ—

বিশ্বরাজ কৃপাগুণে বাঁধিলাম তব জন্যে
তোড়া বন ফুল আজি করিয়া যতন
আদরেতে ধর তুমি আমার হৃদয় স্বামী
পূর্ণ হউক মনোসাধ আজ শুভ নূতন দিন।
গত সনে নূতন দিনে ছিনু দোঁহে ভিন্ন স্থানে
ফোড়ায় ছিলে কাতর
কতই চিন্তিত ছিল আমার অন্তর
যাঁহার করুণায় আজ উভয়ের সম্মিলন
এস দুইজনে সেই ভগবানে প্রাণভরে করি প্রণাম।
মাগি পদে রেখ মোদের চিরদিন এই শুভ মিলন।

৺জাহ্নবীতট
বরাহনগর ১লা জানুয়ারি ইং ১৯২১ সন